Duhssahosik Tom Sawyer

by Mark Twain

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

মার্ক টোয়েন

টম সয়ার-এর দুঃসাহসিক অভিযান

সূচনা

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

মার্ক টোয়েন

টম সয়ার-এর দুঃসাহসিক অভিযান

টম সয়ার। এক বিস্ময়কর বালক। নানাসব উদ্ভট চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়ায় সব সময়। ছোটবেলা থেকেই মানুষ হয়েছে পলিখালার কাছে। পলিখালার অন্তরে তার জন্যে স্নেহ-মমতার শেষ নেই। কিন্তু যে ছেলে নিজের পেইনকিলার বিড়ালকে খাইয়ে দেয় তাকে নিয়ে যন্ত্রণার কী আর শেষ থাকে? স্কুল কামাই করা আর পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে কী করে বন্ধুদের নিয়ে অভিযানে বের হওয়া যায় সেই চিন্তা মাথায় ঘুরে তার সব সময়। এর মধ্যে পরিচয় হয় বেকির সাথে। সেই মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে তার সে কী কাণ্ড! ভয়ঙ্কর খুনী ইনজুন জো-এর মিথ্যাচারিতায় অভিযুক্ত মাফ পটার। টম সয়ারের সাক্ষ্যে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায় মাফ পটার। ইনজুন জো-এর ভয়ে ফেরারি টম আর সঙ্গী হাক। সেই সাথে ইনজুন জো-এর লুকানো গুপ্তধন। সব মিলিয়ে টম সয়ার-এর দুঃসাহসিক দিনগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে যাও তোমরাও।

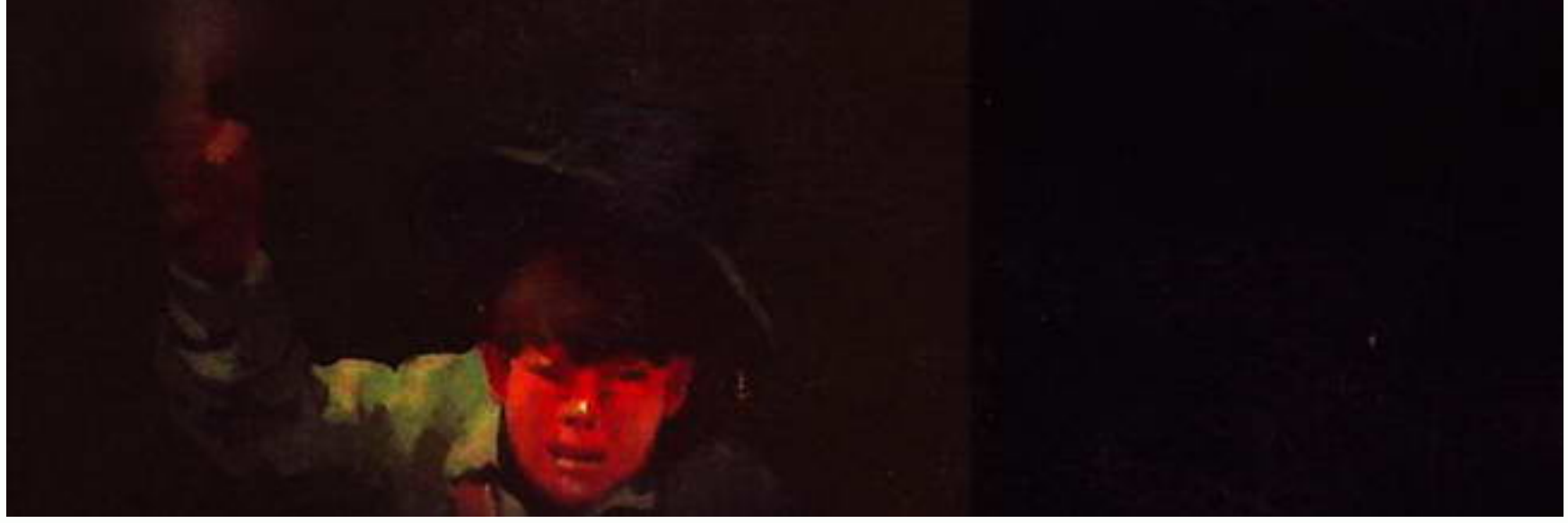

এই বইয়ে তোমরা যাদের মুখোমুখি হবে

টম : দুরন্ত এক কিশোর যার মাথায় সব সময় দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করে। নিজের মাথাব্যথার ঔষধ সে বিড়ালকে খাইয়ে দেয়। দুঃসাহসের কাজ করতে একটুও পিছপা হয় না। তার বুদ্ধি আর কৌশলের কাছে হেরে যায় ইনজুন জো'র মতো ভয়ঙ্কর খুনীরা।

বেকি : টমের বান্ধবী ও সহপাঠিনী। এক কথায় টম যার জন্যে পাগল। বিচারপতি জেফ থ্যাচারের শান্তশিষ্ট মেয়ে। অপরূপা সুন্দরী ও দারুণ অহঙ্কারী।

হাক : টমের সহযাত্রী। বেপরোয়া আর মূর্খ এক কিশোর। বাবা মাতাল। টমের দুঃসাহসী অভিযানে সব সময়ের সঙ্গী।

পলিখালা : টমের খালা। অসীম ধৈর্যের অধিকারী এই মহিলা টমের নানা অত্যাচার সহ্য করেন। টম ছোটবেলা থেকে এঁর কাছেই মানুষ হয়েছে।

সিড : টমের খালাত ভাই। টমের দোষত্রুটি খুঁজে সেগুলোকে ঠিকঠাক নালিশ আকারে পলিখালার কাছে পৌঁছে দেওয়াই তার প্রধান কাজ।

ইনজুন জো : ভয়ঙ্কর এক খুনী। তরুণ ডাক্তার রবিনসনকে কবরস্থানে ডেকে নিয়ে সামান্য কিছু টাকার জন্যে নৃশংসভাবে খুন করে। আর এ খুনের একমাত্র সাক্ষী টম।

মাফ পটার : ইনজুন জো'র মিথ্যে সাক্ষ্যে জেল খাটতে হয়। খুন না করেও ডাক্তার রবিনসন খুনের শাস্তিটা জোটে তার ভাগ্যে।

এমি : বেকির বন্ধু। টমের ছবি আঁকার খাতায় কালি ঢেলে দিয়ে শিক্ষকের মার খাওয়াতে চায়। বেকির সাথে ওকে দেখে মাথায় রক্ত চাপে টমের।

জেফ থ্যাচার : বিচারপতি। বেকির বাবা।

মিসেস ডগলাস : মূর্খ হাককে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্র পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দানকারী বিধবা ভদ্রমহিলা।

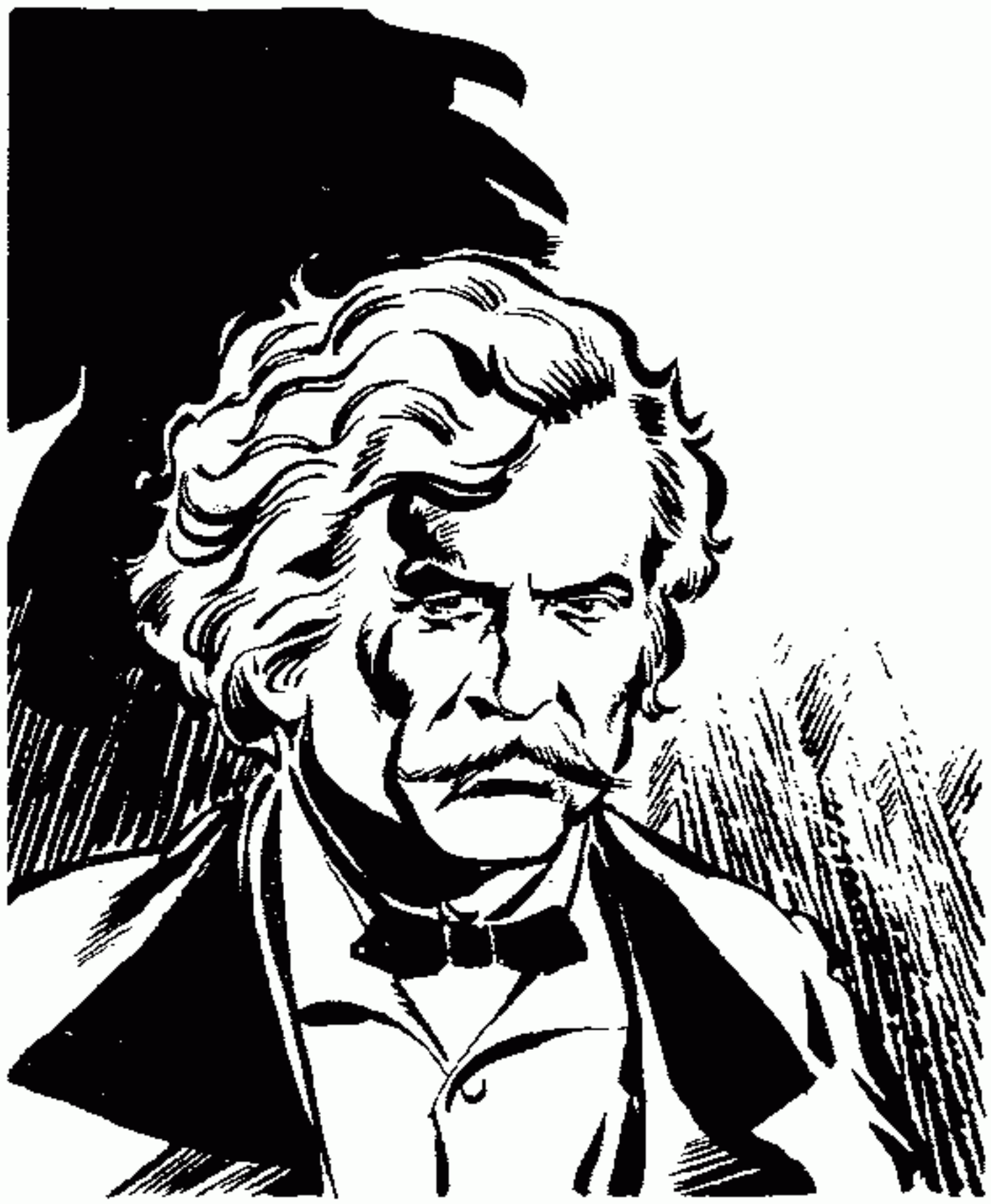

মার্ক টোয়েন

মূর্ছনা

www.MurchOna.com

Archives of eBooks, Music & Videos

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman_ahm@yahoo.com

লেখক পরিচিতি

মার্ক টোয়েনের আসল নাম স্যামুয়েল লংহর্ন ক্লেমন্স। জন্ম ১৮৩৫ সালে, মিসৌরির ছোট্ট এক শহরে। মিসিসিপি নদীতে চার বছর স্টিমারে কাজ করার পর তিনি খবরের কাগজে ছোট মজার গল্প লিখতে শুরু করেন।

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়ার' মার্ক টোয়েনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। টম এবং হাকের জীবনের ঘটে যাওয়া নানারকম অ্যাডভেঞ্চারের ঘটনা আসলে লেখকের কৈশোরেরই প্রতিচ্ছবি।

মার্ক টোয়েন এ বই শিশু-কিশোরদের জন্যে লিখলেও আশা করেছিলেন বড়রাও বইটি পড়ে আনন্দ পাবে, ফিরে যাবে তাদের শৈশবে। টোয়েনের সে আশা পূরণ হয়েছে। 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়ার' বিশ্ব ক্লাসিক্স-এর সর্বাধিক পঠিত বইয়ের একটি। মার্ক টোয়েন মারা যান ১৯১০ সালে। তবে আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতির পরিষ্কার ছবি এঁকে রেখে গেছেন তাঁর উপন্যাস, ছোট গল্প এবং অন্যান্য লেখায়।

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com
sumon_ahm@yahoo.com

১. বিখ্যাত হোয়াইট ওয়াশ

টম সয়ার সব সময়ই কোনো না কোনো ঝামেলায় পড়ে যায়। অ্যাডভেঞ্চার খুব ভালোবাসে সে। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলেই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। ছুটে যায় সেখানে। আর দুঃসাহসিক অভিযানগুলো ওকে একটা না একটা বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়। এটা টম সয়ারের সেরকম একটি দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প।

www.MurchOna.com

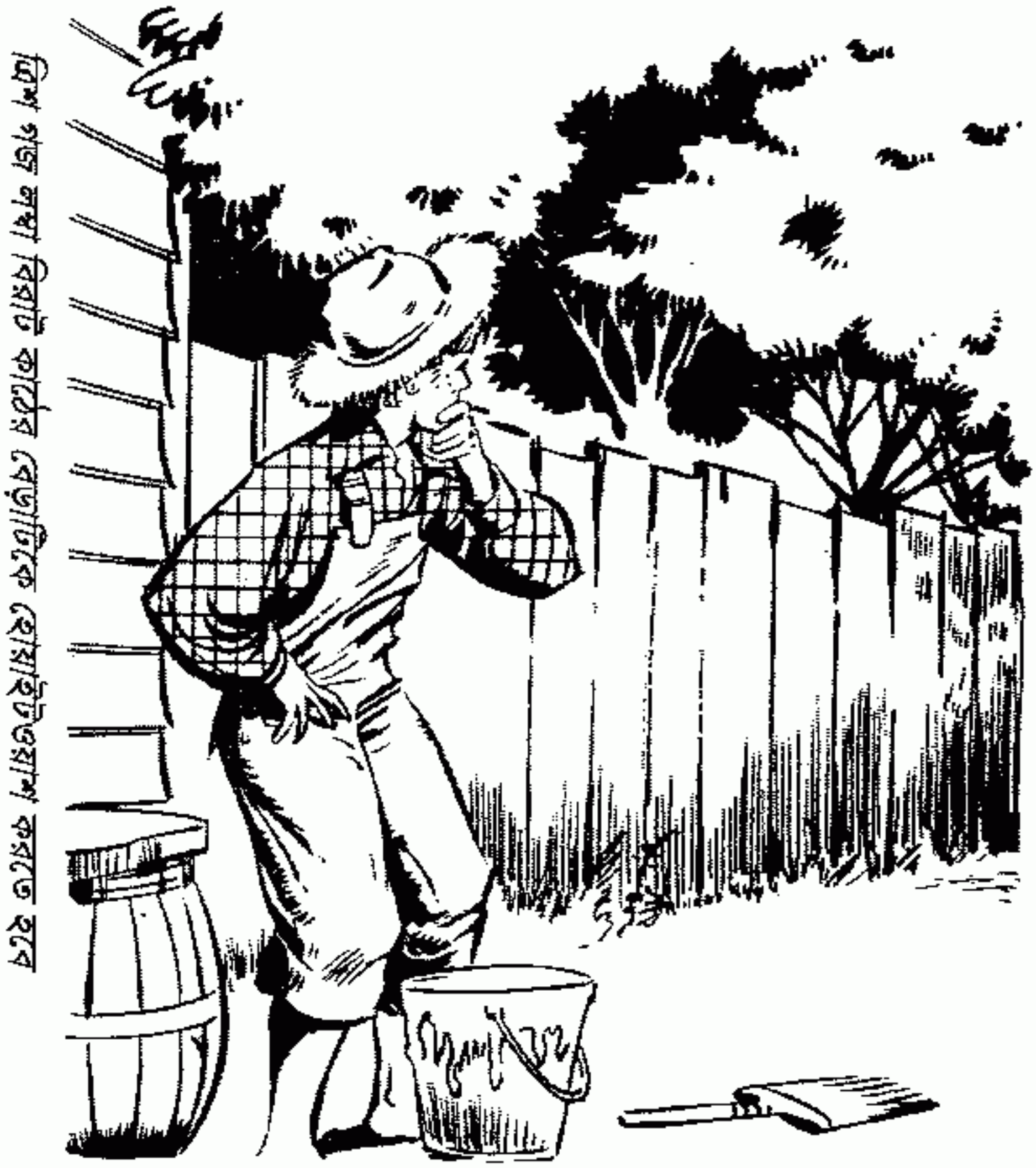

টম থাকে ওর পলি খালা, কাজিন মেরী আর সৎ ভাই সিডের সঙ্গে। টমের দুষ্টুমির শেষ নেই। অবশ্য সবারই গা সওয়া হয়ে গেছে ওর দুষ্টুমিগুলো। তবে সিড টমকে ছেড়ে কথা বলে না। টমকে দুষ্টুমি করতে দেখলেই নালিশ করে বসে পলি খালার কাছে। একদিন টম স্কুলে যাবার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সিড দেখল ও নদীতে নেমে সাঁতার কাটছে। ব্যস, সাথে সাথে নালিশ চলে গেল পলি খালার কাছে। পলি খালা

www.MurchOna.com

ঠিক করলেন টম বাড়ি এলেই ওকে শাস্তি দেবেন। শাস্তি হলো বাড়ির ত্রিশ গজ লম্বা বিরাট কাঠের বেড়াটিকে হোয়াইটওয়াশ করতে হবে।

শাস্তির কথা শুনে টম সয়ারের তো মাথায় হাত। শনিবারের এমন চমৎকার সকালে সবাই যাচ্ছে খেলতে কিংবা সাঁতার কাটতে; আর তাকে কিনা লম্বা ব্রাশ আর চুনের বালতি নিয়ে একা একা হোয়াইট ওয়াশ করতে হবে। কাঠের বেড়ার দিকে তাকাল টম। বিরাট মনে হলো তার কাছে ওটা। একটা অংশ চুনকাম করতেই সারাদিন লেগে যাবে। অথচ ও আজকের দিনটির জন্যে কত চমৎকার পরিকল্পনা করে রেখেছে। এখন কিছুই করা যাবে না। ওর বন্ধুরা যখন এদিক দিয়ে যাবে আর ওকে দেয়ালে চুনকাম করতে দেখবে তখন যে কত ঠাট্টা করবে! ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল টমের। নাহ্, এমন সুন্দর একটা দিন ফালতু এবং ক্লান্তিকর একটা কাজের পেছনে ব্যয় করার কোন মানে হয় না। টম বসে বসে ভাবতে লাগল কী করা যায়।

পকেট থেকে ওর মূল্যবান সম্পদগুলো বের করল টম। খেলনা, মার্বেলসহ হাবিজাবি আরো নানা জিনিস। এগুলোর বিনিময়ে কাউকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়া যায় না? কিন্তু সামান্য এ জিনিসের বিনিময়ে দেয়াল রং করার মত পরিশ্রমের কাজ কেউ করতে চাইবে কিনা সে ব্যাপারে টমের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়!

ব্রাশটা মাটি থেকে তুলে নিল টম সয়ার। আস্তে আস্তে, ধীরে-সুস্থে দেয়ালে চুনকাম করতে লাগল। চেহারায় এমন ভাব যেন এরচে' মজার কাজ আর হয় না। কিছুক্ষণ পরে দেখা হয়ে গেল বেন রজার্সের সঙ্গে, যাচ্ছিল ওদিক দিয়েই। হাতে টুকটুকে লাল রসালো আপেল। হাঁটছে, মাঝে মাঝে কামড় বসাচ্ছে আপেলে। আপেলটা দেখে জিভে জল এসে গেল টমের। কিন্তু আপন মনে চুনকাম করে যেতে লাগল ও। যেন দেখেইনি বেনকে।

'এই যে, টম! কি করছ?' ডাক দিল বেন। 'এমন দিনে কেউ কাজ করে নাকি? আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। অথচ তুমি বেচারা খেটে মরছ।'

টম তাকাল বেনের দিকে। ঠোঁট বাঁকাল। 'কে বলল আমি কাজ করছি?'

sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'কেন, এটা কাজ না?' আঙুল দিয়ে বেড়া দেখাল বেন।

'এটা কারো কাছে কাজ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।' জবাব দিল টম। 'তবে কাজটা করতে আমার খুব ভাল লাগছে, এই যা।'

'ধ্যাত! কাজ করতে আবার ভাল লাগে নাকি?'

'ভাল লাগবে না কেন? ক'টা ছেলে বেড়া হোয়াইটওয়াশ করার সুযোগ পায় শুনি?'

www.MurchOna.com

শুনে ভাবনায় পড়ে গেল বেন। আপেল চিবুনো বন্ধ হয়ে গেল ওর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল টমের কাজ। বেড়া চুনকামের মধ্যে সত্যিই হয়তো কোনো মজা আছে, ভাবছে ও।

'অ্যাই, টম! আমাকে একটু হাত লাগাতে দেবে?' বলল বেন।

'না, না।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল টম। 'পলি খালা বিশ্বাস করে চুনকামের মত বড় কাজের ভার আমাকে দিয়েছেন। আমি অন্য কাউকে এতে ভাগ বসাতে দেব না।'

www.MurchOna.com

কিন্তু বেন মিনতি করে যেতেই লাগল। অন্তত একবারের জন্যে হলেও যেন ওকে চুনকামের সুযোগ দেয় টম। আর টম ওর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে থাকল। শেষে আপেলের লোভ দেখাল বেন। বলল চুনকাম করতে দিলে একটা আপেল টমকে দিয়ে দেবে। এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল টম। বেনের কাছ থেকে আপেল নিয়ে ছায়ায় বসল ও, মস্ত কামড় বসাল রসালো ফলে। আর বেন ব্রাশ এবং চুন দিয়ে হোয়াইট ওয়াশ করতে লাগল বেড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘেমে গেল ওর সারা শরীর। হাঁপাতে লাগল। তারপর ব্রাশ আর চুনের বালতি রেখে পালিয়ে গেল। বেড়া চুনকাম করার সাধ মিটে গেছে তার।

তবে টমের বুদ্ধি কাজে লাগল। রাস্তা দিয়ে তার বয়েসী আরো যেসব ছেলে যাচ্ছিল, তাদেরকে পটিয়ে চুনকামের কাজটা ঠিকই করিয়ে নিল ও। বোকা ছেলেগুলো 'নতুন' কাজ করার আনন্দে হোয়াইট ওয়াশ করে গেল। সেই সাথে টমকে ঘুষ হিসেবে দিতে হলো নানা জিনিস।

দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে গেল চুনকাম। টম এখন অনেক মজার মজার জিনিসের মালিক। লাফাতে লাফাতে বাড়িতে ঢুকল ও। 'এখন খেলতে যাই, পলি খালা?' ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল টম।

'কী! এখনই খেলতে যাবি কেন? আগে কাজ শেষ কর?'

'কাজ শেষ।'

'টম, মিথ্যে বলবি না। তোর মিথ্যে কথা সহ্য হয় না।' চোখ রাঙালেন পলি খালা।

'মিথ্যে কথা বলছি না। ওই দ্যাখো।' জানালার দিকে আঙুল তুলল টম।

'সত্যি তো!' জানালা দিয়ে সদ্য চুনকাম করা, ঝকঝকে সাদা বেড়ার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন পলি খালা। ফিরলেন টমের দিকে। 'তুই আসলে মন বসাতে পারলে কাজকর্ম ভালই পারিস, টম।'

টমের কাজে খুব খুশি পলি খালা। ওর হাতে বড়-সড় একখানা আপেল ধরিয়ে দিয়ে বললেন টমের এখন ছুট্টি। খেলতে যেতে পারে সে। তবে ডিনারের সময় ফিরে আসতে হবে বাড়িতে। হাসল টম। খালা মাত্র পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, চট করে চিনি মেশানো একটা ডোনাট পকেটে চালান করে দিল ও। তারপর এক দৌড়ে রাস্তায়।

www.MurchOna.com

টমের কাজে খুব খুশি পালি খালা।

টম এখন মুক্ত পাখি। ছুটতে ছুটতে বিচারপতি জেফ থ্যাচারের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, চোখ আটকে গেল একটি মেয়ের দিকে। বাগানে হাঁটছে। এ মেয়েকে আগে কখনো দেখেনি সে। খুব সুন্দরী। বিনুনী করা লম্বা সোনালি চুল কোমর ছুঁয়েছে। মেয়েটিকে দেখা মাত্র ভাল লেগে গেল টম সয়ারের। আসলে বলা উচিত মেয়েটিকে সে মনে মনে বন্ধু বানিয়ে ফেলল।

www.MurchOna.com

মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বিচিত্র সব কাণ্ড শুরু করে দিল টম। মাথা নিচু করে, পা ওপরে তুলে, হাতে ভর দিয়ে হাঁটল খানিকক্ষণ। ব্যাঙের মত থপথপ করে লাফাল। কিন্তু স্বর্ণকেশী ভারী অহঙ্কারী। পাত্তাই দিল না টমকে। ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। টম প্রতিজ্ঞা করল যেভাবে হোক এ মেয়ের বন্ধু সে হবেই। আবার রাস্তা ধরে ছুটল ও। কীভাবে মেয়েটির মন জয় করা যায় তা নিয়েই ভাবছে টম সয়ার।

www.MurchOna.com

২. টম ও বেকির পরিচয়

টম সয়ারের মেজাজ খিঁচড়ে আছে। কারণ আজ ওকে স্কুলে যেতে হবে। কীভাবে স্কুল কামাই দেয়া যায় তার বুদ্ধি আঁটতে লাগল ও। অসুস্থ হয়ে পড়লে অবশ্য বাসায় থাকা যাবে। কিন্তু টমের শরীর খুব ভাল আছে। অসুস্থতার কোন লক্ষণই নেই।

হঠাৎ মনে পড়ল ওর ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত ক'দিন ধরেই নড়ছে। পোকায় খেয়েছে। বাহ্, স্কুল ফাঁকি দেয়ার একটা উপায় পাওয়া

www.MurchOna.com

গেছে। বিছানায় শুয়ে পড়ল টম। দাঁতে খুব ব্যথা করছে এমন ভান করে গোঙাতে লাগল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দাঁতে ব্যথা হলে পলি খালা সাঁড়াশি দিয়ে এমনভাবে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত তুলে আনেন, সে ব্যথার কোন তুলনা নেই। কথাটা মনে পড়তেই গোঙানি থেমে গেল টম সয়ারের। নতুন আর কি বুদ্ধি বের করা যায় তা নিয়ে ভাবতে লাগল সে।

এক ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল টমের। পায়ে ব্যথার এক রোগীর চিকিৎসা করছিল সে। বলেছিল টানা দু'সপ্তাহ রোগীকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নইলে পায়ের আঙুল হারাতে হতে পারে। টমেরও পায়ের

www.MurchOna.com

একটা আঙুলে ব্যথা। তবে আঙুলটার কথা এতদিন ভুলেই ছিল ও। মনে পড়তে ব্যথাটা যেন বেড়ে গেল। আঙুলের ব্যথার কথা বলে পলি খালাকে বোকা বানানোর একটা চেষ্টা অবশ্য করা যায়। সে হঠাৎ 'ওহ্, মাগো!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর গোঙাতে শুরু করল।

সিড পাশের বিছানায় শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। টমের গোঙানি তার কানে গেল না। টম আরো জোরে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তার সৎভাইয়ের নাক ডাকা তাতেও বন্ধ হলো না। শেষে সিডকে ধরে জোরে ঠেলা দিল টম। ঘুম ঘুম চোখ মেলে চাইল সিড। বিস্মিত! ওকে জেগে উঠতে দেখে আরো বেড়ে গেল টমের গোঙানি।

'টম! কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠল সিড।

'এত জোরে চিল্লাসনে।' গোঙাতে গোঙাতে বলল টম।

টমের গোঙানি দেখে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সিড। দৌড়াল পলি খালাকে খবর দিতে।

'ট-টম বোধ হয় মারা যাচ্ছে।' তোতলাতে লাগল সিড।

'ধ্যাত! বাজে কথা বলবি না।' ধমকে উঠলেন খালা। দৌড়ে উঠে এলেন দোতলায়। মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে। টমের কিছু হয়নি তো!

'কি হয়েছে, টম?' বোনের ছেলের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন পলি খালা।

'খালা। আমার আঙুল! আমার পায়ের আঙুল ভীষণ ব্যথা করছে।' কোঁকাতে কোঁকাতে বলল টম। 'মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ে যাবে।'

চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লেন খালা। স্বস্তির হাসি ফুটল ঠোঁটে। টমের চালাকি তিনি ধরে ফেলেছেন। উহ্, সিডটা যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল! তিনি ধমক দিলেন, 'ফাজলামো অনেক হয়েছে, টম। এবার ওঠ্। স্কুলে যা।' খালার কথা শুনে বোকা বনে গেল টম। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি।

'খালা', বলল টম, 'শুধু পায়ে নয়, দাঁতেও খুব ব্যথা।'

টম কথাটা শেষ করেছে মাত্র, খালা সাথে সাথে ওর মুখ হাঁ করে নড়বড়ে দাঁতটা দেখতে লাগলেন। তারপর দাঁতের সঙ্গে সিল্কের সুতো বেঁধে ওটার অন্য প্রান্ত বেঁধে ফেললেন খাটের সঙ্গে। টম কাকুতি মিনতি করতে

www.MurchOna.com

লাগল এভাবে দাঁত না তোলার জন্যে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! পলি খালা রান্না ঘরে ঢুকলেন। ফিরে এলেন জ্বলন্ত এক টুকরো লাকড়ি নিয়ে। টুকরোটা টমের মুখের কাছে ধরতেই সে সভয়ে, সাঁৎ করে পেছন দিকে হেলিয়ে দিল মাথা। পরের সেকেণ্ডে দেখল নড়বড়ে দাঁতটা ছুটে গেছে মাড়ি থেকে। খাটের সুতোর সাথে ঝুলছে।

স্কুলে যাবার পথে সবাইকে মুখ হাঁ করে ফাঁকা মাড়ি দেখাল টম। ওর বন্ধুরা মনে মনে ঈর্ষা করল টমকে। ইস, তাদের দাঁতও যদি পোকায় খেত

www.MurchOna.com

দাঁতের সঙ্গে সিঙ্কের সুতো বেঁধে ওটার অন্য প্রান্ত বেঁধে

তাহলে দাঁত তুলে এভাবে অন্যদেরকে মাড়ি দেখান যেত। দাঁত তুলতে গিয়ে ব্যথা পেলেও ছেলেদের ঈর্ষার পাত্র হতে পেরে টমের এখন ভাল লাগছে।

স্কুলের কাছাকাছি এসেছে ও, দেখা হয়ে গেল হাকলবেরি ফিনের সাথে। হাক ওদের শহরের এক মাতালের ছেলে। বাবা ছেলের খোঁজখবর রাখে না বলে হাক যেখানে সেখানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে। হাক সব সময় শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে থাকে। ঘুমায় লোকের বাড়ির বারান্দায়

হাক টমকে পকেট থেকে একটা এঁটেল পোকা বের করে দেখাল।

কিংবা খালি বাড়িতে। সে কোনদিন স্কুলে যায় নি ; চার্চেও যেতে হয় না তাকে। মোট কথা, হাকলবেরি ফিনের স্বাধীন এই জীবন শহরের প্রতিটি ছেলের ঈর্ষার বস্তু। তবে ছেলেদের মায়েরা হাককে দু'চোখে দেখতে পারে না সে ভবঘুরে স্বভাবের বলে।

টম হাককে দেখে হাত নাড়ল। এগিয়ে এল হাক। তারপর কীভাবে আঁচিলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল দুজনে। আলোচনা শেষে হাক টমকে পকেট

www.MurchOna.com

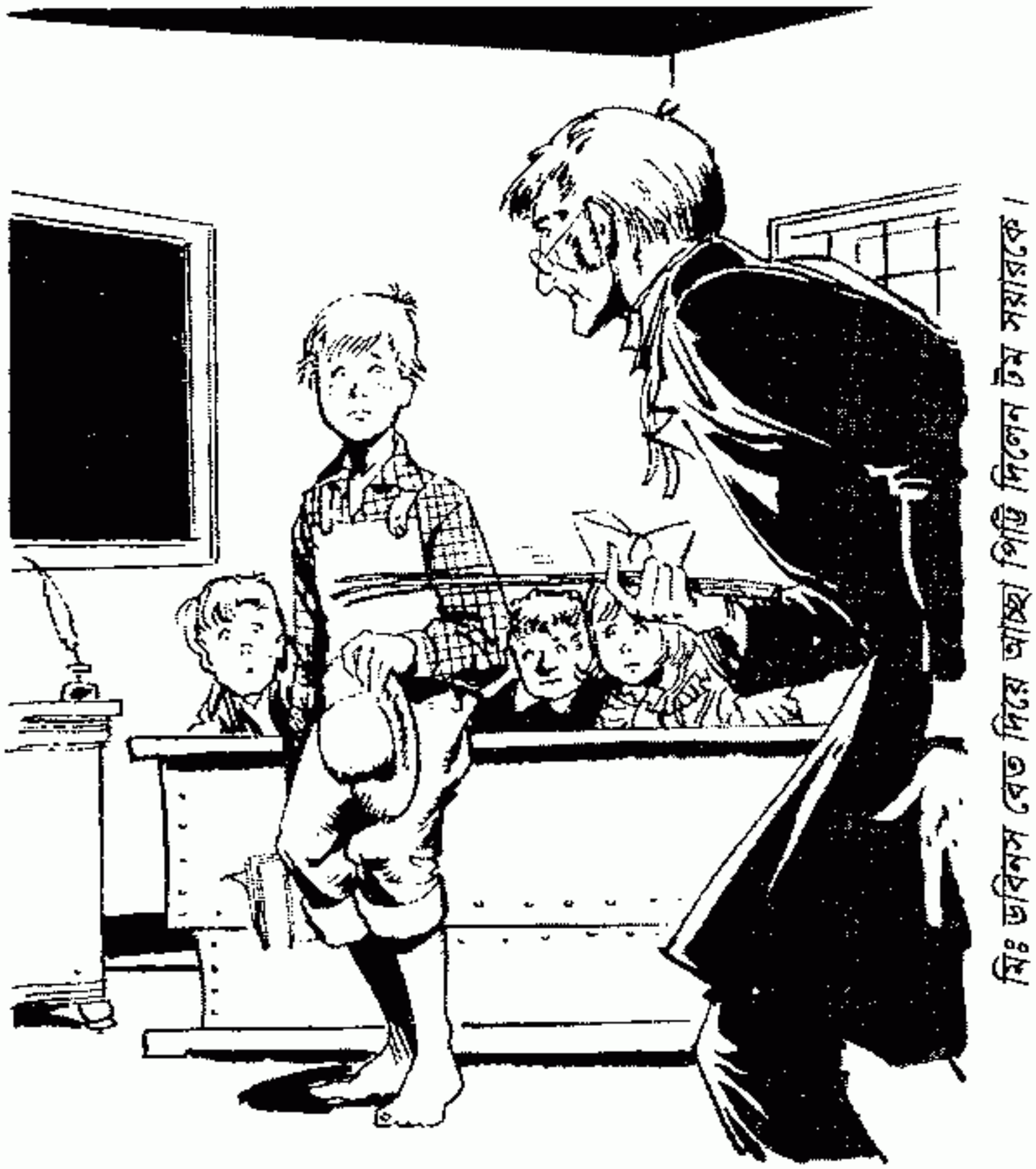

মিঃ ডবিনস বেত দিয়ে আস্ত পিটি দিলেন টম সয়ারকে।

থেকে একটা এঁটেল পোকা বের করে দেখাল। ছোট্ট প্রাণীটাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল টমের চেহারা। ওটার বিনিময়ে সদ্য তোলা নিজের দাঁত দিতে চাইল সে হাককে। রাজি হয়ে গেল হাক। দ্রুত বিনিময় হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

হাকের কারণে স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল টমের। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে ক্লাস। ওদের ক্লাস টিচার মিঃ ডবিনস কেন দেরি হলো তার ব্যাখ্যা চাইলেন টমের কাছে।

www.MurchOna.com

টম বানিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, চোখ আটকে গেল সেই স্বর্ণকেশী সুন্দরী মেয়েটির দিকে। একেই গতকাল বাগানে দেখেছে টম। লক্ষ করল ক্লাসে শুধু ওই মেয়েটির পাশের ডেস্ক খালি আছে। ওর পাশে বসার মোক্ষম সুযোগ কী টম হারাতে পারে!

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলে ফেলল টম, 'হাকলবেরি ফিনের সঙ্গে ছিলাম এতক্ষণ।'

বাজ পড়ল যেন ক্লাসে। হা হয়ে গেল সবাই টমের জবাব শুনে। মিঃ ডবিনস পর্যন্ত চুপ মেরে গেলেন। হতভাগা হাকের সাথে দেখা হবার কথাই কেউ স্বীকার করবে না। আর টম কি-না সেই ছেলের কারণে স্কুলে দেরি করে এসেছে। আবার সে কথা স্বীকারও করছে! মিঃ ডবিনস বেত দিয়ে আচ্ছা পিট্টি দিলেন টম সয়ারকে। তারপর বাড়তি শাস্তি হিসেবে মেয়েদের সঙ্গে বসতে বললেন। টমও এটাই চেয়েছে। স্বর্ণকেশীর পাশের খালি ডেস্কে বসে পড়ল চট করে।

মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নানা কসরত শুরু করে দিল ও। রসালো পীচ ফল সাধল মেয়েটিকে। অহঙ্কারী মেয়ে মাথা নেড়ে 'না' বলল। মুখ ঘুরিয়ে রাখল অন্যদিকে। টম এরপর অন্য রাস্তা ধরল। সে স্লেটে কিছু একটা লিখতে শুরু করল গভীর মনোযোগে।

টম কি লিখছে দেখার আগ্রহ হলো স্বর্ণকেশীর। উঁকি দিল। কিন্তু টম এক হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে স্লেট। দেখতে পারছে না মেয়েটি। বারবার উঁকি মেরে ব্যর্থ হলো সে। শেষে, খানিক ইতস্তত করার পর ফিসফিস করে বলল, 'কি করছ দেখাও না!'

টম হাত সরিয়ে নিল। ছবি আঁকছিল ও। একটা বাড়ির ছবি। ইটের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে নীল আকাশে। ছবিটি দেখে স্বর্ণকেশীর কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। জানতে চাইল টম মানুষের ছবি আঁকতে পারে কিনা। টম তক্ষুণি একটা মানুষের ছবি এঁকে ফেলল।

'দারুণ সুন্দর ছবি আঁকো তো তুমি!' মুগ্ধ হয়ে গেছে মেয়েটি। 'তোমার মত যদি আঁকতে পারতাম!'

'কাজটা সহজ'। ফিসফিস করে বলল টম, 'শিখিয়ে দিলেই পারবে।'

মেয়েটি এবার নিজের পরিচয় দিল। বলল ওর নাম বেকি থ্যাচার। বিচারপতি জেফ থ্যাচারের মেয়ে। টম বলল টিফিনের বিরতির সময় সে বেকিকে শিখিয়ে দেবে কীভাবে ছবি আঁকতে হয়।

www.MurchOna.com

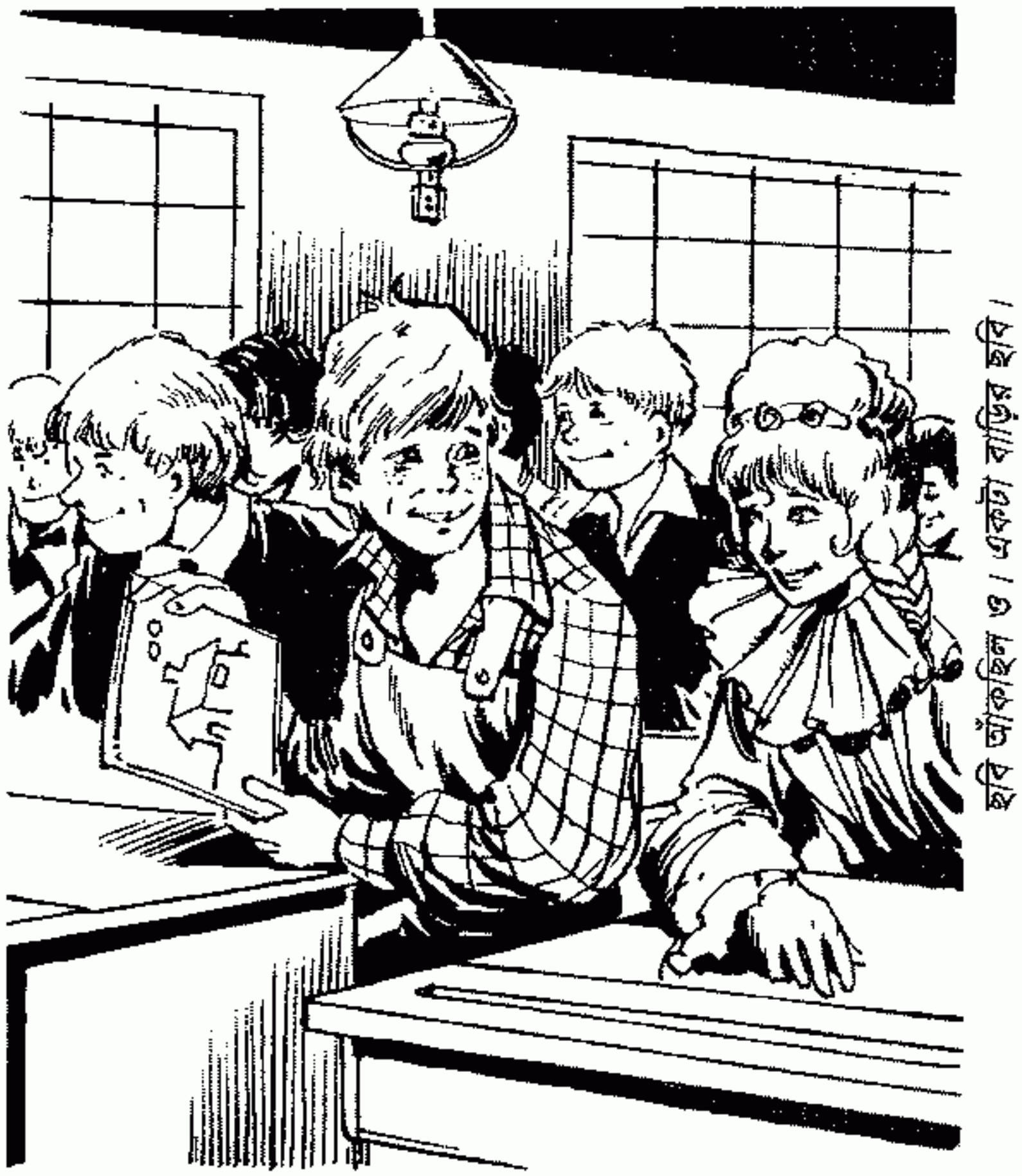

ছবি আঁকছিল ও। একটা বাড়ির ছবি।

টম আবার স্লেটে কী সব আঁকিবুকি শুরু করে দিল। তবে এবার স্লেটটা ও বেকিকে দেখতেই দিচ্ছে না। বেকি বারবার অনুরোধ করেও ব্যর্থ হলো। শেষে রেগে যাচ্ছে দেখে স্লেটটা বেকিকে দেখাল টম। স্লেটে চমৎকার হস্তাক্ষরে লেখা 'আই লাইক ইউ।' লেখাটা পড়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল বেকি। তবে ওর চেহারা দেখে তখন যে কেউ বলে দিতে পারত লেখাটা দেখে বরং খুশীই হয়েছে সে।

www.MurchOna.com

বাক্স খুলে ডেস্কের ওপর ছেড়ে দিল পোকাটাকে।

৩. টম সয়ারের ভাঙা হৃদয়

কখন যে টিফিন বিরতির সময় আসবে! অস্থির হয়ে উঠল টম সয়ার। ক্লাসে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে। ঘুম তাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পকেটে হাত ঢোকাল টম। বের করে আনল একটা দেশলাইয়ের বাক্স। এটার মধ্যে এঁটেল পোকাটাকে রেখেছে ও। বাক্স খুলে ডেস্কের ওপর ছেড়ে দিল পোকাটাকে। হাঁটতে লাগল পোকা ডেস্কের ওপর।

www.MurchOna.com

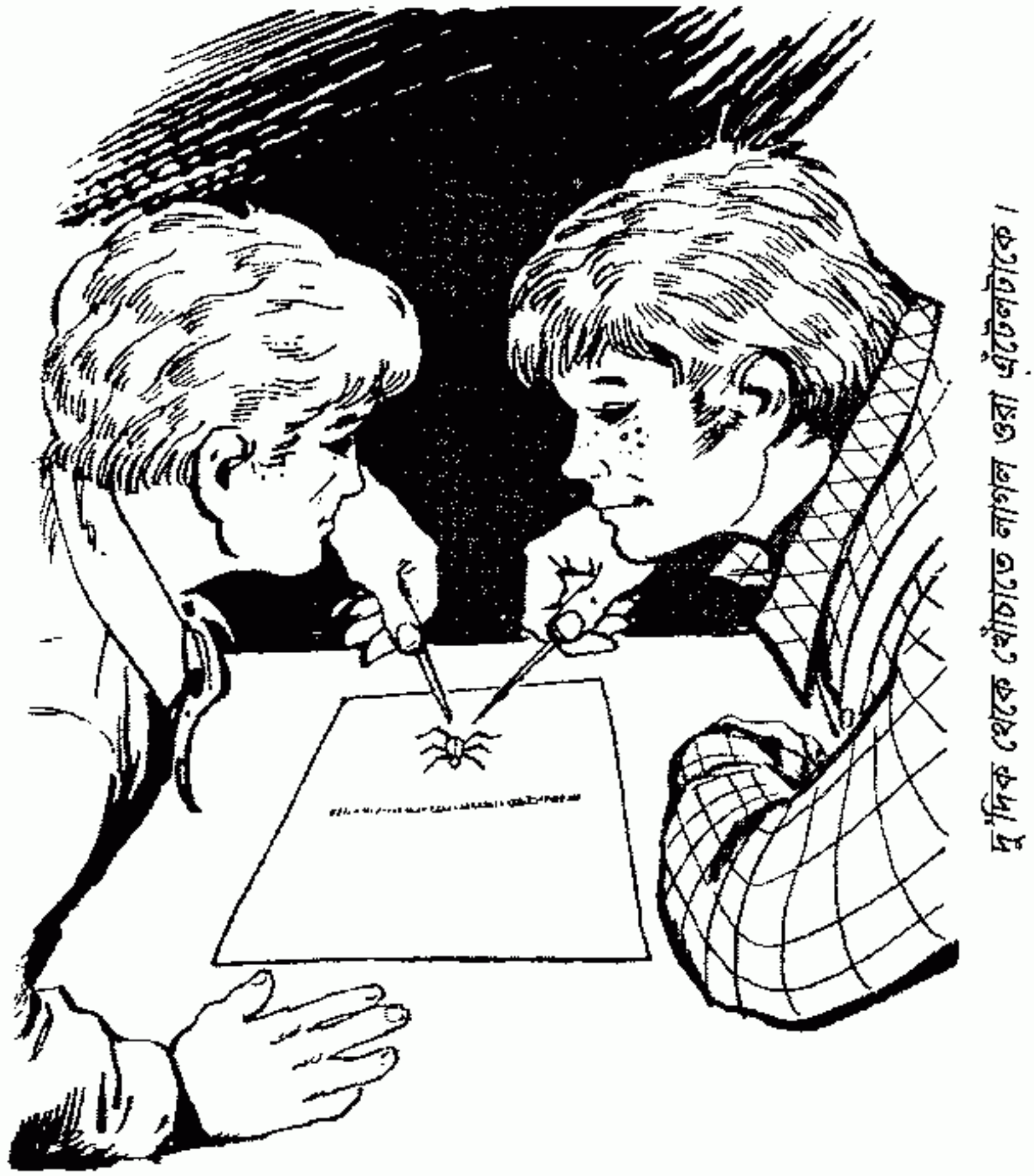

দু'দিক থেকে খোঁচাতে লাগল ওরা পেন্সিলটাকে।

টমের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু জো হারপার ওর পাশেই বসেছে। এঁটেল পোকাটাকে দেখে সে খুশী হয়ে উঠল। টম পিন দিয়ে খোঁচা মারল পোকাটাকে। খোঁচা খেয়ে দিক বদল করল পোকা। আবার খোঁচা দিল টম। আবার অন্য রাস্তা ধরল এঁটেল। কোটের কলারের ভাঁজ থেকে পিন খুলে নিয়ে জো হারপারও মেতে উঠল খেলাটিতে।

কিছুক্ষণ পরে টম বলল খেলায় সে মজা পাচ্ছে না। মজা পাবার জন্যে জো'র স্লেট রাখল ডেস্কের ওপর। তারপর মাঝখানে একটা দাগ টেনে

www.MurchOna.com

দিল। দাগের একটা পাশ টমের, বাকি পাশটা জো'র। এরপর দু'দিক থেকে খোঁচাতে লাগল ওরা এঁটেলটাকে।

পোকা পিনের খোঁচা খেয়ে অস্থির। একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে দৌড়াচ্ছে সে। টম আর জো খেলায় এত মগ্ন ছিল যে খেয়ালই করেনি মিঃ ডবিনস পা টিপে টিপে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপরই, দু'জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই, পিঠের ওপর সপাং সপাং বেত। খেলা ভণ্ডুল।

টিফিনের সময় সবাই ক্লাস থেকে দুমদাম করে ছুটে বেরুলেও বসে থাকল বেকি। অপেক্ষা করছে টমের জন্যে। টম ওকে নিয়ে স্কুলের পেছনে, গোপন একটা জায়গায় চলে এল।

এখানে বসে বেকিকে কয়েকটা ছবি এঁকে দেখাল টম। নীরবে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর আঁকা ছবি দেখল বেকি। তারপর হঠাৎ করেই বেকির দিকে মুখ তুলে চাইল টম। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কারো সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বেকি?'

'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানে!' অবাক দেখাল বেকিকে। 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'মানে তুমি কি কোন ছেলেকে কথা দিয়েছ যে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না। মানে সবাই যা করে আর কী।' টমের কথা শুনে লজ্জায় পড়ে গেল বেকি। একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, না, সে কারো কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়। কাউকে সে কোনোদিন বন্ধু বানায় নি।

বেকির কথায় মহা উৎসাহিত হয়ে উঠল টম। বন্ধুত্ব কি জিনিস, কেন কাউকে বন্ধু বানাতে হয় ইত্যাদি মহা উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে লাগল বেকিকে। বলল সবার উচিৎ কাউকে না কাউকে বন্ধু বানানো। যেমন টম বেকিকে পছন্দ করে।

sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মিঃ ডবিনস পা টিপে টিপে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অনেক অনুরোধের পরে রাজি হলো বেকি। তারপর ব্যাখ্যা করতে বসল বন্ধুত্ব হলে আর কী কী করা উচিত।

'আমরা এখন থেকে একসঙ্গে স্কুলে যাব। তুমি যখন পার্টিতে যাবে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমিও আমার পার্টিতে তোমাকে ছাড়া যাব না। আমরা এখন থেকে সব সময় একত্রে থাকার চেষ্টা করব। মানে লোকজন যখন আমাদের ওপর লক্ষ রাখবে না তখন আর কি।'

www.MurchOna.com

তুমি যখন পালিয়ে যাবে, আমাকে নিয়ে যাবে।

'বেশ।' বলল বেকি। 'তবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে এত কিছু মেনে চলতে হয় জানতাম না।'

'এর মধ্যে অনেক মজা আছে।' সোৎসাহে বলে চলল টম: 'আমি আর এমি লরেন্স যখন... ।'

কথাটা বলেই বুঝতে পারল টম মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। কারণ এমি লরেন্সের নাম শুনেই চোখে জল এসে গেছে বেকির। টম বেকিকে

www.MurchOna.com

কিন্তু বেকির কান্না থামছে না কিছুতেই।

বোঝানোর চেষ্টা করল এমির সাথে এখন তার কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু বেকি কোন ব্যাখ্যা শুনতে রাজি নয়। সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে লাগল।

উঠে দাঁড়াল টম। কিছুক্ষণ স্কুলের মাঠে হাঁটাহাঁটি করল। তারপর আবার ফিরে এল বেকির কাছে। বেকি এখনো কাঁদছে। টম বোঝানোর চেষ্টা করল বেকিকে ছাড়া সে অন্য কাউকে ভালবাসে না। কিন্তু বেকির কান্না

www.MurchOna.com

থামছে না কিছুতেই। টম পকেট হাতড়ে তার সবচে' মূল্যবান সম্পদ বের করল। একটা পেতলের দরজার হাতল। বেকির হাতে ওটা দিয়ে বলল, 'বেকি, তোমাকে এটা আমি দিলাম।' কিন্তু বেকি ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতল।

টমের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে চলে গেল ওখান থেকে। পা বাড়াল শহরের বাইরে, পাহাড়ের দিকে। সেদিন আর স্কুলেই ফিরল না।

এদিকে বেকি তার ভুল বুঝতে পেরে কান্নাকাটি বন্ধ করেছে। টমের সাথে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ও। তাই টমকে খুঁজতে বেরুল। বেশ কয়েকবার টমের নাম ধরে ডাকল। সাড়া পেল না। নিঃসঙ্গতা ওকে যেন চেপে ধরল চারপাশ থেকে। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বেকি।

টিফিনের পর ছেলেরা ফিরে এল স্কুলে। ব্যস্ত হয়ে তাদের মধ্যে টমকে খুঁজল বেকি। নেই। বুকটা হু হু করে উঠল বেকির। মন বলছে টমকে সে হারিয়েছে সারাজীবনের জন্যে।

www.MurchOna.com

খুব খারাপ লাগছে টমের।

৪. গোরস্তানের ট্রাজেডি

স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে এল টম সয়ার। রাস্তার ধারে বসে পড়ল। হাঁটুর ওপর হাত রেখে, চিবুক হাতে ভর দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। খুব খারাপ লাগছে টমের। অর্থহীন, যন্ত্রণায় ভরা মনে হচ্ছে জীবনটা। বেকি থ্যাচারকে সে কীইবা বলেছে যে মেয়েটা অমন বিশ্রী আচরণ করল তার সঙ্গে? কিচ্ছু না!

বেকি কুকুরের মত ব্যবহার করেছে তার সাথে। তবে এ জন্যে একদিন

www.MurchOna.com

বন্ধুকে দেখে খুশী হয়ে উঠল টম।

পস্তাতে হবে ওকে, ততদিনে অবশ্য দেরি হয়ে যাবে অনেক। মৃত্যুর কথা ভাবতে লাগল টম। মরে গেলে কেমন হয়? ওর লাশ নিয়ে যাওয়া হবে গির্জায়। বেকি আর পলি খালা তখন কাঁদতে কাঁদতে ফুলিয়ে ফেলবে চোখ। টমকে নিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা বলবে ওরা। বলবে খুব সাহসী আর চমৎকার ছেলে ছিল টম।

টমের চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল হাকলবেরি ফিনের আগমনে। পুরনো বন্ধুকে দেখে খুশী হয়ে উঠল টম। দু'জনে মিলে 'রবিন হুড রবিন হুড' খেলতে লাগল।

www.MurchOna.com

জানালা খুলল টম, সাবধানে নেমে পড়ল গাছের ডাল বেয়ে।

ডিনারের সময় হয়ে গেছে বুঝতে পেরে খেলা শেষ করলো টম। বিদায় জানাল হাককে। হাক ওকে রাতে গোরস্তানে যেতে বলল। মজা হবে।

সেদিন রাত সাড়ে ন'টার দিকে, বরাবরের মত বিছানায় শুয়ে পড়ল টম আর সিড। সিড ঘুমিয়ে গেলেও জেগে রইল টম। অপেক্ষা করছে হাক-এর সংকেতের জন্যে। 'ম্যাঁও' বলে ডাক দেবে হাক। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত ডাকটা শুনতে পেল টম। জ্বালানী কাঠের গাদার ধার থেকে ডাকছে হাক।

www.MurchOna.com

জানালা খুলল টম, সাবধানে নেমে পড়ল গাছের ডাল বেয়ে। যোগ দিল বন্ধুর সাথে। হাকের হাতে মরা একটা বেড়াল। গোরস্তানে নিয়ে যাবে। আঁচিল সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের জন্যে মরা বেড়াল লাগবে।

মাইল দেড়েক হাঁটার পরে গ্রামের বাইরে চলে এল ওরা। একটা পাহাড়ের ওপর গোরস্তানটা। ঘাস আর আগাছা এমন ঘন হয়ে জন্মেছে যে কোন কোন কবর একেবারে ঢেকে গেছে, চেনা যাচ্ছে না।

'হাক, আমরা এখানে এসেছি বলে মরা মানুষগুলো বিরক্ত হবে না তো?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল টম।

'কি জানি!' জবাব দিল হাক। 'জায়গাটা কেমন গা ছমছমে, না?'

ঠিক তখনই কিসের যেন শব্দ শুনতে পেল টম। হাকের হাত চেপে ধরল ও। দু'জনেরই মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে।

'শব্দটা শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল টম। 'কেউ এদিকে আসছে!'

অন্ধকারে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। একজনের হাতে পুরনো আমলের লণ্ঠন। শিউরে উঠল হাক। ফিসফিস করে বলল, 'ওরা শয়তান ছাড়া কিছু নয়। তিনটা শয়তান। আমরা এবার শেষ। টম, তুমি দোয়া-কালাম জান কিছু?'

টম কাঁপা গলায় দোয়া পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় তিন মূর্তির একজনকে চিনে ফেলল ও। 'আরে, ওরা শয়তান নাতো। মানুষ!' ফিসফিস করল সে, 'একজন বুড়ো মাফ পটার। ওকে চিনি আমি।'

নিজেদের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই কিশোর। দেখল তিন মূর্তি একটা কবরের দিকে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয় এবার তিনজনের চেহারাই চেনা গেল। একজন তরুণ ডাক্তার রবিনসন, মাফ পটার আর তৃতীয়জন ইনজুন জো। ভয়ঙ্কর এক খুনী।

পটার আর ইনজুন জো মিলে একটা ঠেলা গাড়ি ঠেলছিল। ওটা থেকে রশি আর বেলচা নামাল ওরা। ডঃ রবিনসন পাশে দাঁড়িয়ে তাগাদা দিল তাড়াতাড়ি কবর খুঁড়তে।

কিছুক্ষণ পরে ঠক করে ভোঁতা একটি শব্দ হলো। বেলচা বাড়ি খেয়েছে কাঠের কোন জিনিসের গায়ে। ওরা রশি বেঁধে একটা কফিন তুলে আনল

www.MurchOna.com

অন্ধকারে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে!

কবর থেকে। ডালা ভাঙল। বের করে আনল একটি লাশ। ঠেলাগাড়ির ওপর লাশটা রেখে ঢেকে দিল একটা কম্বল দিয়ে।

'কাজ শেষ।' ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল ইনজুন জো। 'এবার আরো পাঁচ ডলার ছাড়ুন। নইলে লাশ এখান থেকে এক পাও নড়বে না।'

প্রতিবাদ করল ডাক্তার, 'কিন্তু তোমাদের পাওনা তো আমি চুকিয়ে দিয়েছি আগেই।'

www.MurchOna.com

ইনজুন জো'র আগেই রাগ ছিল রবিনসনের ওপর। কারণ ডাক্তারের বাবার কারণে তাকে জেল খাটতে হয়েছে। বুড়োকে সে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। এখন তর্ক-বিতর্ক শুরু হলে পুরনো কথা মনে পড়ে গেল জো-র। সে ঘুসি মারতে গেল ডাক্তারকে।

www.MurchOna.com

ডাক্তার রবিনসন এক লাথি মেরে ইনজুন জো-কে ফেলে দিল মাটিতে। তখন মাফ পটার ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাক্তারের ওপর। শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। ইনজুন জো উঠে দাঁড়াল। রাগে তার চোখ ঠিকরে আগুন বেরুচ্ছে। সে পটারের কোমর থেকে ছুরিটা নিয়ে নিল। ছুরি মারার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

ডাক্তারকে জাপটে ধরেছিল পটার। সে ধস্তাধস্তি করে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ইনজুন জো ভারী একটা পাথর মাটি থেকে তুলে নিয়ে পটারের

www.MurchOna.com

মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পটার। আর জো হাতের ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল ডাক্তারের বুকে। আর্তনাদ করে পটারের গায়ে ঢলে পড়ল সে। রক্তে ভেসে গেল শরীর।

ইনজুন দাঁড়িয়ে রইল ওদের পাশে। মরণ যন্ত্রণায় কয়েকবার দাপাদাপি করল ডাক্তার রবিনসন। তারপর স্থির হয়ে গেল। মারা গেছে সে। ঝুঁকল জো। ডাক্তারের পকেট হাতড়ে টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে নিল। তারপর রক্তাক্ত ছুরিটা গুঁজে দিল অজ্ঞান ডাক্তারের হাতে।

কয়েক মিনিট পরে জ্ঞান ফিরল পটারের। হাতে ধরা রক্তাক্ত ছুরিটা দেখে শিউরে উঠল সে। ছুরি ফেলে দিল।

'ঈশ্বর, এসব ঘটল কী করে?' গুঙিয়ে উঠল সে।

ইনজুন জো মাফ পটারকে বলল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব ঘটনা দেখেছে।

'পটার', বলল সে, 'তুমি এমন মাতাল ছিলে যে মারামারি করার সময় ডাক্তারের বুকে কখন ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছ টেরও পাওনি।'

পটারের প্রথমে বিশ্বাসই হতে চাইল না যে এমন কাজ সে করতে পারে। কিন্তু ইনজুন জো ঘটনাটা এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা করল তার কাছে যে পটারের ধারণা হলো সে হয়তো সত্যি মাতাল অবস্থায় মেরে ফেলেছে ডাক্তার রবিনসনকে। জো'র হাতে-পায়ে ধরল পটার। বলল এ হত্যাকান্ডের কথা যেন কাউকে না বলে জো। জো কথা দিল বলবে না। তারপর ওরা কেটে পড়ল ওখান থেকে। মাটিতে পড়ে রইল ডাক্তারের রক্তাক্ত লাশ।

টম আর হাক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে চলে এল গ্রামে। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে ওরা।

'হাক, এরপর কী হবে বলো তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল টম।

'ডাক্তার যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে!' বেদম হাঁপাচ্ছে হাকও, 'তাহলে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না খুনী।'

www.MurchOna.com

খুনের সাক্ষী ওরা দু'জন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল দুই কিশোরের। খুনের সাক্ষী ওরা দু'জন। আর আসল খুনী কে তা ওরা ছাড়া জানেনা কেউ। ইনজুন জো যদি কোনভাবে জানতে পারে টম আর হাক সমস্ত ঘটনা দেখে ফেলেছে, প্রাণে বাঁচতে দেবে না সে ওদেরকে।

'হাক, ব্যাপারটা কী গোপন রাখব আমরা?' বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইল টম।

'গোপন রাখাই উচিত হবে।' বলল হাক। 'ইনজুন জো টের পেলে মেরে

www.MurchOna.com

ওরা গাছের ছালে বড় বড় অক্ষরে শপথ বাক্য লিখল ঃ

ফেলবে আমাদেরকে। এখন শোন। এ ব্যাপারটা গোপন রাখার শপথ নিতে হবে।'

রাজি হলো টম। ওরা গাছের ছালে বড় বড় অক্ষরে শপথ বাক্য লিখল ঃ

হাক ফিন এবং টম সয়ার প্রতিজ্ঞা করিতেছে এই বিষয়টি তাহারা গোপন রাখিবে এবং এ বিষয়ে কেউ মুখ খুলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে।

www.MurchOna.com

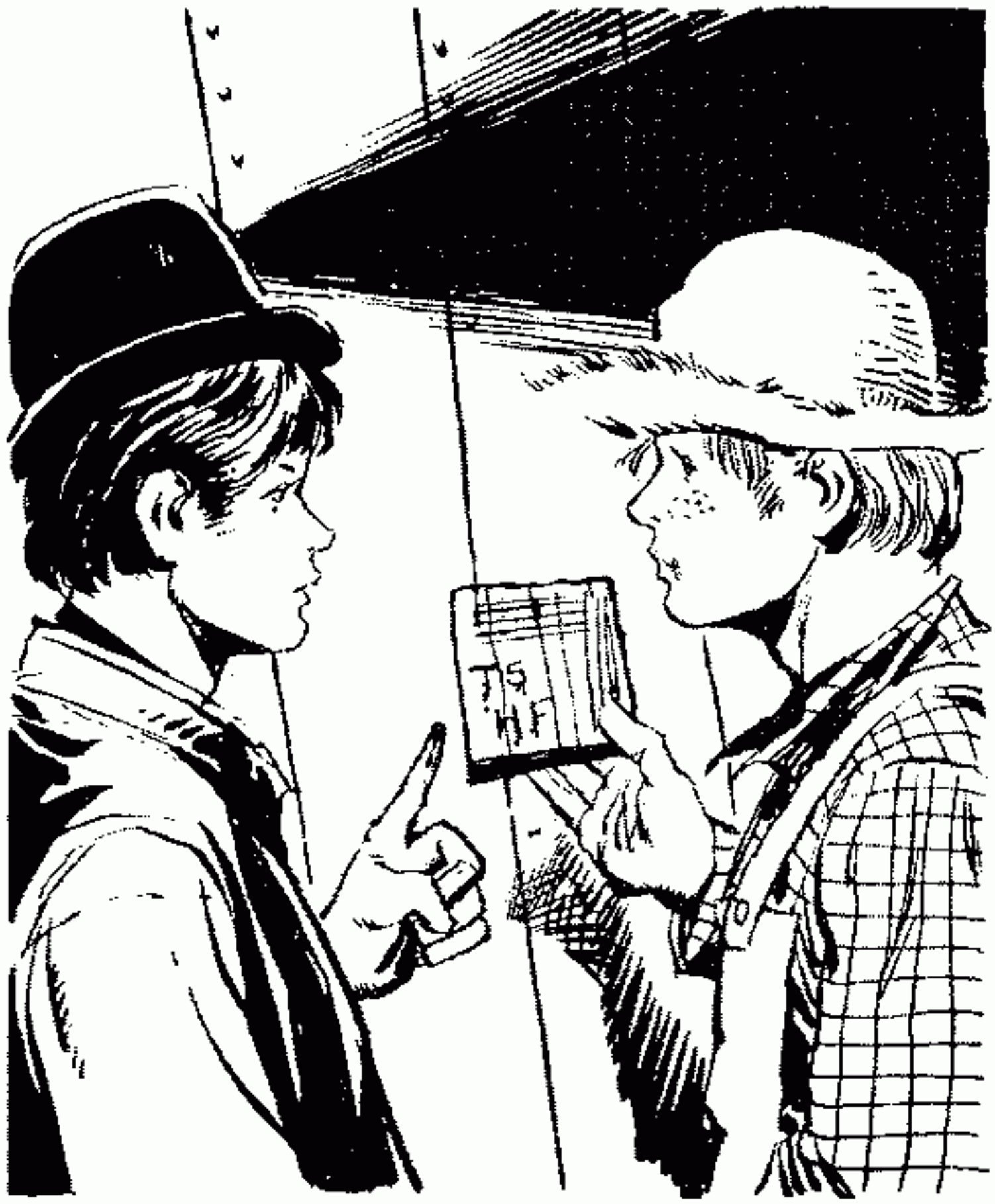

আঙুলে পিন ফুটিয়ে রক্ত বের করল ওরা। রক্ত দিয়ে যে যার নাম দস্তখত করল। তারপর ছালটা মাটি খুঁড়ে চাপা দিল। বিড়বিড় করে কয়েকটা মন্ত্রও পড়ল।

ব্যস, কাজ শেষ। রক্তের শপথ নিয়েছে ওরা। আজ রাতের ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা টম এবং হাক কাউকে বলবে না। চিরদিনের জন্যে মুখ বন্ধ রাখবে!

www.MurchOna.com

৫. টমের অপরাধবোধ

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। টম ফিরে এল বাড়িতে, জানালা দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। অন্ধকারে জামাকাপড় ছাড়ল, শুয়ে পড়ল বিছানায়। মনে মনে নিজেকে বাহ্‌বা দিল কেউ ওর রাতের অভিযানের কথা টের পায়নি ভেবে। আসলে কী তাই? সিড ঠিকই টের পেয়েছে। কিন্তু মটকা মেরে শুয়ে আছে সে। বুঝতে দেয়নি টমকে।

www.MurchOna.com

ওর পেতলের দরজার হাতল। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে বেকি।

পরদিন সকালে টম ঘুম থেকে উঠে দেখল ঘরে নেই সিড। আগেই নেমে গেছে নিচে। খটকা লাগল টমের। এরকম তো কখনো করে না সিড। ওকে ঘুম থেকে না জাগিয়ে নিচে যায় না সে। টম উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। জামাকাপড় পরে নেমে এল নিচে। ওর মাথাটা এখনো ঝিমঝিম করছে।

নাস্তা খাওয়ার পর পলি খালা কাছে ডেকে নিলেন টমকে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। টম তাঁর মন ভেঙে দিয়েছে। 'তোকে আর মানুষ করা গেল না,' কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'তোকে ভদ্রলোক বানাতে

www.MurchOna.com

চাইছি। আর তুই দিন দিন অসৎ হয়ে যাচ্ছিস। কাল রাতেও তুই ঘর পালিয়েছিস। তোকে নিয়ে যে কী করি আমি!'

খালার হাউমাউ কান্না দেখে খুবই বিব্রত বোধ করল টম সয়ার। বারবার ক্ষমা চাইল খালার কাছে। বলল এ রকমটি আর হবে না। খালার কান্না দেখে ওর এতই মন খারাপ হলো যে একবার ভেবেও দেখল না গত রাতে বাইরে যাবার কথা খালা জানলেন কী করে। ওটা যে সিডের কীর্তি হতে পারে তা টমের মাথাতেই এল না। সে বিষণ্ন মনে স্কুলে গেল।

নিঃশব্দে নিজের ডেস্কে বসে পড়ল টম। কনুইতে শক্ত, ঠান্ডা কিছু একটার স্পর্শ পেতে তাকাল ডেস্কে। কাগজে মোড়ানো একটা জিনিস। কাগজ খুলল টম। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জিনিসটা দেখে। ওর পেতলের দরজার হাতল। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে বেকি।

তবে এ ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ মন খারাপ করার সময় পেল না টম। কারণ দুপুর নাগাদ সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল একটা মর্মান্তিক খবর– খুন হয়েছে ডাক্তার রবিনসন। সবাই ছুটল গোরস্তানে। টমও ঘটনাস্থলে এসেছে, কে যেন চিমটি দিল ওর কাঁধে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হাক। চোখাচোখি করল ওরা, আড়ষ্ট হয়ে উঠল শরীর। গত রাতের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেছে দু'জনেরই।

কিছুক্ষণ পরে ওখানে হাজির হয়ে গেল ইনজুন জো আর মাফ পটার। শেরিফকে দেখে তার দিকে তাকাল জো।

অম্লান মুখে বলল এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে পটার। মাতাল অবস্থায় খুন করেছে ডাক্তারকে। জো নিজে দেখেছে সে ঘটনা।

জো'র মিথ্যাচারিতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল হাক এবং টম। কীভাবে কতগুলো জলজ্যান্ত মিথ্যা বলে দিল লোকটা! ওর চোখের পাতা একটুও কাঁপলো না। ওর কারণে এখন নিরপরাধ একটা মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। অথচ শুধু টম আর হাকই পারে মাফ পটারকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে।

ঘটনাটা ভয়ানক প্রভাব ফেলল টমের মনে। রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন দেখল ও। ঘুমের মধ্যে ওর গোঙানি শুনে শুনে বিরক্ত সিড একদিন নালিশ করে বসল পলি খালাকে। খালা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন টমকে। কিন্তু টমও কিছু না বলে এড়িয়ে গেল খালাকে।

কিন্তু সিড সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। সে বলল, 'কিন্তু টম, তোমাকে

www.MurchOna.com

শেরিফকে দেখে তার দিকে তাকাল জো।

আমি ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুনেছি। রক্ত! রক্ত! বলে চিৎকার করে উঠছিলে তুমি।'

পলি খালা অবশ্য ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিলেন। ভাবলেন খুনের কথা শুনে দুঃস্বপ্ন দেখছে টম। ডাক্তারের বীভৎস খুনের ঘটনা অনেক বাচ্চারই মনে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তারা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠছে। কিন্তু সিডের মন খচখচ করতে লাগল। তার মন বলছে এর মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

www.MurchOna.com

ইনজুন জো'র মিথ্যা সাক্ষ্যে জেল হয়ে গেছে বেচারা মাফ পটারের। যে কোনোদিন ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। টম প্রায়ই যায় পটারের সঙ্গে দেখা করতে। ওর জন্য ফল, সিগারেট– এসব নিয়ে যায় সে। মাফ এ কারণে খুব কৃতজ্ঞ টমের ওপর। সে ভাবে টম তার সঙ্গে যে মাছ ধরতে যেত সে কথা মনে করেই জেলে এসে দেখা করে যাচ্ছে, এটা-ওটা উপহার দিচ্ছে। কিন্তু পটার জানে না এসব কাজ টম আসলে করছে নিজের অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে।

www.MurchOna.com

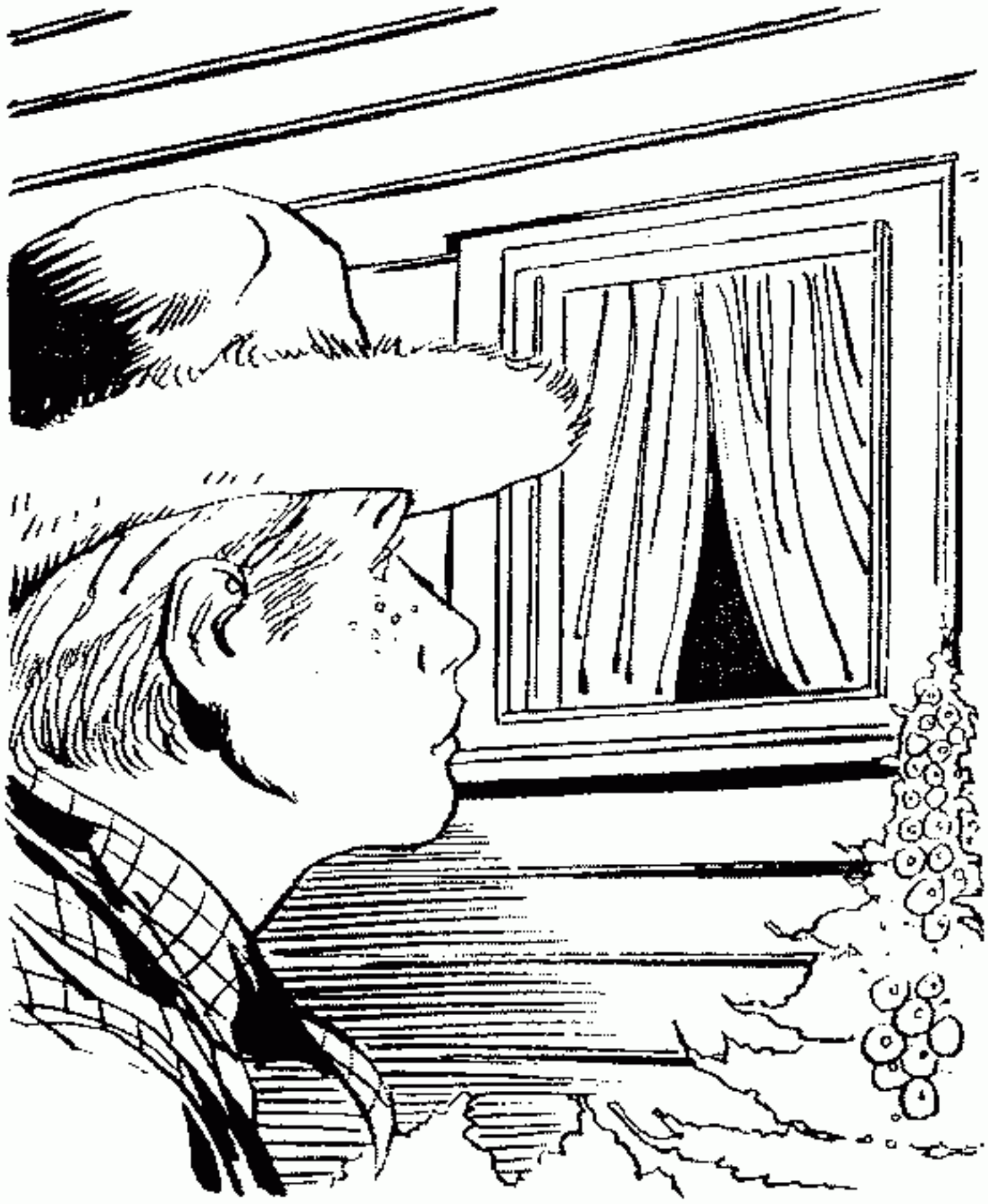

জানালা দিয়ে বেকির বাসার দিকে তাকিয়ে রইল।

৬. বেড়ালের ব্যথা নিরাময়

খুব খারাপ সময় কাটছে টম সয়ারের। এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না, তার ওপর বেকি থ্যাচার স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এ নিয়েও ওর দুশ্চিন্তা কম নয়। টম বেকির বাসার সামনে ঘুরঘুর করতে লাগল। জানালা দিয়ে বেকির বাসার দিকে তাকিয়ে রইল। শুনল অসুস্থ নাকি মেয়েটা। বেকি যদি মরে যায়! ভাবতেই মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেল টমের।

www.MurchOna.com

টমের জীবনে এখন আনন্দ-উচ্ছ্বাস বলতে কিছু নেই। ব্যাট-বল সরিয়ে রেখেছে ও। মাঠে খেলতেও যায় না। সারাদিন ম্লান করে রাখে চেহারা। ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন পলি খালা। হাসি-খুশি টমকে এমন বিষণ্ন দেখেননি তিনি কোনদিন। টমের মন ভাল করার জন্যে নিত্যনতুন রান্না করে খাওয়ান। তাকে খুশি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই মন ভাল হয় না টমের। বরং দিন দিন আরো মনমরা হয়ে যেতে লাগল ও।

www.MurchOna.com

টমকে ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তারও টমের রোগ ধরতে পারলেন না। তবে একগাদা ওষুধ লিখে দিলেন। এমনিতে টম ওষুধ মুখেই দিতে চায় না, নানা রকম অজুহাত তোলে। কিন্তু এবার ডাক্তারের সমস্ত ওষুধ ও খেল কোনোরকম ওজর-আপত্তি না করে।

পলি খালা একদিন পত্রিকায় 'ব্যথা উপশম' নামে একটি ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখলেন। এ ওষুধে নাকি সবরকম ব্যথা উপশম হয়। কোম্পানির কাছে চিঠি লিখে ওষুধটা আনিয়ে নিলেন তিনি। আগে নিজে একটু চেখে দেখলেন। খুবই বিশ্রী স্বাদ। এ ওষুধ নিয়ে টম আপত্তি করলেও ভাল। ছেলেটার মুখে তবু বোল ফুটবে!

টমকে এক চামচ ওষুধ খেতে দিলেন খালা। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করলেন ফল দেখার জন্যে। টম ওষুধ খেতে কোন আপত্তি করল না। বরং ওষুধটির প্রতি আগ্রহ দেখাল।

পলি খালা আসলে জানেন না টমের কাছে সবকিছুই বিরক্তিকর ঠেকছে। খালা তার স্বাস্থ্য 'পুনরুদ্ধার'-এর জন্যে যে রকম টানা-হেঁচড়া করছেন এটাও তার পছন্দ হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে মুক্তি চায় টম। কীভাবে খালার বিশ্রী ওষুধ গেলার হাত থেকে বাঁচা যায় তা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। উপায় একটি পেয়েও গেল। টম ভান করতে লাগল 'ব্যথা উপশম'-এর ওষুধ খেতে তার খুব ভাল লাগছে। সে প্রায়ই চেয়ে খেতে লাগল ওষুধটা। আসলে করল কী, খালার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে ওটা ফেলে দিল বারান্দার কাঠের মেঝের ফুটো দিয়ে।

একদিন টমকে ওই বিশ্রী ওষুধটা দিয়ে গেছেন খালা, সে ওটা ফেলে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় ওখানে হাজির হলো খালার বেড়াল পিটার। লোভী চোখে টমের হাতের চামচটার দিকে তাকাতে লাগল পিটার। আর ম্যাও ম্যাও করতে লাগল। ভেবেছে টমের হাতে সুস্বাদু কোন খাবার। খেতে চায় সে।

'খাবি নাকি, পিটার?' জিজ্ঞেস করল টম।

'ম্যাও' শব্দ করে বুঝিয়ে দিল পিটার খাবে।

'আচ্ছা। তবে খা।' বলে টম বেড়ালটার মুখ ফাঁক করে ধরল এক হাতে,

www.MurchOna.com

তারপর ওষুধটা ঢেলে দিল পিটারের মুখে। সাথে সাথে প্রচন্ড ঝাঁকি খেল পিটার, শূন্যে কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে বিকট গলায় ম্যাও ম্যাও করে ডাকতে লাগল। তারপর পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। বাড়ি খেল আসবাবের সাথে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ফুলদানি। যাকে বলে এলাহীকাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলল সে ঘরে।

শব্দ শুনে চলে এলেন পলি খালা। অবাক হয়ে দেখলেন শূন্যে বার দুয়েক ডিগবাজি খেল পিটার তারপর তীর বেগে ছুটল খোলা জানালার দিকে। লাফিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে ধাক্কা লেগে আরেকটা ফুলদানি ভাঙল।

www.MurchOna.com

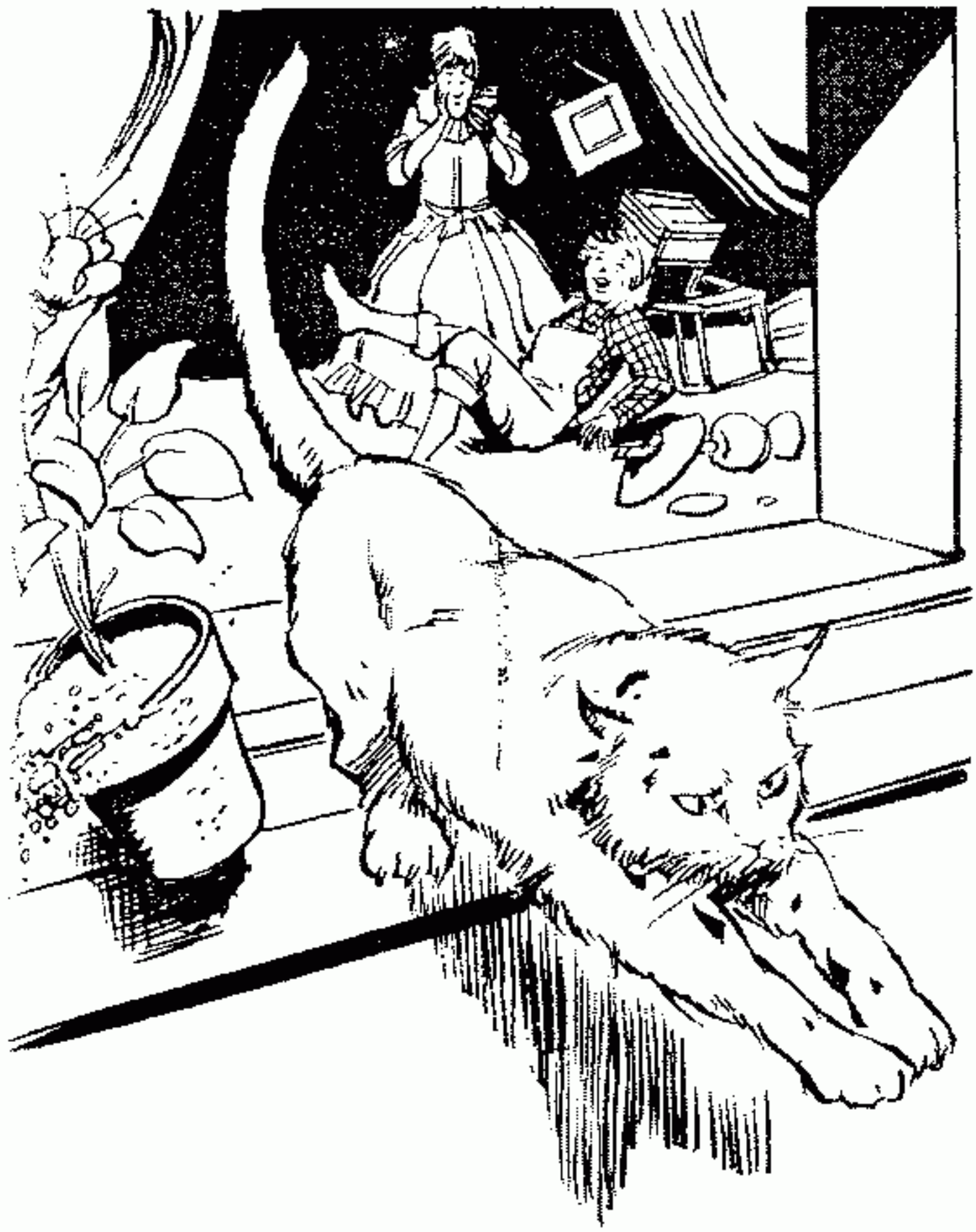

পিটার তারপর তীর বেগে ছুটল খোলা জানালার দিকে।

পিটারের কান্ড দেখে হাসতে হাসতে এদিকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে টম। পলি খালা 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বহু কষ্টে হাসি থামাল টম। তারপর বলল কী হয়েছে। পিটারের হঠাৎ উন্মাদ হয়ে ওঠার গল্প শুনে পলি খালাও হেসে ফেললেন। কাজটা ঠিক হয়নি বলে টমকে মৃদু বকাও দিলেন। তবে ভাল লাগছিল এ কারণে যে টমের মধ্যে আবার সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা ফিরে আসতে দেখেছেন তিনি।

www.MurchOna.com

৭. জলদস্যুদের অভিযান

টম আবার হাসি-খুশি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু নতুন করে দুঃখ পেতে হলো ওকে। টম একদিন দেখল বেকি থ্যাচার স্কুলে আসতে শুরু করেছে। সে তো খুবই খুশি বেকিকে দেখে। মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে টম নানারকম কসরত করে দেখাল। লাফ মেরে পার হলো বেড়া, কুকুরের মত ডাক ছাড়ল, হিঁহি-হাঁহা করে হাসল, মাথা মাটিতে রেখে পা

www.MurchOna.com

ওরা শুধু বন্ধুই নয়, এখন থেকে দুই ভাই

ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। আর চোরা চোখে বারবার তাকাতে লাগল বেকির দিকে। কিন্তু এত কিছু করেও কোন লাভ হলো না। বেকি ফিরেও তাকালো না টমের দিকে।

খুব খারাপ লাগল টমের। নিজেকে মনে হলো পৃথিবীর সবচে বড় বোকা। সে 'দুত্তোর স্কুল' বলে চলে এল স্কুল থেকে। হাঁটতে লাগল যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিক। মন খুবই খারাপ হয়ে গেছে টমের। নিজেকে

www.MurchOna.com

ফেলনা, নিঃসঙ্গ লাগছে। মনে হচ্ছে ওর কোন বন্ধু নেই। ও বাঁচল কী মরল তা নিয়ে কারো হয়তো মাথাব্যথাও নেই।

মন এতই খারাপ ছিল টমের আর নিজের চিন্তায় এতই ডুবে ছিল যে, লক্ষই করে নি জো হারপারকে। জো টমের দিকেই হেঁটে আসছিল। টমের চেয়েও বিষণ্ন চেহারা। জানাল মা ওকে মেরেছে দুধের সর খাওয়ার জন্যে। অথচ ও সর চেখেও দেখেনি। খামোকা মার খাওয়ার জন্যে জো'র মন তাই বেজায় খারাপ।

দুই কিশোর হাঁটতে হাঁটতে পরস্পরের কাছে যে যার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করল। বলল ওরা শুধু বন্ধুই নয়, এখন থেকে দুই ভাই। আর ওদের এই বন্ধন মৃত্যু ছাড়া কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

দুঃখ আর কষ্টের এই জীবন থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা নিয়ে আলোচনা করল দুই বন্ধু। জো বলল সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, শুধু জল আর রুটি খেয়ে থাকবে। কিন্তু টমের পরিকল্পনা অন্যরকম। সে জলদস্যু হবার প্রস্তাব দিল।

মিসিসিপি নদীর জ্যাকসন্স আইল্যান্ডে লুকিয়ে থাকার মত অনেক জায়গার কথা জানা আছে টম সয়ারের। সে জো-কে নিয়ে গেল হাকের কাছে। বলল ওরা জলদস্যুর একটা দল গঠন করতে চায়। হাক এ দলে যোগ দেবে কি-না। হাক এক কথায় রাজি। ঠিক হলো আজ মাঝ রাতে, গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরে, নদীর তীরে একটি জনমানবহীন জায়গায় ওরা সবাই মিলিত হবে। প্রত্যেকেই মাছ ধরার বড়শি, সুতো, খাবারসহ আরো যে যা পারে চুরি করে নিয়ে আসবে।

মাঝ রাত নাগাদ টম সয়ার চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। মাথার ওপর তারাজ্বলা কালো আকাশ, নিচে বিশাল মিসিসিপি নদী। নদীতে এখন ঢেউ নেই। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল টম। এদিক-ওদিক তাকাল। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। মৃদু স্বরে শিস দিল ও। জবাবে আরেকটা শিসের শব্দ ভেসে এল কাছ থেকে। একটা ঢালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হাক এবং জো। জো'র হাতে বড়সড় একখন্ড বেকন, হাক নিয়ে এসেছে লম্বা হাতলঅলা একটা রান্নার পাত্র, এক থলে তামাক এবং কর্ণকব (ভুট্টার ডগার শক্ত, লম্বা অংশ, এটা দিয়ে তামাক ফোঁকার পাইপ বানানো হয়)। আর টম চুরি করেছে সেদ্ধ করা হ্যাম কেক।

www.MurchOna.com
sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল টম।

জিনিসপত্রগুলো তীরের সাথে বেঁধে রাখা ছোট্ট ভেলার ওপর রেখে দিল ওরা। তারপর বাঁধন খুলে, নিঃশব্দে নদীতে ভাসিয়ে দিল ভেলা।

রাত দুটো নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল জ্যাকসন্স দ্বীপে। লাফ মেরে উঠে এল তীরে, ভেলা বেঁধে ফেলল একটা গাছের গুঁড়ির সাথে। তারপর আগুন জ্বালাতে বেরিয়ে পড়ল জ্বালানী কাঠের খোঁজে।

জ্বালানী কাঠ এনে আগুন জ্বালাল তিন কিশোর। বেকন রান্না করতে

www.MurchOna.com

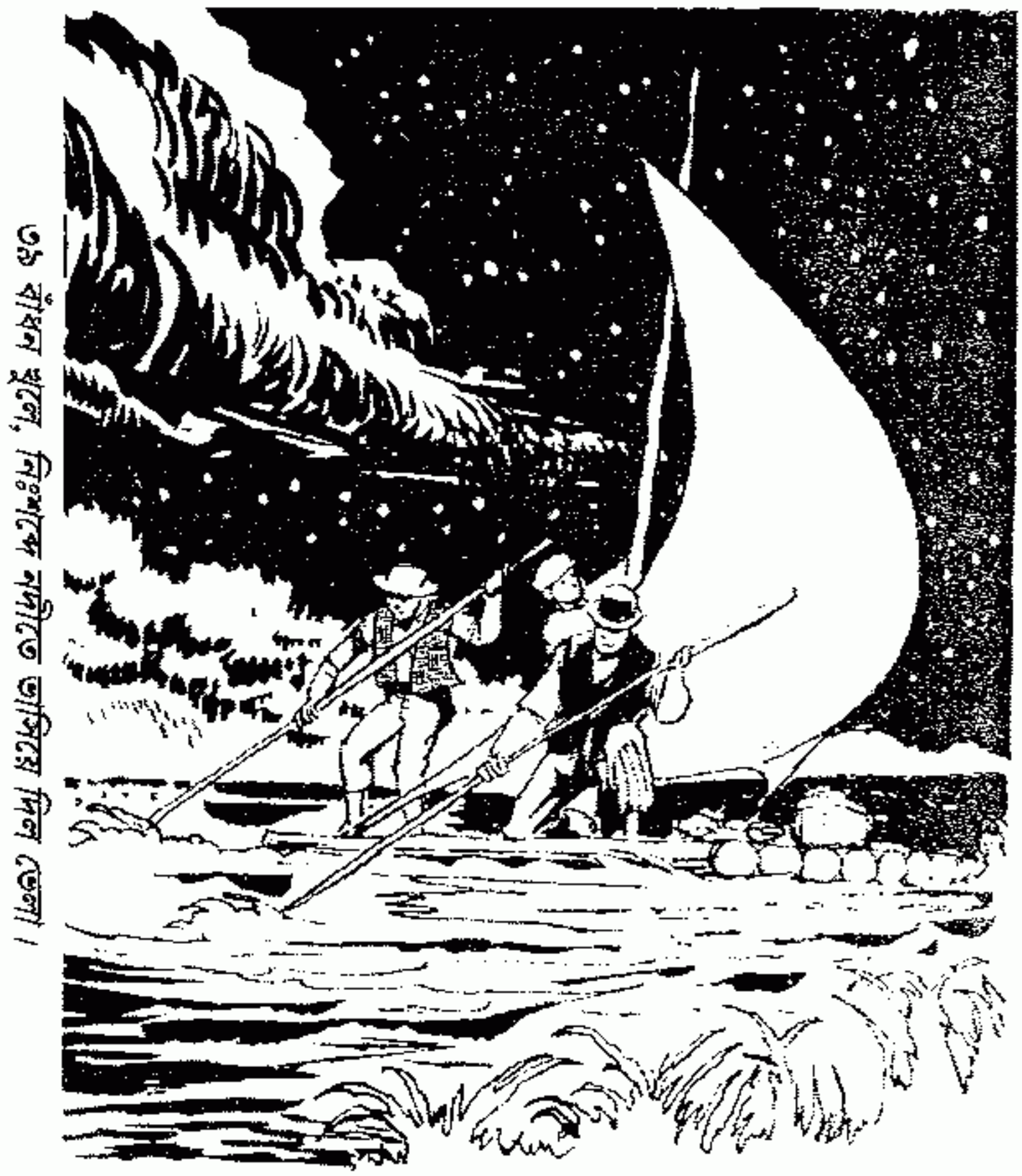

লাগল। আগুনের আঁচে জ্বলজ্বল করতে লাগল ওদের মুখ। দারুণ এক অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় রোমাঞ্চিত ওরা।

বেকন রান্না হলে চটপট খেয়ে নিল তিনজন। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। একটু পরেই পাল্লা দিয়ে নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল।

সকালে ঘুম ভাঙার পর কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল টমের সে কোথায় আছে বুঝে নিতে। মনে পড়ল বাড়ি থেকে পালিয়েছে সে। তাকাল জো আর হাকের দিকে। ঘুমুচ্ছে ওরা এখনো। ওদেরকে জাগিয়ে তুলল টম।

www.MurchOna.com

জামা-কাপড় খুলে লাফিয়ে পড়ল নদীতে

কিছুক্ষণ গল্প করল তিন বন্ধু। তারপর জামা-কাপড় খুলে লাফিয়ে পড়ল নদীতে। শুরু হয়ে গেল হুটোপুটি।

অনেকক্ষণ গোসল করার পর তীরে উঠে এল তিন কিশোর। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করল হাক। নাস্তা সারল চমৎকার স্বাদের কফি, বেকন আর মাগুর মাছ দিয়ে। মাছগুলো হাক বড়শি দিয়ে নদী থেকে ধরেছে।

www.MurchOna.com

নাস্তা সারল চমৎকার স্বাদের কফি, বেকন আর মাগুর মাছ দিয়ে।

পেট পুরে খেল ওরা। তারপর বেরিয়ে পড়ল দ্বীপ ঘুরতে। দেখল দ্বীপটা তিন মাইল লম্বা, পৌনে এক মাইল চওড়া। মূল ভূখন্ড, যেটা তীরের খুব কাছে, ওটা দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে দুশো গজ চওড়া একটি খাল।

এক ঘন্টা পরপর খালে সাঁতার কাটল ওরা। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ফিরে এল ক্যাম্পে। ঠান্ডা হ্যাম দিয়ে ভূরিভোজ সেরে শুয়ে পড়ল কাঠের প্রকান্ড একটা গুঁড়ির ছায়ায়। নানা বিষয় নিয়ে গল্প করতে করতে এক সময় চুপ করে গেল সবাই। চারপাশের শান্ত, সমাহিত নির্জনতা

www.MurchOna.com

হঠাৎ দূর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে শংকিত হয়ে উঠল ছেলেরা।

ওদেরকে ছুঁয়ে গেল ভীষণভাবে। হঠাৎ করেই বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল ওদের। এমনকি হাক, যার ঘরবাড়ি কিছু নেই, তারও গ্রামে ফিরে যেতে মন চাইল। কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে যে অপরাধ ওরা করেছে, আবার কোন মুখে বাড়ি ফিরে যাবার কথা বলে? তাই লজ্জায় চুপ হয়ে রইল সবাই। মনের কথা মনেই রইল। প্রকাশ করতে পারল না।

হঠাৎ দূর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে শংকিত হয়ে উঠল ছেলেরা। কামান দাগার ভোঁতা আওয়াজের মত মনে হচ্ছে যেন।

www.MurchOna.com

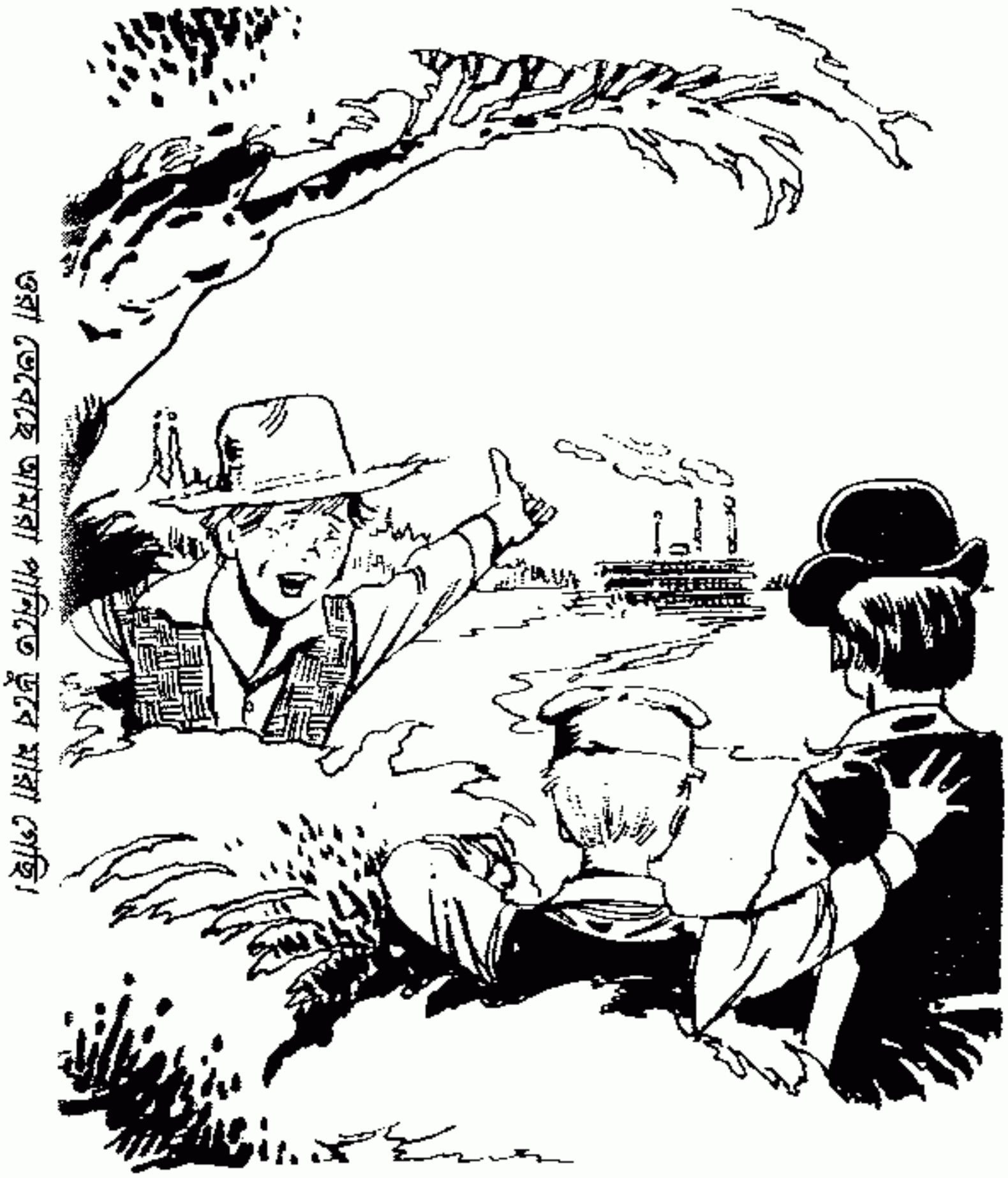

'চলো তো গিয়ে দেখি কী ব্যাপার!' বলল টম।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল ওরা। ছুটল তীরের দিকে। তীরের ধারে প্রচুর ঝোপঝাড়। একটা ঝোপ দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে নদীর দিকে তাকাল তিনজন। মাইল খানেক দূরে একটা ছোট ফেরিবোট দেখতে পেল ওরা। ডেক-এ অনেক লোক। ফেরিবোটের পাশ দিয়ে বিস্ফোরিত হলো সাদা ধোঁয়ার বিশাল মেঘ। সাথে সাথে সেই ভোঁতা, বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। ওদের অনুমানই সত্য। কামান দাগানো হচ্ছে।

www.MurchOna.com

'কেউ মারা গেছে নির্ঘাত।' উত্তেজিত গলায় বলল টম। 'এ জন্যে কামান দাগানো হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ।,' ওকে সায় দিল হাক। 'গতবার গরমের সময় বিল টার্নার ডুবে মরার পরেও একইভাবে কামান দাগানো হয়েছিল। শুনেছি এভাবে কামান দাগালে নাকি ডুবন্ত লাশ ভেসে ওঠে পানিতে।'

'কিন্তু কে ডুবে মরল তাইতো বুঝতে পারছি না।' চিন্তিত গলায় বলল জো হারপার।

ওরা চুপচাপ বসে লক্ষ করতে লাগল ফেরিবোটটাকে। হঠাৎ কী মনে পড়তে চেঁচিয়ে উঠল টম, 'কেন কামান দাগানো হচ্ছে এবার বুঝতে পেরেছি আমি। আমাদের জন্যে। ওরা ভেবেছে আমরা পানিতে ডুবে মারা গেছি!'

টম ঠিকই বলেছে। গ্রামের লোক ওদের খোঁজ না পেয়ে ভেবেছে পানিতে ডুবে মারা গেছে ওরা। সবাই ওদেরকে নিয়ে কথা বলছে, আফসোস করছে। একদিনের মধ্যে রীতিমত হিরো হয়ে গেছে তিন নিখোঁজ কিশোর।

নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। বড়শি ফেলে মাছ ধরেছে। মাছগুলো আগুনে ঝলসে ডিনার সেরে নিল তিন বন্ধু। ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু এখন নিজেদের বাড়ি নিয়ে। ওদেরকে না পেয়ে লোকজন কে কী বলতে পারে তাই বিশ্লেষণ করছে।

রাত গভীর হবার পরে উত্তেজনা কমে এল তিন কিশোরের। টম আর জো ভাবছে বাড়ি ফিরে গেলে কপালে নির্ঘাত পিট্টি আছে ওদের। কারণ ঘরের মানুষ ওদের এই অভিযানকে যে সমর্থন করবে না তা সাফ সাফ বলে দেয়া যায়।

জো প্রথমে মনের কথাটা বলল অপর দু'জনকে। জানতে চাইল টম আর হাক বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারে কিছু ভাবছে কি-না। ওরা হেসেই উড়িয়ে দিল জো'র কথা। বলল জো'র বাড়ির জন্যে মন খারাপ করতে পারে কিন্তু ওদের করছে না।

রাত আরো গভীর হলো। নিভে গেল আগুন। ঘুমিয়ে পড়ল জো এবং হাক। শুধু জেগে রইল টম সয়ার।

www.MurchOna.com

বৈঠকখানার জানালা দিয়ে দেখল আলো জ্বলছে ভেতরে।

৮. টমের ঘরে ফেরা

হাক আর জো'র নাক ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল টম। নাক ডাকা শুরু হলে বুঝতে পারল ওরা এখন গভীর ঘুমে অচেতন। আস্তে-ধীরে উঠে বসল টম, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। অনেকটা পথ এসেছে অনুমান করার পরে দৌড় দিল ও। এক দৌড়ে নদীর তীরে।

রাত দশটার মধ্যে শহরে পৌঁছে গেল টম। গাছপালার মাঝ দিয়ে ছুটে চলল ও। নানা গলি পার হয়ে চলে এল খালার বাড়ির পেছনে। টপকাল

www.MurchOna.com

কেঁদে উঠলেন ডুকরে।

বেড়া। বৈঠকখানার জানালা দিয়ে দেখল আলো জ্বলছে ভেতরে। তবে ঘরে কেউ নেই। দরজার সামনে চলে এল টম, সাবধানে খুলল ছিটকিনি। সামান্য ফাঁক করল দরজা। তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে। লুকিয়ে পড়ল খাটের নিচে। দেখল দু'জন মহিলা ঢুকছে বৈঠকখানায়। পলি খালার গলা শুনতে পেল ও।

'টম দুষ্ট ছিল,' কান্না কান্না গলায় বললেন খালা। 'তবে কখনো কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। ওর মত সুন্দর মনের ছেলে একটিও দেখিনি

www.MurchOna.com

আমি।' বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়লেন পলি খালা। কেঁদে উঠলেন হু হু করে।

'আমার জো'টাও তাই।' ফুঁপিয়ে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। মিসেস হারপার। 'মাথা ভর্তি দুষ্টু বুদ্ধি। অথচ ওর মধ্যে স্বার্থপরতা বলে কিছু ছিল না। আর কত যে দয়া ছিল আমার জো'র মনে!'

টম ওঁদের কথা শুনে বুঝতে পারল ওরা ভেবেছিলেন টম সাঁতার কাটতে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা গেছে। পরে ভেলাটাও অদৃশ্য দেখে হয়তো ধারণা

www.MurchOna.com

করেছেন আশপাশের কোন শহরে বেড়াতে গেছে ওরা। কিন্তু ভেলার খোঁজ না পাবার কারণে সবার মনে এই ধারণা ঠাঁই পেয়ে যায় যে মাঝ নদীতে ভেলাডুবি হয়ে মারা গেছে। শনিবারের মধ্যে লাশ খুঁজে না পাওয়া গেলে রোববার দুপুরে নিহতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

পলি খালা কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনায় বসলেন। টমের বিদেহী আত্মার জন্যে অনেক দোয়া করলেন। খালা বেচারির জন্যে টমের যা মন খারাপ হলো!

মিসেস হারপার চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলেন খালা। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে এল টম। দাঁড়াল বিছানার পাশে। মোমের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে দেখল বুড়ো মানুষটার মুখ। খালা ওকে এত ভালবাসেন জানত না টম। খালার জন্যে সমবেদনায় ভরে গেল বুক। ভাবল একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে যে তারা ভাল আছে, বেঁচে আছে।

পকেট থেকে ডুমুর গাছের ছাল বের করল টম চিঠি লেখার জন্য। রাখল টেবিলের ওপর। শুরু করে দিল লেখা। লিখতে লিখতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। লেখা শেষ করে ছালটা পকেটে পুরল টম।

দরজার দিকে পা বাড়াল টম। ফিরে এল আবার। ঝুঁকে চুমু খেল ঘুমন্ত খালার কপালে। তারপর দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরে।

www.MurchOna.com

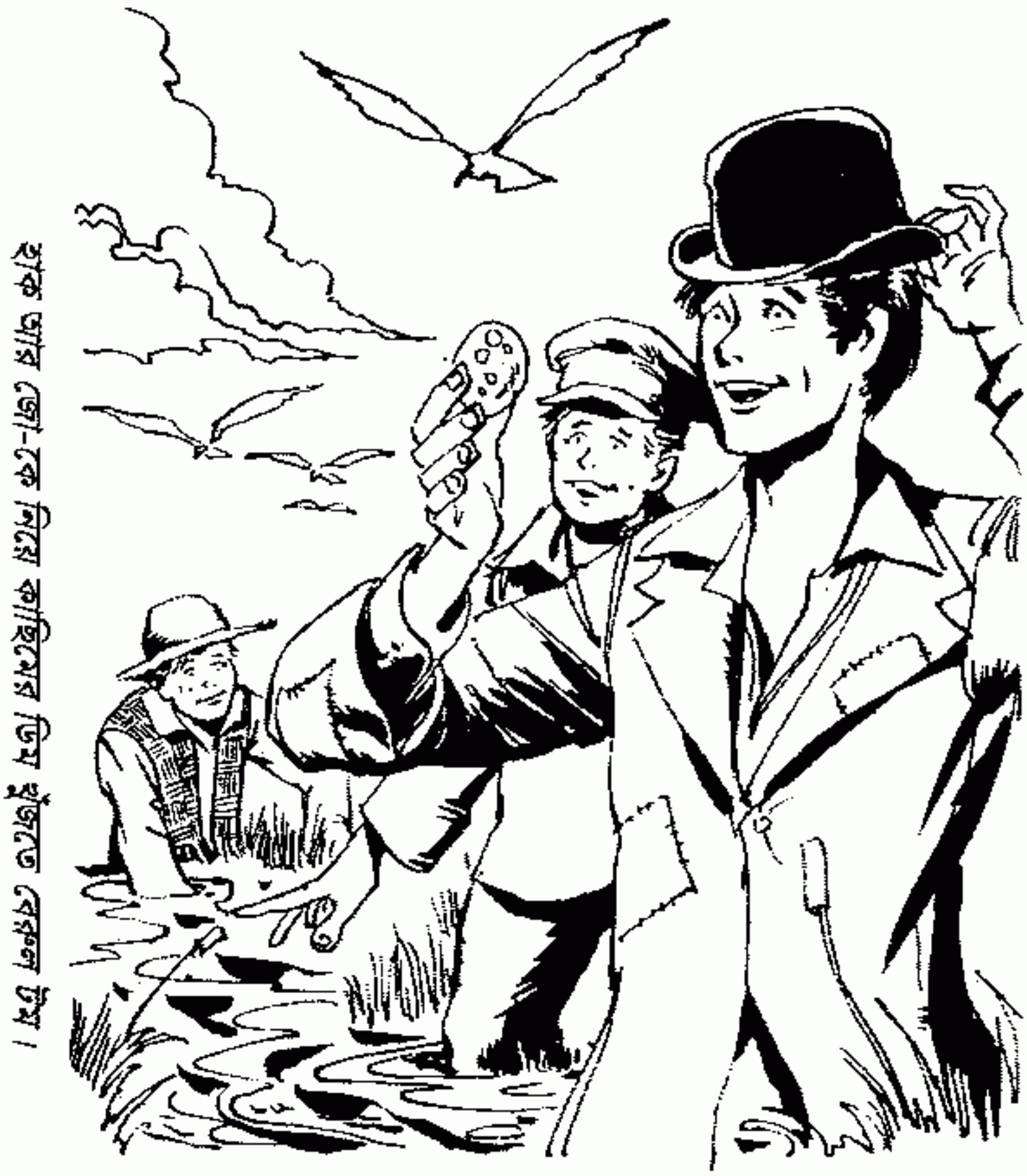

হাক আর জো-কে নিয়ে কাছিমের ডিম খুঁজতে বেরুল টম।

৯. ফিরে এল জলদস্যুরা

ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে সকাল হয়ে গেল টমের। হাক আর জো উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। টমকে দেখে খুশি হলো ওরা। ঘুম থেকে জেগে টমকে দেখতে না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল ওরা। বেকন আর মাছ দিয়ে মজাদার নাস্তা সারল তিনজনে। খেতে খেতে গতরাতের অভিযানের কথা ওদেরকে বলল টম। খাওয়া শেষ করে একটা বড় পাথরের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। দুপুর পর্যন্ত টানা ঘুমাল ও।

www.MurchOna.com

ঘুম থেকে উঠে হাক আর জো-কে নিয়ে কাছিমের ডিম খুঁজতে বেরুল টম। মাছ ধরল নদীতে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত সাঁতার কাটল। তারপর বিশ্রাম নিতে উঠে এল তীরে। তীরে বসে দূরের শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিষণ্ন হয়ে উঠল মন। টম অন্যমনস্কভাবে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ভেজা বালুতে বড় বড় করে লিখল 'বেকি।'

একসময় নীরবতা ভেঙে জো বলল, 'এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না। চলো বাড়ি ফিরে যাই। নিজেকে বড় একা লাগে।

'আরে না।' বলল টম। 'এখানেই ভাল আছি। নদীতে খেয়াল-খুশিমত বড় বড় মাছ ধরতে পারছি।'

তোমার মাছ তুমি ধর। আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।'

টম ওকে পটানোর চেষ্টা করে, 'কিন্তু জো, এরকম মজার সাঁতার কাটার জায়গা আর কোথাও পাবে না কিন্তু।'

লোভ দেখিয়েও কাজ হলো না। পটল না জো। সে বাড়ি যাবেই। এমনকি হাকেরও এখানে আর ভাল লাগছে না। কিন্তু টম কোথাও যেতে রাজি নয়। সে এ দ্বীপেই থাকবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তাই জো আর হাক নিজেদের জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করতে লাগল। টমকে ছাড়া যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু টম গোঁ ধরেই আছে। যাবে না।

'টম, তুমি গেলে কিন্তু ভাল করতে।' বলল হাক। 'আরেকবার ভেবে দেখ যাবে কিনা। তোমার জন্যে আমরা তীরে অপেক্ষা করব।'

টম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল চলে যাচ্ছে জো আর হাক। হঠাৎ কী মনে পড়তে দৌড়ে গেল ওদের দিকে, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও। একটা কথা বলব।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জো এবং হাক। টম হাঁপাতে হাঁপাতে এল ওদের কাছে। তারপর খুলে বলল নিজের গোপন পরিকল্পনা। চুপচাপ ওর কথা শুনে গেল অপর দু'জন। শেষে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। টমের

www.MurchOna.com

পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে আপত্তি নেই ওদের। তবে এ জন্যে আরো চারদিন থাকতে হবে দ্বীপে।

শীঘ্রই বাড়ি ফিরে যাবে এই আনন্দে দেখতে দেখতে চারটা দিন কোথেকে কেটে গেল টেরও পেল না কেউ। এই ক'টা দিন ওরা মাছ ধরল, সাঁতার কাটল, নানারকম মজার খেলা খেলল আর ফিরে গিয়ে কে কি করবে সেই পরিকল্পনায় মশগুল থাকল।

www.MurchOna.com

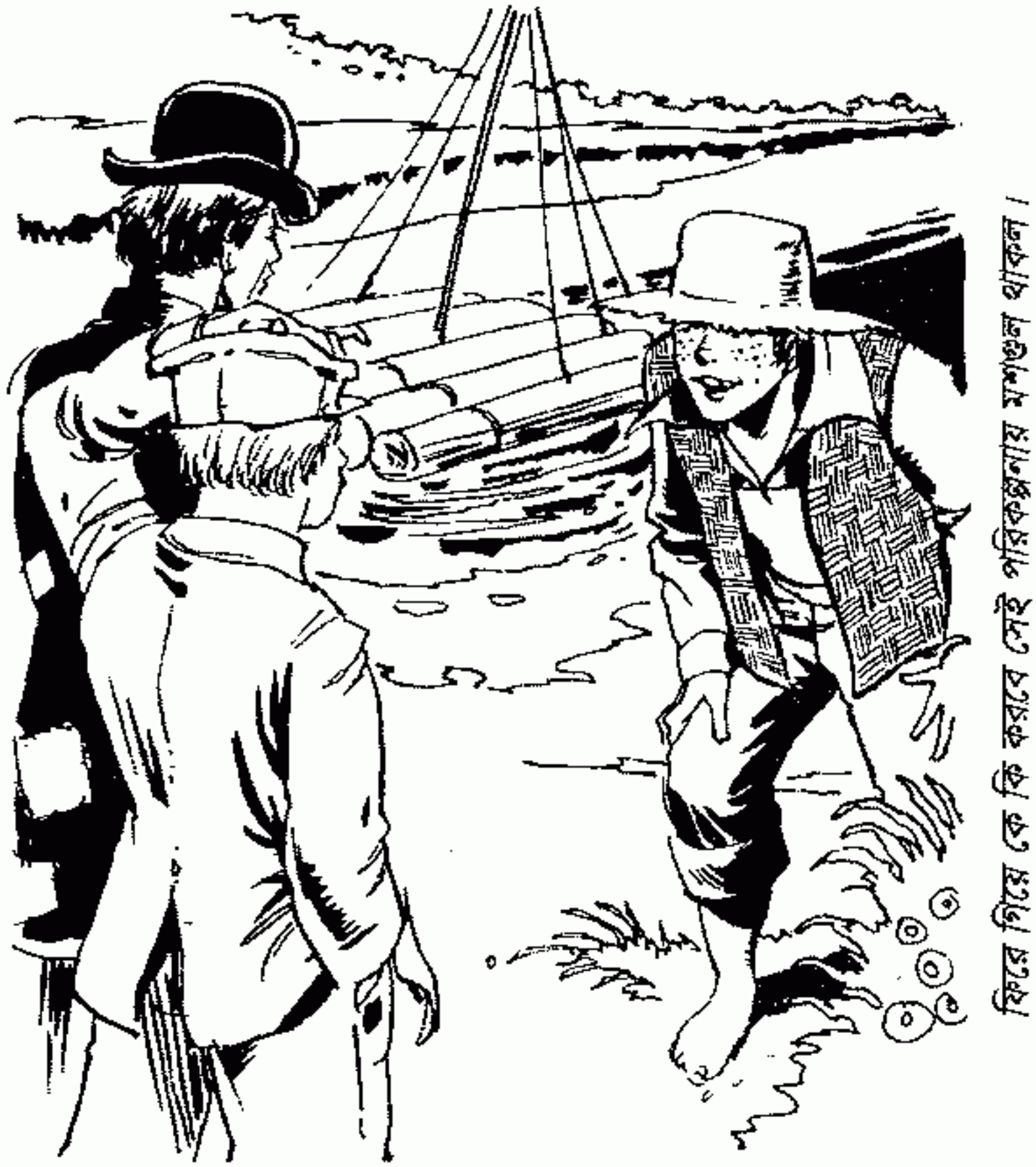

ফিরে গিয়ে কে কি করবে সেই পরিকল্পনায় মগ্ন

রোববার দিন টমদের শহরে যেন নেমে এল শোকের ছায়া। হারপার আর পলি খালার পরিবার তো কাঁদতে কাঁদতে শেষ। মানুষজনের মুখ থেকে হারিয়ে গেছে বুলি, বাতাসে যেন ভেসে আছে বিষণ্নতার চাদর।

বেকির মনও বড্ড খারাপ। শূন্য স্কুলের মাঠে একা একা ঘুরে বেড়াল ও, আপন মনে কথা বলল নিজের সঙ্গে।

'ইস, পেতলের হাতলটা কেন যে ফিরিয়ে দিতে গেলাম!' বিড়বিড় করল

www.MurchOna.com

বেকি। 'ওকে মনে রাখার মত কোন স্মৃতিই এখন আমার কাছে রইল না।' ঢোক গিলে বুক ঠেলে আসা কান্নাটা থামাল বেকি। টমের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে ওর লজ্জার সীমা নেই। ও জানে টমের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না। ভাবতেই চোখ ভরে গেল জলে, বড় বড় ফোঁটায় গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

কতগুলো ছেলে নিচু গলায় টম আর জোকে নিয়ে আলোচনা করছিল।

www.MurchOna.com

ছোট গির্জাটাতে এত জনসমাগম এর আগে কখনো হয়নি।

টমদেরকে হারিয়ে মুষড়ে পড়েছে ওরা। বিশ্বাস করতে পারছে না আর কোনদিন দেখা হবে না উচ্ছল, প্রাণবন্ত ছেলে দুটির সাথে।

ঠিক দুপুরে গম্ভীর আওয়াজে বাজতে শুরু করল গির্জার ঘণ্টা। গ্রামের লোকজন হাজির হয়ে গেল গির্জায়। ফিসফিস করে কথা বলছে সবাই। ছোট গির্জাটাতে এত জনসমাগম এর আগে কখনো হয়নি। এতেই বোঝা যায় টম আর জো কত প্রিয়পাত্র ছিল সবার কাছে। পলি খালা সিড আর

www.MurchOna.com

তিন মৃত কিশোর ফিরে এসেছে!

হারপার পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে গির্জায় ঢুকতেই ফিসফিসানি বেড়ে গেল।

তারপর সবাই নীরব হয়ে গেল পুরোহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ শুরু করে দিতে।

পুরোহিত প্রথমেই টম আর জো'র চরিত্রের ভাল ভাল দিকগুলো নিয়ে কথা বললেন। ওদের জীবনের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার কথাও উল্লেখ

www.MurchOna.com

করলেন। তাঁর কথা শুনে প্রতিটি মানুষের সমবেদনা উথলে উঠল টম আর জো'র জন্যে। একজনের চোখও শুকনো রইল না।

গির্জার লম্বা, টানা বারান্দায় খচমচ করে একটা শব্দ উঠলেও কেউ খেয়াল করল না ব্যাপারটা। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই দরজা খোলার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে সেদিকে ভেজা চোখ তুলে চাইতেই জমে গেলেন পুরোহিত। প্রথমে একজন, তারপর একে একে সবাই পুরোহিতের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পেছন দিকে। দৃশ্যটা দেখে তারা হতবাক। তিন মৃত কিশোর ফিরে এসেছে! যাদের নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হচ্ছে সেই 'মৃত' কিশোররা গ্যালারির পেছনের বেঞ্চে এসে বসেছে! শুনছে নিজেদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র।

পলি খালা আর হারপাররা ছুটে গেলেন গ্যালারির পেছনে। জড়িয়ে ধরলেন টম আর জো'কে। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন দুজনকে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন পুরোহিত, 'ঈশ্বরের প্রশংসা করুন। গান ধরুন!'

ঈশ্বরের প্রশংসা করে গান ধরল সবাই। আর গর্বিত টম সয়ার চারদিকে তাকাতে তাকাতে ভাবল, সত্যি এরকম উত্তেজনাকর মুহূর্তে তার জীবনে খুব বেশি আসেনি।

www.MurchOna.com

১০. আবারো ঘরে ফেরা

টমের বুদ্ধি ছিল এটাই– অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে চুপি চুপি ফিরে এসে চমকে দেবে সবাইকে। দারুণ মজা করে সিডকে বলছে সে কাহিনী। শনিবার রাতে দ্বীপ থেকে চলে এসেছিল ওরা। জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছে। রোববার সকালে সবার আগে গিয়ে ঢুকেছে গির্জায়। ওখানেই ঘুমিয়ে নিয়েছে। আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুতে গ্যালারির পেছনে গিয়ে বসে দারুণ চমকে দিয়েছে সবাইকে।

www.MurchOna.com

জানো, খালা, আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

সোমবার সকালের ঘটনা। টম সিডকে রসিয়ে রসিয়ে জ্যাকসন্স আইল্যান্ডে ওদের অভিযানের গল্প বলছে, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন পলি খালা।

'টম, তোরা যতই ফুর্তিতে থাকিস না কেন, প্রায় একটা সপ্তাহ্ আমাদের সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়ে মোটেই ঠিক কাজ করিস নি। নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মজা করার জন্যে যেতে পারিস অথচ আমাকে একটা

www.MurchOna.com

খবর দেয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করিস নি। আমাকে যদি সত্যি ভালবাসতি তা হলে এ কাজটি অন্তত করতে পারতি।'

খালার কথা শুনে অপরাধবোধে ভুগতে লাগল টম। ও অবশ্য সে রাতে খালার বাসায় এসেছিল এটা বলতে যে ওরা ভালই আছে। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বলল, 'জানো, খালা, আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম এ ঘরে তুমি আর মিসেস হারপার বসে আছ। দু'জনই কাঁদছ আর বলছ আমাদেরকে কী রকম মিস করছ। বলছ আমরা দুষ্টুমি করলেও ছেলে হিসেবে মন্দ ছিলাম না।'

এমন নিখুঁতভাবে সে রাতের বর্ণনা দিল টম যে পলি খালা রীতিমত তাজ্জব বনে গেলেন। তিনি স্বপ্নের কথা শুনে এত খুশি হলেন তখুনি বড়সড় লাল টুকটুকে একটা আপেল এনে দিলেন টমকে। স্কুলে যাবার পথে খাবে।

টম রীতিমত হিরো হয়ে গেল ওদের শহরে! সবাই ওর দিকে অবাক চোখে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে টম। কেউ কেউ সেধে খাওয়াল ওকে। বেশ মজাই লাগল টমের।

ছোট ছোট ছেলেরা বারবার পিছু ফিরে দেখতে লাগল টমকে। আর ওরচে বয়সী ছেলেরা ঈর্ষায় নীল হয়ে গেল। টমের মত অ্যাডভেঞ্চার করার সুযোগ পেলে, তার মত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারলে, বিনিময়ে তারা সবকিছু দিয়ে দিতে রাজি।

স্কুলের ছেলেরাও প্রশংসার চোখে দেখতে লাগল টম আর জো-কে। ওদেরকে নিয়ে কথা বলছে ফিসফিস করে। সবাই ভিড় করে এল ওদের কাছে। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনবে। একই গল্প বিভিন্ন জনকে বহুবার শোনাতে হলো টম আর জোকে। তবে এতে ক্লান্ত হলো না কেউই।

টম ঠিক করল এবার বেকি থ্যাচারকে নিয়ে একটু ভাব দেখাবে। কারণ ও এখন শহরের হিরো। ওর এখন কারো কাছে যেচে যেতে হবে না। বরং অন্যরাই যেচে আসবে ওর কাছে। দেখা যাক বেকি তার ভুল বুঝতে পেরে টমের কাছে ফিরে আসে কি-না।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

টম রীতিমত হিরো হয়ে গেল ওদের শহরে!

বেকিকে স্কুলে দেখেও না দেখার ভান করল টম। ছেলেমেয়েদের একটা দলের সাথে মিশে গেল। আড্ডা দিতে লাগল। আড়চোখে লক্ষ করল বেকি ব্যস্ততার ভান করে তার বন্ধুদের সাথে ছোটাছুটি করছে।

টম একেবারেই ওকে লক্ষ করছে না দেখে বেকি বন্ধুদের দলটাকে ছেড়ে টমের দিকে এগিয়ে গেল। টমের সাথে চোখাচোখি করার ব্যর্থ চেষ্টা করল দু'বার। হঠাৎ দেখল টম যাকে নিয়ে ব্যস্ত সে এমি লরেন্স ছাড়া কেউ নয়। ভয়ানক কষ্টের একটা কাঁটা খচ্ করে বিঁধে গেল বেকির বুকে।

www.MurchOna.com

তারপর রাগ উঠল ওর, সেই সাথে তীব্র ঈর্ষাও জাগল। টমকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্যদেরকে বলল সে এবার ছুটিতে বাড়িতে বড়সড় একটা পার্টি দেবে ঠিক করেছে। দাওয়াত পাবার জন্যে সবাই ধরে বসল বেকিকে। সবাই বেকির বাড়িতে যাবার জন্যে উন্মুখ, শুধু টম আর এমি ছাড়া। সে শীতল চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। এমিকে নিয়ে চলে গেল ওখান থেকে।

টমকে চলে যেতে দেখে ঠোঁট কামড়াল বেকি, চোখ ছাপিয়ে জল এল।

www.MurchOna.com

অনেক কষ্টে কান্না ঠেকাল ও। চোখ মুছে কথা বলতে লাগল বান্ধবীদের সাথে, যেন কিছুই হয়নি।

টম এমির সাথে কথা বললেও ওর চোখ ছিল বেকির দিকে। বেকি কী করছে দেখতে চায়। স্কুলমাঠের দিকে নজর যেতে যা দেখল, গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল টমের। বেকি ছোট একটা বেঞ্চে, গায়ে প্রায় গা লাগিয়ে বসে আছে আলফ্রেড টেম্পলের সঙ্গে। দু'জনে মিলে ছবির বই

www.MurchOna.com

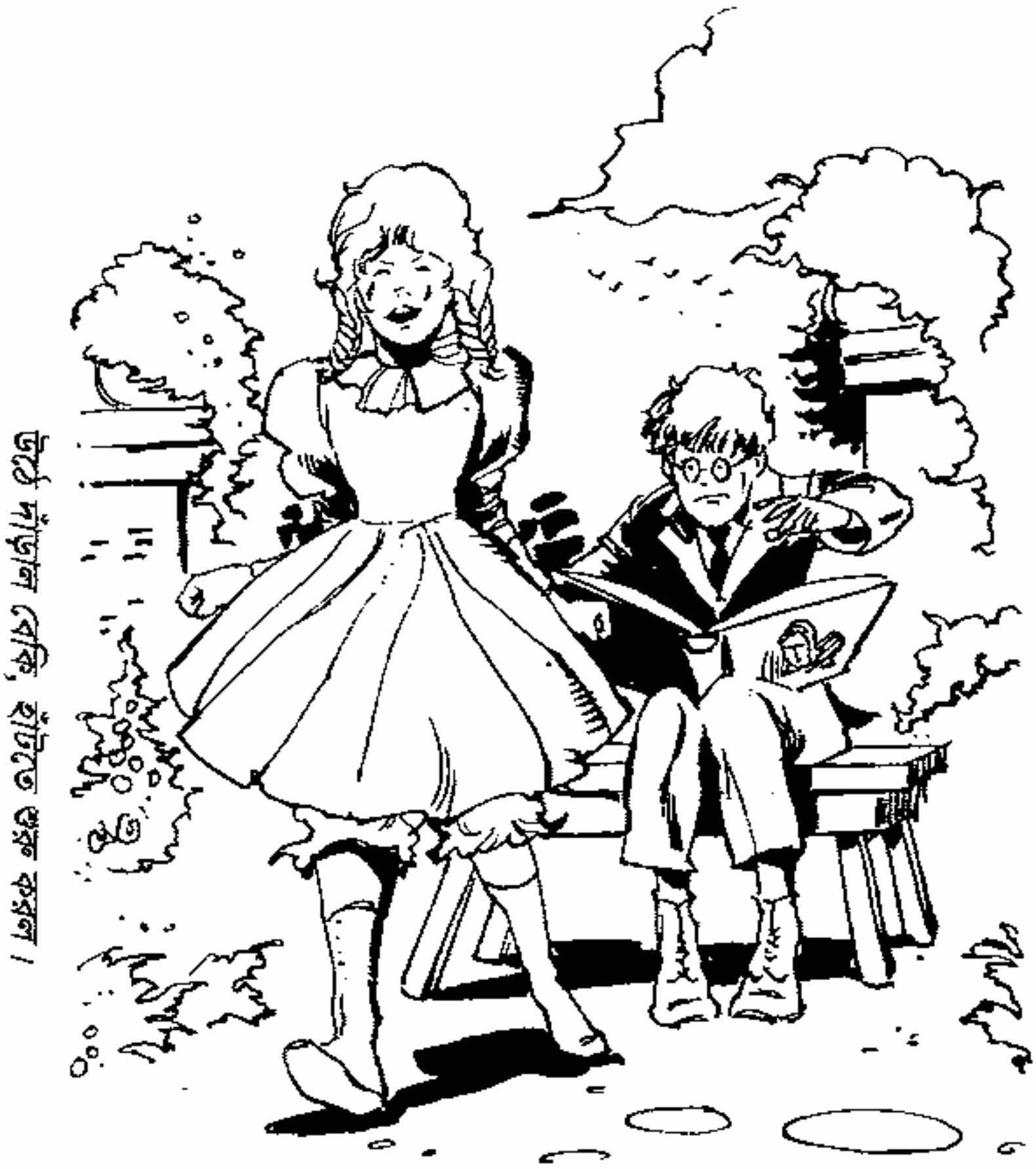

দেখছে। মাথায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ওরা ছবির বইতে। দৃশ্যটা দেখে হিংসায় গা জ্বলে গেল টমের। বেকি ওর সাথে ভাব করতে এসেছিল। অথচ টম নিজেই ওকে সরিয়ে দিয়ে ভাব করার সুযোগ হারিয়েছে। এ কথা ভাবতে নিজের ওপর খুব রাগ হলো টমের। তবে বেকির সাথে আলফ্রেড টেম্পল বসে আছে এক বেঞ্চিতে এ দৃশ্য হজম করতে পারল না ও। দৌড়ে চলে এল স্কুল থেকে।

www.MurchOna.com

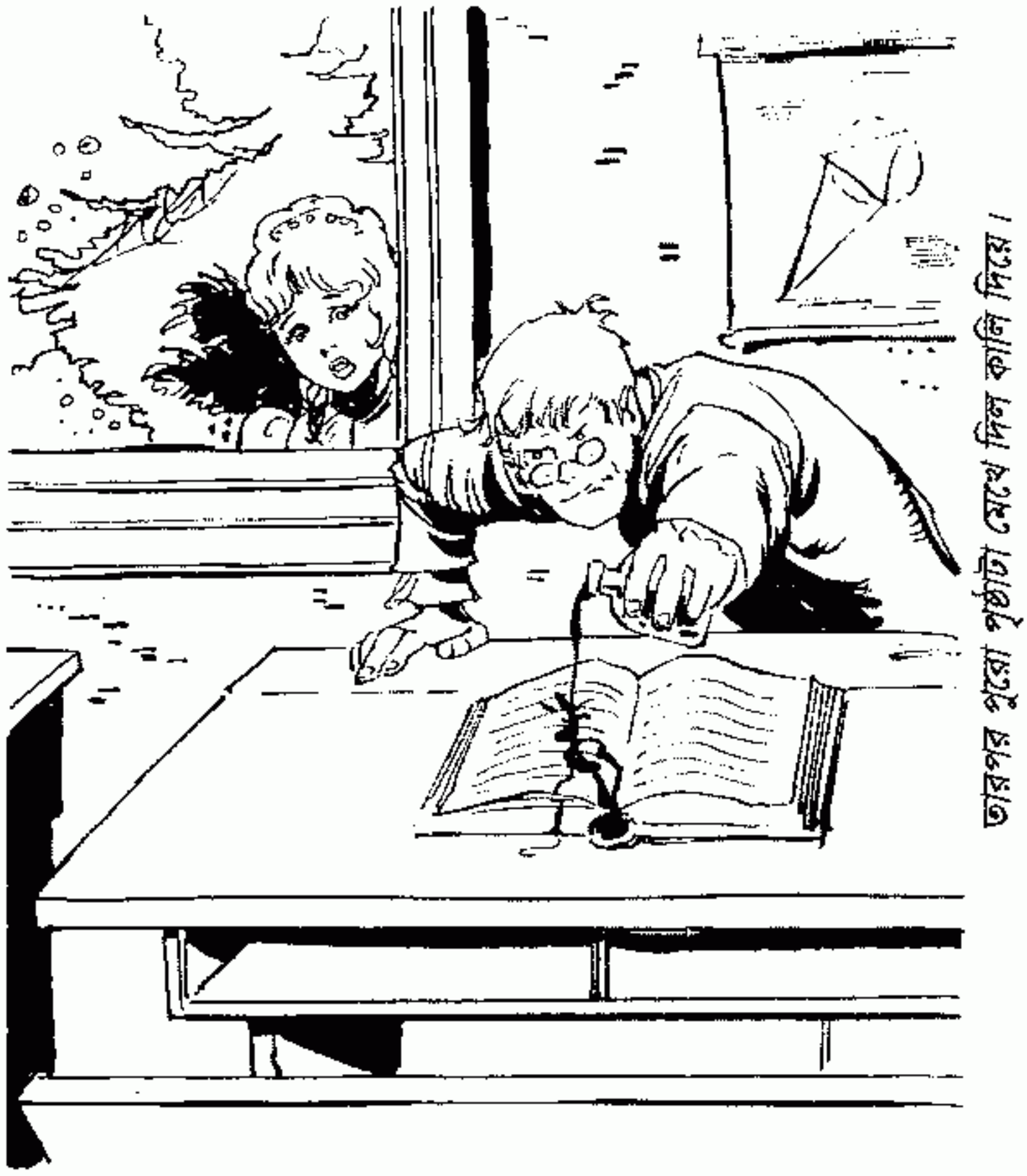

টমকে আশেপাশে আর দেখতে না পেয়ে আলফ্রেড এবং তার ছবির বইয়ের প্রতি সম্পূর্ণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলল বেকি। ওর খুব কান্না পাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল বেকি, হাঁটতে শুরু করল।

ওর পেছন পেছন দৌড়ে এল আলফ্রেড, সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল বেকিকে। ধমকে উঠল বেকি, 'যাও এখান থেকে। আমাকে একা থাকতে দাও। আমি তোমাকে ঘেন্না করি।'

www.MurchOna.com

কী দোষ করেছে বুঝতে না পেরে বোকা বনে গেল আলফ্রেড। তবে একটু পরেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব অপমান বোধ করলো সে। রাগও হলো। টমকে ঈর্ষান্বিত করে তোলার জন্যে বেকি আসলে তাকে ব্যবহার করেছে। টমকে ছাড়বে না আলফ্রেড। এ অপমানের শোধ নেবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কীভাবে। অবশ্য বুদ্ধি একটা পেয়ে গেল আলফ্রেড। ক্লাসে ঢুকল ও। দেখল টমের ডেস্কে পড়ে আছে তার স্পেলিং বুক। বিকেলের ক্লাসে যা পড়ানো হবে সে অধ্যায়টা খুঁজে বের করল আলফ্রেড। তারপর পুরো পৃষ্ঠাটা মেখে দিল কালি দিয়ে।

আলফ্রেড লক্ষ করেনি জানালায় দাঁড়িয়ে সবই দেখেছে বেকি। তবে সে কিছু বলল না। বাড়ির পথ ধরল বেকি। আলফ্রেডের কুকীর্তির কথা বলে দেবে টমকে। টম নিশ্চয়ই খুশী হবে। তখন ওদের ঝগড়া মিটে যাবে।

বাড়ির মাঝামাঝি পথ এসেছে বেকি, পাল্টে ফেলল সিদ্ধান্ত। টম তার সাথে কী রকম আচরণ করেছে মনে পড়ে গেছে। এখন রাগ উঠছে ওর। বই নোংরা করার অপরাধে টিচারের কাছে কঠিন শাস্তি পেতে হবে টমকে। টম শাস্তি পাক তাই চায় বেকি।

www.MurchOna.com

১১. আসল সত্য জেনে গেলেন পলি খালা

মুখ শুকনো করে বাড়ি ফিরে এল টম। ওকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন পলি খালা, 'তোর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে ফেলব আমি, টম!'

'বারে, আমি আবার কী করলাম!' টম অবাক।

'কি করেছিস? ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছিস। মিসেস হারপারকে তোর স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে কি বেকুবই না হয়েছি! উনি বললেন জো

www.MurchOna.com

টম তুই এতবড় মিথ্যা কী করে বলতে পারলি!

তাঁকে সব কথা বলে দিয়েছে। তুই স্বপ্ন দেখিস নি। সে রাতে নিজেই এসেছিলি বাড়িতে। লুকিয়ে থেকে আমাদের কথা শুনেছিস। টম তুই এতবড় মিথ্যা কী করে বলতে পারলি! মিসেস হারপারের কাছে আমি এমন লজ্জায় পড়ে গেছি!

টম মাথা নিচু করে রাখল। খালাকে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বলতে পারে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে সে তা চিন্তাই করেনি। কিন্তু এ ব্যাখ্যা

www.MurchOna.com

পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়েও থমকে গেলেন খালা।

সন্তুষ্ট করতে পারবে না খালাকে। আরো রেগে যাবেন তিনি। শেষে আসল কথাই তাঁকে খুলে বলল টম। বলল ওই রাতে বাড়ি ফিরেছিল খালাকে জানাতে যে নদীতে ডুবে মারা যায়নি ওরা।

থমথমে চেহারা নিয়ে টমের দিকে তাকালেন খালা। 'এ রকম চিন্তা যদি তোর মাথায় সত্যি আসত নিজেকে ধন্য মনে করতাম আমি। কিন্তু ভাল করেই জানি এ রকম কিছু ভাবিসনি তুই।'

www.MurchOna.com

পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল পলি খালার।

টম খালাকে বোঝাতে চেষ্টা করল সে সত্যি কথাই বলছে, 'তোমরা যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছিলে।' বলল টম, 'তখন আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি আসে। ভাবছিলাম চার্চে লুকিয়ে থেকে সবাইকে চমকে দিলে বেশ মজা হবে। তাই গাছের ছালটা পকেটে পুরে রাখি আমি।'

'কিসের ছাল? 'জিজ্ঞেস করলেন পলি খালা।'

www.MurchOna.com

‘যে ছালে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম আমরা জলদস্যু হয়ে গেছি। চলে যাবার আগে তোমাকে চুমুও খেয়েছিলাম, বিশ্বাস করো।’

টমের কথা শুনে খালার কঠিন চেহারায় ফুটে উঠল কোমল ভাব। টম তাকে সত্যি চুমু খেয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা মুশকিল। ওর চেহারা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না মিথ্যা কথা বলছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

টম স্কুলে যেতেই পলি খালা দৌড়ে গিয়ে আলমারি খুলে একটা জ্যাকেট বের করলেন। জলদস্যু সাজার সময় এ জ্যাকেটটি পরত টম। পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়েও থমকে গেলেন খালা। যদি দেখেন টম মিথ্যা কথা বলেছে, এবার আর সহ্য করতে পারবেন না। দুবার পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়েও বের করে আনলেন হাত। কিন্তু পকেটে কি আছে তা দেখার তরও সইছে না। তিনবারের বার ঠিকই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন খালা। বের করে আনলেন এক টুকরো গাছের ছাল। ওতে সত্যি তাঁকে সম্বোধন করে চিঠি লিখেছে টম। পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল পলি খালার।

‘টম হাজারো অপরাধ করলেও ...’, মনে মনে ভাবলেন তিনি, ‘এখন ওকে আমি ক্ষমা করে দিতে পারি।’

www.MurchOna.com

১২. মাফ পটারের মুক্তি

গ্রীষ্ম এসেছে। গরমের শুরুটাই খারাপ গেল টম সয়ারের। মুখ ভর্তি হাম উঠল ওর। প্রায় তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো এজন্যে। একেকটা দিন যেন ফুরোতেই চায় না। টম যখন সুস্থ হলো, সারা শহর তখন ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়।

www.MurchOna.com

মাফ পটারের হত্যাকাণ্ডের বিচার অবশেষে শুরু হয়েছে। সবার আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল এটা। তবে টমের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ কথা বললেই শিউরে ওঠে ও, ঠাণ্ডা ঘাম ফুটে ওঠে গায়ে।

শেষে এমন অবস্থা হলো ব্যাপারটা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল টমের জন্যে। হাককে খুঁজতে বেরুল। ওর সঙ্গে কথা আছে। হাকের সাথে কথা বলে যদি তীব্র এই মানসিক চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়! তাছাড়া হাক বিষয়টা গোপন রেখেছে কিনা তাও জানা দরকার।

'হাক, তুমি কাউকে কিছু বলো নি তো... ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে?' ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল টম।

'কোন ব্যাপারে ?' পাল্টা প্রশ্ন হাকের।

'জানোই তো। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?' অসহিষ্ণু শোনায় টমের কণ্ঠ।

'অঃ, আরে না। কাউকে বলিনি।'

'একটা কথাও না?'

'একটা কথাও না। আমাকে বিশ্বাস করতে পার।'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল টম। তবু হাককে আবার মনে করিয়ে দিল সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা কাউকে বলবে না বলে কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে ওরা।

আবার রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিল টম এবং হাক। তারপর মাফ পটারের দুর্ভাগ্য নিয়ে কথা বলতে লাগল।

'শুনলাম আদালত পটারকে মুক্তি দিলেও ওর রক্ষা নেই।' বলল টম।

'শহরের মানুষ নাকি ওকে মেরে ফেলবে।'

আরো অনেক কথাই বলল দু'জনে। তবে মনের অস্বস্তি ভাবটা তাতে দূর হলো সামান্যই। হাঁটতে হাঁটতে কখন জেলখানার সামনে চলে এসেছে

www.MurchOna.com

খেয়াল করেনি কেউ। মনে মনে প্রার্থনা করল এমন কিছু ঘটুক যাতে এই মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই মিলবে ওদের।

জেলখানায় এলেই টম মাফ পটারের জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। ওরা পটারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আশপাশে কোন গার্ড নেই দেখে টম পটারের হাতে কিছু তামাক আর দেশলাই গুঁজে দিল। পটার

www.MurchOna.com

মাফ পটারের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরে এল টম।

আন্তরিক গলায় ধন্যবাদ দিল টমকে। নিরপরাধ মানুষটার ফাঁসি হয়ে যাবে ভাবতে বুকের কষ্ট আরো বেড়ে গেল টম আর হাকের।

মাফ পটারের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরে এল টম। সে রাতে আবার ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখল ও।

বিচার চলাকালীন প্রতিটি দিন আদালতের চারপাশে ঘুরে বেড়াল টম। খুব ইচ্ছে করল ভেতরে ঢুকে পড়ে, চিৎকার করে বলে 'মাফ পটার

www.MurchOna.com

বিচারের রায় শোনার জন্যে উদগ্রীব সবাই।

নির্দোষ!' কিন্তু সাহস হলো না। হাকেরও একই অবস্থা। ওরও মন চাইছে আসল খুনীকে ধরিয়ে দিতে।

অবশেষে হাজির হলো সেই দিন– আজ জুরীরা তাদের সিদ্ধান্ত দেবেন। আদালত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বিচারের রায় শোনার জন্যে উদগ্রীব সবাই। বিচারক এবং জুরীরা ঢুকলেন আদালতে, বসলেন যে যাঁর জায়গায়।

www.MurchOna.com

ছিটকে পালাল জো।

একটু পরেই নিয়ে আসা হলো মাফ পটারকে। চেহারা একেবারে ভেঙে পড়েছে পটারের, দারুণ হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে তাকে। জানে ফাঁসির হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তাকে। পটারের দিকে সবার চোখ। গ্যালারিতে বসে আছে ইনজুন জো। নির্লিপ্ত, কঠিন চেহারা।

জুরীর সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই পটারের আইনজীবী উঠে দাঁড়ালেন নিজের আসন থেকে। ঘোষণা দিলেন তাঁর কাছে এক নতুন সাক্ষী আছে

www.MurchOna.com

যে প্রমাণ করে দেবে পটার ডাক্তার রবিনসন হত্যার সাথে জড়িত নয়।

পরিষ্কার, দৃঢ় গলায় বললেন তিনি, 'টম সয়ারকে অনুরোধ করছি কাঠগড়ায় এসে সাক্ষ্য দিতে।'

নামটা শুনে চমকে উঠল সবাই, এমনকি মাফ পটারও। দৃষ্টি দিয়ে তারা অনুসরণ করল টমকে। টম কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল। ভয়ে কাঁপছে ও, কিন্তু শপথ নেয়ার সময় কোন রকম ইতস্তত করল না।

বাদী পক্ষের উকিল মোক্ষম প্রশ্নটা করলেন টমকে, 'টম সয়ার, ১৭ জুন, রাত বারটার সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

টম চোরা চোখে তাকাল ইনজুন জো'র পাথরের মত কঠিন মুখের দিকে। ভয়ে ওর দম বন্ধ হয়ে এল। দর্শকও দম বন্ধ করে আছে টমের জবাব শোনার জন্যে। কিন্তু টম ভয়ে কথাই বলতে পারছে না।

কয়েক মিনিট লাগল ওর সাহস সঞ্চয় করতে, গভীর করে দম নিল, তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা বলতে শুরু করল। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না টম। ব্যাখ্যা করল সে আর হাক কেন অত রাতে গোরস্তানে গিয়েছিল, বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি চোখের সামনে কীভাবে ঘটতে দেখেছে, বিস্তারিত বর্ণনা করল ও।

টমের স্বীকারোক্তি শেষ হবার সাথে সাথে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল ইনজুন জো। লোকজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল জানালার দিকে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক লাফে জানালা ভেঙে বাইরে। ছুটে পালাল জো।

টমের সাক্ষীর কারণে বেকসুর খালাস পেল মাফ পটার। কিন্তু বেঁচে আছে ইনজুন জো। তীব্র প্রতিহিংসা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে...।

www.MurchOna.com

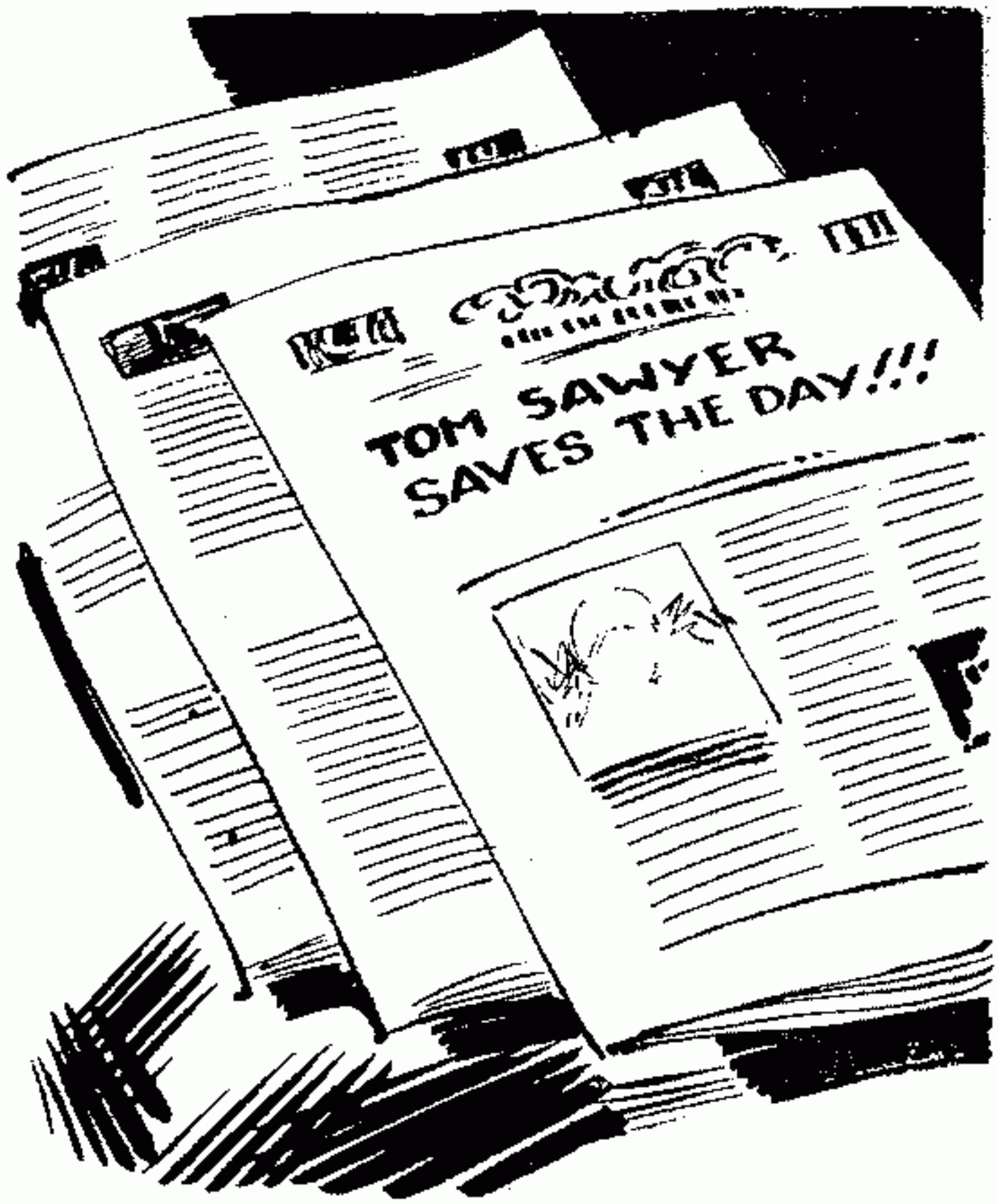

আবার হিরো হয়ে উঠল টম।

১৩. গুপ্তধনের সন্ধানে

শহরে আবার হিরো হয়ে উঠল টম। খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হলো তার নাম। সবাই প্রশংসা করছে টমের। দিনের শুরুটা হয় চমৎকার। কিন্তু রাত এলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে টম। ইনজুন জো প্রতি রাতে দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাড়িয়ে বেড়ায় ওকে। শহরের বাইরে যেতে ভয় পায় টম। হাকের সাথে আর দেখা করা হয়ে ওঠে না। হাকও একই রকম ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে।

www.MurchOna.com

জুরীদের রায় ঘোষণার আগের দিন টম গিয়েছিল মাফ পটারের উকিলের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছে। গোপন শপথ ভঙ্গ করেছে বলে রাগ করেছিল হাক। কিন্তু টম আর তীব্র মানসিক চাপটা সহ্য করতে পারছিল না। তাই বলে দিয়েছে খুনের ঘটনা। এখন ইনজুন জো'র ভয়ে মরছে। শয়তানটা না মরা পর্যন্ত ওদের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে না বুঝতে পারছে টম এবং হাক।

ইনজুন জোকে ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। একজন গোয়েন্দাও ভাড়া করা হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি কোন। ধরা পড়েনি খুনীটা।

কেটে যাচ্ছে দিন। ইনজুন জো'র কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে শেষে টম আর হাক ভাবল পুলিশের ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে বদমাশটা। ভাবনাটা স্বস্তি এনে দিল ওদের মনে। আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠল জীবন।

এক বিকেলে টম হাককে প্রস্তাব দিল, 'চলো, লুকানো গুপ্তধন খুঁজে আনি।'

'গুপ্তধন কোথায় পাব?' অবাক প্রশ্ন হাকের।

টম ব্যাখ্যা করল গুপ্তধন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব জায়গায়। খুঁজে নিলেই হলো। বলল আগেকার আমলে জলদস্যুরা ধন-রত্ন লুট করে মরা গাছের গুঁড়ির নিচে কিংবা পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে রাখত। হাককে এমনভাবে পটিয়ে ফেলল টম যে হাক রাজি হয়ে গেল গুপ্তধন খুঁজতে যেতে।

গাঁইতি আর বেলচা জোগাড় করে আনল ওরা। তারপর চলল মাইল তিনেক দূরের স্টিল হাউজ হিলের দিকে। পাহাড়ে পৌঁছে প্রথম যে মরা গাছটা চোখে পড়ল ওটার গুঁড়ির নিচটা খুঁড়তে শুরু করল দুই কিশোর। আধ ঘণ্টা খানেক খোঁড়াখুঁড়ি করতেই ঘেমে নেয়ে গেল দু'জনেই। কিন্তু পেল না কিছুই। এবার আরেকটা গাছের নিচে অভিযান চালাল। এখানেও ফক্কা। 'জলদস্যুরা কি মাটির খুব গভীরে তাদের ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত?' জিজ্ঞেস করল হাক।

www.MurchOna.com

'সব সময় নয়, মাঝে মাঝে।' জবাব দিল টম। 'হতে পারে আমরা ভুল জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করছি।'

আরেকটা মরা গাছ খুঁজে নিল ওরা। তারপর আরেকটা। কিন্তু কোথাও মিলল না ধনরত্ন। শেষমেশ ক্ষান্ত দিল ওরা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল টমের।

'আমরা কিন্তু পোড়োবাড়িতে খোঁজ করিনি।' বলল ও। 'চলো। কারডিফ হিলের পোড়োবাড়িতে যাই।'

www.MurchOna.com

আপত্তি তুলল হাক। ওই খালি বাড়িতে কেউ থাকে না। সবাই জানে ওটা একটা ভূতুড়ে বাড়ি। কেউ ওখানে যেতে সাহস পায় না। কিন্তু টম বারবার বলতে লাগল গাছের নিচে গুপ্তধন না মিললেও পোড়োবাড়িতে গুপ্তধন পাবার যথেষ্টই সম্ভাবনা রয়েছে। টম পটিয়ে পটিয়ে রাজি করে ফেলল হাককে।

www.MurchOna.com

পোড়োবাড়ির কাছে আসতেই গা ছমছম করে উঠল ওদের। অদ্ভুত নীরব চারদিক। কেমন ভূতুড়ে একটা পরিবেশ। ভেতরে ঢুকতে দ্বিধা করল ওরা। দরজার ফুটো দিয়ে তাকাল। ভেতরে আগাছা জন্মে আছে, মাকড়সার জাল চারদিকে। পুরনো একটা ফায়ার প্লেসও চোখে পড়ল। বাড়িটিতে কোন জানালা নেই। হয় খসে পড়েছে নয়তো কেউ ভেঙে নিয়ে গেছে।

www.MurchOna.com

পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল টম আর হাক। সতর্ক থাকল যেন কোনরকম শব্দ না হয়। কান খাড়া করে রাখল অনেকক্ষণ। কিন্তু শুনতে পেল না কিছুই। অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ওরা। আগ্রহ নিয়ে ঘুরে দেখতে লাগল জায়গাটা। ঘরের এক কোণে একটা আলমারি চোখে পড়ল। ওটার মধ্যে কি কোন রহস্য আছে? ... টান মারল আলমারির কাঠের পাল্লা ধরে। ক্যাঁচকোচ শব্দ তুলে খুলে গেল পাল্লা... নাহ্, কিছু নেই। আলমারি খালি।

টম আর হাকের এখন ভয় লাগছে না। ঠিক করল ঘুরে দেখে আসবে দোতলাটা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়।

'শ্ শ্!' ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল টম।

'কি হলো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল হাক।

'চুপ... ওখানে... শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, জলদি পালাও!'

কিন্তু পালাবার সাহস পেল না ওরা। দৌড়াতে গেলেই শব্দ হবে। ওরা শরীর টান টান করে নিঃশব্দে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। পচা কাঠ কয়েক জায়গায় খসে গিয়ে ফাটল বা গর্তের সৃষ্টি করেছে। ওরা সেই গর্তে চোখ রেখে শুয়ে থাকল মূর্তির মত। নিচের ঘরে দু'জন লোককে ঢুকতে দেখল টম আর হাক। একজনকে দেখেই চিনতে পারল। এ লোক বোবা এবং কালা। শহরে ভিক্ষা করে। অপরজন চোয়াড়ে চেহারার, ময়লা জামা-কাপড় পরনে। তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ওরা কথা বলতে শুরু করল।

'না, আমার মনে হয় ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে।' বলল চোয়াড়ে চেহারার লোকটা।' আর এটা আমার পছন্দও নয়। কারণ ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক।' গলাটা চেনাচেনা লাগল টম আর হাকের কাছে। 'বিপজ্জনক?' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বোবা আর কালা ভিখিরি। 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ভিখিরিটাকে কথা বলতে দেখে খুবই অবাক হলো হাক আর টম।

ভিখিরিটাকে কথা বলতে দেখে খুবই অবাক হলো হাক আর টম। ব্যাটা তাহলে বোবা-কালা নয়। এতদিন ভং ধরেছে। এবার চেনা চেনা কণ্ঠের লোকটাকেও চিনে ফেলল ওরা। সে আর কেউ নয়। ইনজুন জো! ভয়ে জমে গেল দুই কিশোর।

ইনজুন জো আর তার সঙ্গী মিলে আরেকটা কি বিষয় নিয়ে ফিসফিস করে পরিকল্পনা করতে লাগল। ওপর থেকে ওদের কথা বুঝতে পারল না টম

www.MurchOna.com

এবং হাক। কথা শেষ করে সঙ্গীকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া সারল জো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই। এবার পালিয়ে যাবার সুযোগ মিলেছে। খুব সাবধানে উঠে বসল হাক আর টম। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে, এমন বিশ্রী শব্দে ক্যাঁচকোচ করে উঠল ওটা, ওরা ভয়ের চোটে বসে পড়ল। চুপচাপ ওখানেই বসে রইল ওরা জো আর তার সঙ্গীর ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত। প্রথমে জাগল ইনজুন জো। সঙ্গীর পাঁজরে লাথি মেরে তার ঘুম

www.MurchOna.com

তারপর ডাকাতি করা টাকা-পয়সা গুণতে বসল। মোট ছয়শো ডলার। ঠিক করল এ ঘরেই লুকিয়ে রাখবে টাকাটা। তারপর পালিয়ে যাবার সময় নিয়ে যাবে টাকা। ইনজুন জো ছুরি দিয়ে চাড় মেরে মেঝের তক্তা তুলতে শুরু করল। হঠাৎ শক্ত কিসে যেন বিঁধে গেল ছুরির ডগা।

'কি এটা?' বিড়বিড় করে বলল জো। কাঠের তক্তা সরিয়ে হাত বাড়াল ও। তুলে আনল জং ধরা একটা ধাতব বাক্স।

www.MurchOna.com

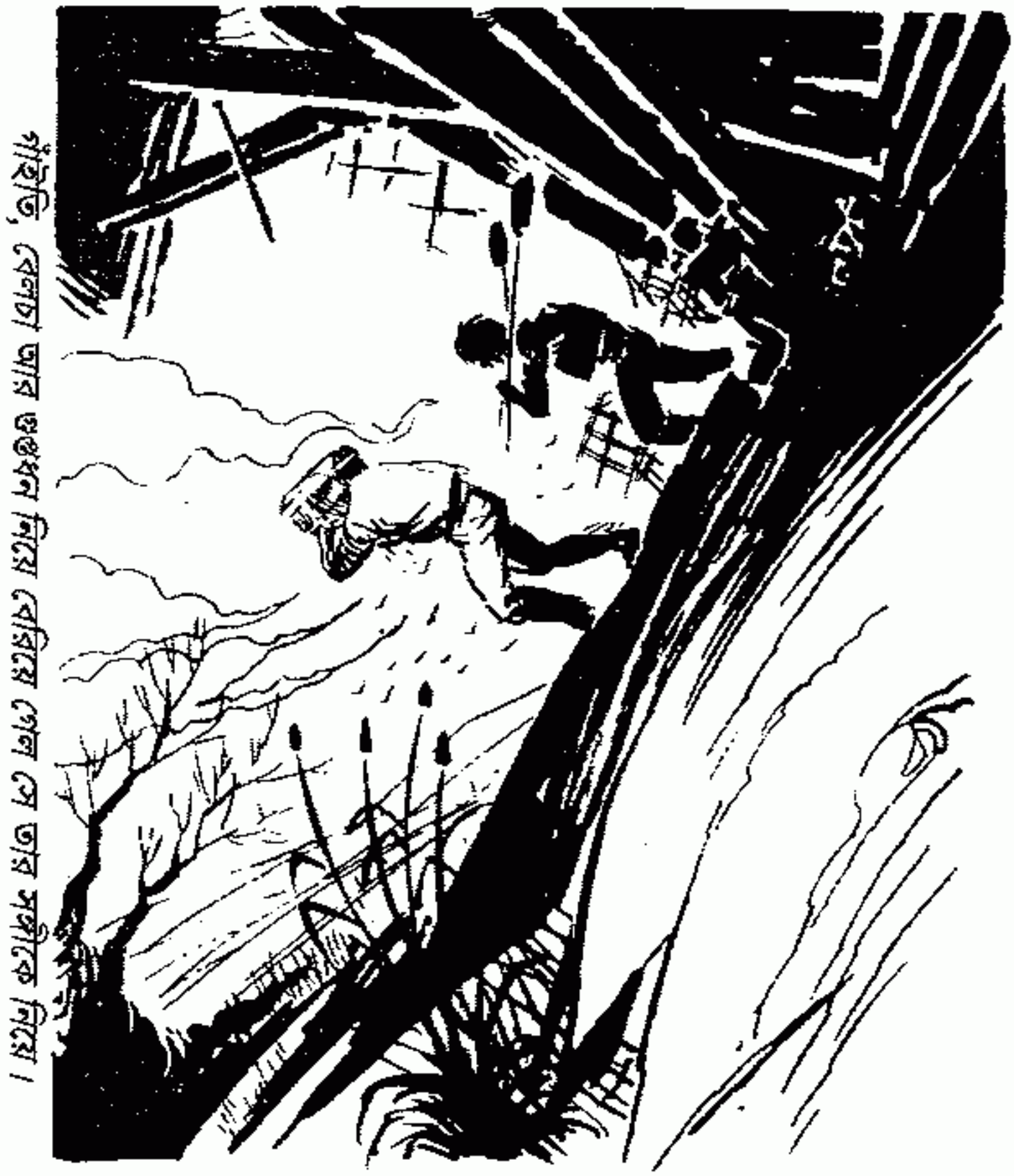

জো ছুরির চাড় মেরে খুলে ফেলল বাক্সের ঢাকনি। ভেতরের জিনিস দেখে দু'জনেরই চোখ চড়কগাছ। বাক্সের মধ্যে ঝকঝক করছে কমপক্ষে শ খানেক সোনার মুদ্রা আর অনেকগুলো টাকা! কয়েক হাজার ডলার তো হবেই!

'বুড়ো জলদস্যু ভিক মুরেলের দল নিশ্চয়ই এখানে তাদের লুটের মাল লুকিয়ে রেখেছিল।' বলল জো।

www.MurchOna.com

'ভাগ্য আর কাকে বলে!' চেঁচিয়ে উঠল তার সঙ্গী। 'এখন আর তোমাকে ওই কাজটা করতে হবে না।'

'তুমি আমাকে চেনো না।' ধমকে উঠল ইনজুন জো, 'ওটা স্রেফ ডাকাতির জন্যে করব না। করব প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ওই কাজে তোমার সাহায্য চাই আমি। কাজ শেষ হলেই এ শহর ছেড়ে চিরতরে কেটে পড়ব।'

ইনজুন জো'র কথা শুনে ওদিকে গা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে টম আর হাকের। প্রতিশোধ! ইনজুন জো মাফ পটারের বিচারের কথা ভুলতে পারে নি এখনো। হাক আর টমের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

'চলো, এগুলো লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করি।' বলল ইনজুন জো।

'দুই নম্বরে, ক্রুসের নিচে লুকালে ভাল হবে,' পরামর্শ দিল তার সঙ্গী। রাজি হলো ইনজুন জো। গাঁইতি, বেলচা আর গুপ্তধন নিয়ে বেরিয়ে গেল সে তার সঙ্গীকে নিয়ে।

ওরা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বসে রইল টম এবং হাক। বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। বারবার মনে পড়ছে দুটি কথা– প্রতিশোধ আর গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে দুই নম্বরে, ক্রুসের নিচে।

www.MurchOna.com

হাক, বিষয়টি নিয়ে অনেকবার ভেবেছি আমি।

১৪. রাতের অভিযান

দিনের বেলার অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখল টম রাতে। জেগে থেকেও দিবা স্বপ্ন দেখতে লাগল সোনার মুদ্রা আর হাজার ডলার নিয়ে। এত টাকা জীবনেও দেখেনি ওরা। ইস্, টাকাগুলো যদি ওদের হতো! ইনজুন জো বলেছিল 'দুই নম্বরে, ক্রুসের নিচে।' মানে কি এ কথার? কথাটার অর্থ উদ্ধার করতে পারলেই অতগুলো টাকার মালিক হয়ে যেতে পারত টম এবং হাক।

www.MurchOna.com

পরদিন বিকেলে, নদীর ধারে হাকের সাথে দেখা করল টম। টাকাটা কীভাবে উদ্ধার করা যায় তার বুদ্ধি বের করবে।

'হাক, বিষয়টি নিয়ে অনেকবার ভেবেছি আমি।' শুরু করল টম। 'আমার মনে হয় দুই নম্বর বলতে বোঝানো হয়েছে শুঁড়িখানার কোন ঘরের নম্বর।'

ওর কথায় সায় দিল হাক। হতেও পারে। আর শহরে শুঁড়িখানা আছে মোটে দুটো। ও ঠিক করল খুঁজে দেখবে কোন শুঁড়িখানায় 'দুই নম্বর' বলে ঘর আছে।

হাক খুবই করিৎকর্মা ছেলে। এক ঘণ্টার মধ্যে খবর নিয়ে এল। ছোট শুঁড়িখানায় একখানা ঘর আছে। বন্ধ রাখা হয় সবসময়। হাকের ধারণা ওটাই সেই 'দুই নম্বর' ঘর। ইনজুন জো এ ঘরের কথাই বলেছিল পোড়াবাড়িতে বসে। ওরা ঠিক করল ওই শুঁড়িখানায় অভিযান চালাবে।

রাতের বেলা আবার মিলিত হলো দু'জনে। সেই শুঁড়িখানার দরজার পাশের গলিতে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু শুঁড়িখানায় ইনজুন জো বা সেই ভণ্ড ভিখিরির কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দেখল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে হতাশ হয়ে উঠল ওরা। ঠিক করল পরদিন রাতে আবার আসবে এখানে।

পরদিন, সন্ধ্যার পরে, ঠিক একই সময়ে পাহারায় বসল টম এবং হাক। এবার হাক থাকল পাহারায় আর টম সাহস করে এগিয়ে গেল শুঁড়িখানার বন্ধ দরজার দিকে।

হাক চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে। প্রতিটি মিনিট ওর কাছে লাগছে ঘণ্টার মত। 'টম বোধহয় কোন বিপদে পড়েছে।' ভাবল হাক। 'ধরাও পড়ে যেতে পারে। ওকে যদি ওরা মেরে ফেলে কি হবে তখন?'

হঠাৎ ঝলসে উঠল একটা আলো, হাক দেখল দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে টম। 'জলদি পালাও!' চেঁচিয়ে উঠল ও হাককে উদ্দেশ্য করে।

দ্বিতীয়বার আর কথাটা বলতে হলো না। পালাবার কথা শুনেই ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে হাক ফিন। ছুটতে ছুটতে চলে এল গ্রামের ধারে, পরিত্যক্ত

www.MurchOna.com

পরদিন, সন্ধ্যার পরে, ঠিক একই সময়ে পাহারায় বসল টম এবং হাক।

গোলাঘরের সামনে। তারপর থামল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দম ফিরে পেয়ে টম বলল, 'হাক, কী বাঁচা যে আজ বেঁচে গেছি, ভাই! আমি যে চাবি নিয়ে গিয়েছিলাম তা দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু খুলতে পারিনি। শেষে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি... আরেকটু হলেই ইনজুন জো'র হাত পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। লোকটা দুই হাত ছড়িয়ে মেঝের ওপর চিৎ হয়ে নাক ডাকছিল ভোঁস ভোঁস করে। হাক, এরপর আর কোনদিকে

www.MurchOna.com

হাক, কী বাঁচা যে আজ বেঁচে গেছি, উফ্!

ফিরে তাকাবার সাহস হয়নি আমার। আমি বাক্স-টাক্স কিছুই দেখতে পাইনি, কোন ক্রুসও না। শুধু দেখেছি থরে থরে সাজানো মদের বোতল আর ইনজুন জোকে। মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে ঘুমাচ্ছিল জো!'

রাতে আবার শুঁড়িখানায় নতুন করে অনুসন্ধান করতে যাওয়াটা ঝুঁকি হয়ে যাবে। তাই ওরা আর ওদিকে পা বাড়াল না। হাক বলল প্রতি রাতে সে শুঁড়িখানার ওপর লক্ষ্য রাখবে। ইনজুন জো কিংবা তার সঙ্গী বাইরে গেলেই খবর দেবে টমকে।

www.MurchOna.com

হাককে বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফিরে এল টম। আর হাক পরিত্যক্ত একটা খড়ের গাদা খুঁজে পেয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল।

সে রাতে যতক্ষণ জেগে রইল টম ভাবল ইনজুন জো আর গুপ্তধনের কথা। এমনকি ঘুমের মধ্যেও এগুলোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখল। গুপ্তধন আর ইনজুন জো'র চিন্তা কিছুতেই যাচ্ছে না টমের মাথা থেকে।

www.MurchOna.com

বেকির সাথে আবার ভাব হয়ে গেছে টমের।

১৫. হাক বাঁচালো মিসেস ডগলাসকে

পরদিন সকালে একটা ভাল খবর শুনল টম। বেকি থ্যাচার ওর বাবা-মা'র সাথে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসেছে বাড়ি। ইনজুন জো আর গুপ্তধনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে টম ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেকিকে নিয়ে।

বেকির সাথে আবার ভাব হয়ে গেছে টমের। বিকেলটা ওরা গল্প করে কাটাল। মাসখানেক আগে বেকি বলেছিল বন্ধুদের নিয়ে পিকনিকে

www.MurchOna.com

গুহায় কে যেতে চাও বলো?

যাবে। বাবা অনুমতি দিয়েছেন। বেকি সবাইকে জানিয়ে দিল সে কথা। পরদিন দুপুরেই পিকনিক। দাওয়াত পেল বেকির পরিচিত সকলেই।

বেকির সাথে পিকনিকে যাবার কথা চিন্তা করে রাতে উত্তেজনায় ঘুমই হলো না টমের। সে অবশ্য হাক ফিনের কথাও ভাবছিল। হাক ওকে সংকেত দেয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু ওই রাতেও কোন সংকেত এল না হাকের কাছ থেকে।

www.MurchOna.com

পরদিন দুপুর বারটার মধ্যে বেকিদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেল পিকনিকে যেতে উৎসাহী ছেলেমেয়েরা। ওরা একটা ফেরিবোটে উঠে বসল। সারাটা দিন নদীর অপর তীরে পিকনিক করে কাটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে বেকিরা।

শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে, একটা জঙ্গলঘেরা বাড়িতে থামল ফেরিবোট। নোঙর করল। ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ল তীরে। ওদের চিৎকার আর হাসিতে মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠল নির্জন বনভূমি।

একজন গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল, 'গুহায় কে যেতে চাও বলো?' সবাই যেতে চায়। অনেকগুলো মোমবাতি নিয়ে আসা হলো ফেরি থেকে। তারপর সবাই মিলে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল গুহায় যাবার জন্যে।

গুহার মুখটা ইংরেজি 'A' অক্ষরের মত। ভেতরের গুহাটা ভারী রহস্যময়। লোকে বলে এ গুহায় জটিল অনেকগুলো ঘর আছে। গোলক ধাঁধার মতো। একবার পথ হারালে আর বেরিয়ে আসার জো নেই। এ গুহার পুরোটা কেউই ঘুরে দেখেনি। বেশীরভাগই অল্পকিছু অংশ ঘুরেছে। গুহার গভীরে যাবার সাহস কারোরই নেই। টম নিজেও এ গুহা তেমন ভাল চেনে না।

সবাই দুদ্দাড় করে ঢুকে পড়ল গুহার ভেতরে। হাতে মোমবাতি। কারণ গুহার ভেতরে অন্ধকার। ছেলেমেয়েদের কথা-চিৎকার-হাসি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরতে লাগল গুহার দেয়ালে। ঘণ্টাখানেক পরে ফেরিবোট থেকে ঘণ্টা বাজানো হলো। ফিরে যাবার সংকেত।

ফেরিবোট শহরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ওই সময় হাক ফিন শুঁড়িখানার দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে হাক। ইনজুন জো'র টিকিটিও না দেখে বেজায় হতাশ ও। এমন সময় একটা শব্দ কানে যেতে শংকিত হয়ে উঠল ও।

দুটো লোক ঝড়ের বেগে পাশ কাটাল হাকের। ওদের একজন বগলে কিছু একটা চেপে রেখেছে। নির্ঘাৎ সেই বাক্স! আর ওরা ইনজুন জো এবং তার সঙ্গী। গুপ্তধন নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ওরা? সরিয়ে ফেলছে অন্য কোনখানে?

www.MurchOna.com

টমকে ডাকবে হাক? কিন্তু টমকে খবর দিতে গেলে দেরী হয়ে যাবে অনেক। ততক্ষণে পগারপার হয়ে যাবে ইনজুন জো। চিরতরে হারিয়ে ফেলতে হবে গুপ্তধন। হাক ঠিক করল ওদের পিছু নেবে সে। টমকে পরে খবর দেয়া যাবে।

রাস্তা ধরে অনেকখানি পথ হাঁটল ওরা, তারপর বাম দিকে মোড় নিল। ওদিকে একটা পাহাড় আছে। হাক অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছে

www.MurchOna.com

ওরা এরপর কি করবে তা নিয়ে কথা বলতে লাগল। ওদের পরিকল্পনার

ওদেরকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ইনজুন জো এবং সঙ্গী। বিধবা ডগলাসের বাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরে থেমে দাঁড়িয়েছে ওরা।

হাক একটা ঝোপের পেছনে আড়াল নিল। শুনল একজন নিচু গলায় বলছে, 'ধ্যাত। মহিলার বাসায় বোধহয় কেউ আছে। আলো জ্বলছে দেখছি।'

ওরা এরপর কি করবে তা নিয়ে কথা বলতে লাগল। ওদের পরিকল্পনার কথা শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল হাকের। এই তাহলে 'প্রতিশোধ'

www.MurchOna.com

হড়হড় করে সব কথা তাঁকে খুলে বলল হাক।

রহস্য! ইনজুন জো এখনো প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলছে। তার রাগ বিধবা মিসেস ডগলাসের ওপর। মিসেস ডগলাসের বিচারপতি স্বামী একবার ইনজুন জো-কে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অপরাধে চাবুক মেরেছিলেন। সেই অপমানের কথা ভোলেনি জো। বিচারপতি মারা গেছেন। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে সে তাঁর বিধবা স্ত্রীর ওপর। ভয়ানক অত্যাচার করে মেরে ফেলবে। কীভাবে অত্যাচার চালাবে তার বর্ণনা

www.MurchOna.com

দিতে দিতে ছুরির ফলায় আঙুল বোলাচ্ছিল ইনজুন জো। তার কর্কশ গলা শুনে ভয়ে জমে যাচ্ছিল হাক।

হাক একবার ভাবল ছুটে পালাবে। কিন্তু মিসেস ডগলাসের কথা মনে পড়তে পালাবার ইচ্ছে চলে গেল। হাককে শহরের মহিলারা দেখতে না পারলেও মিসেস ডগলাস সব সময়ই ওর সাথে ভাল ব্যবহার করেছেন। এজন্যে বিধবা মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল হাক। আর এই ভালমানুষটাকে ওরা মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে! মিসেস ডগলাসকে সাবধান করে দেয়ার তাগিদ অনুভব করল হাক। কিন্তু তা করতে গেলে ইনজুন জো'র হাতে ধরা পড়ে যাবে ও।

নিশ্বাস বন্ধ রেখে ঝোপের আড়াল থেকে সরে গেল হাক। প্রাণপণে দৌড় দিল কাছের বাড়ি লক্ষ করে। এটা বিল ওয়েলশের বাড়ি। ছেলেদের নিয়ে থাকেন তিনি। হাক জোরে দরজায় কড়া নাড়ল।

'কে রে? এত রাতে দরজায় কড়া নাড়ছে কে?' বলতে বলতে দরজা খুললেন মিঃ ওয়েলশ।

হড়হড় করে সব কথা তাঁকে খুলে বলল হাক। অনুনয় করল তার কথা যেন মিঃ ওয়েলশ কাউকে না বলেন। মিঃ ওয়েলশকে তাড়াতাড়ি মিসেস ডগলাসের বাড়িতে যেতে বলল। দেরী করলে যে কোন সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

তিন মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিলেন মিঃ ওয়েলশ। হাতে অস্ত্র ঝুলিয়ে, ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মিসেস ডগলাসের বাড়ির উদ্দেশে। হাক অবশ্য ওদের সঙ্গে গেল না। সে বড় একখণ্ড পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকল কি ঘটে দেখার জন্যে। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল হাক। আর্তচিৎকার করে উঠল কে যেন। আর বসে থাকল না হাক। ঝেড়ে দৌড় দিল। নামতে শুরু করল পাহাড় বেয়ে। কি ঘটেছে কাল সকালে জানা যাবে মিঃ ওয়েলশের কাছ থেকে।

www.MurchOna.com

কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের আওয়াজ কানে গেল হাকের।

পরদিন ভোর হতেই হাক হাজির হয়ে গেল মিঃ ওয়েলশের বাড়িতে। মিঃ ওয়েলশ আর তার ছেলেরা হৈ হৈ করে স্বাগত জানাল হাককে। পেট ভরে খেতে দিল নাস্তা। তারপর মিঃ ওয়েলশ হাককে জানালেন তিনি মিসেস ডগলাসকে গত রাতে প্রাণে বাঁচাতে পেরেছেন। তবে ধরতে পারেননি ইনজুন জো-কে। আবার পালিয়েছে সে।

www.MurchOna.com

টম আর বেকি এদিকে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

১৬. গুহায় আটকে পড়া

হাক ফিন যখন ইনজুন জো আর তার সঙ্গীদের পিছু নেয়ায় ব্যস্ত ওই সময় টম বেকিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গুহার মধ্যে। কেউই জানে না পিকনিক পার্টি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফেরিবোট ওদেরকে ছাড়াই চলে গেছে। আর আনন্দে উল্লাসে মত্ত ছেলেমেয়েরা লক্ষও করেনি টম এবং বেকি নেই ওদের সঙ্গে।

টম আর বেকি এদিকে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। গুহার মধ্যে লম্বা একটা

www.MurchOna.com

করিডর ধরে এগোচ্ছে ওরা, কোথাও ফাঁকা জায়গা বা ফাটল চোখে পড়লেই উঁকি মেরে দেখছে এদিকটাতে আগে এসেছে কি-না। কিন্তু প্রতিবারই প্রতিটি ফাটল অচেনা ঠেকছে টমের কাছে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে ও একই জায়গায় বারবার ঘুরে মরছে বুঝতে পেরে। বেকি এবার কাঁদতে শুরু করল।

'আমরা হারিয়ে গেছি, টম! আর কোনদিন এখান থেকে বেরুতে পারব না। সবাই চলে গেছে। কেউ খুঁজে পাবার আগেই আমরা মরে যাব।' টম ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। বলল যেভাবেই হোক এখান থেকে বেরুবার রাস্তা ও খুঁজে বের করবেই।

কিন্তু খোঁজাখুজিই সার হলো। বেরুতে পারল না ওরা। উল্টো ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে গেল। খিদেয় পেট জ্বলছে। এক টুকরো কেক ছিল। ওটাই ভাগাভাগি করে খেল দু'জনে। বেকির পা আর চলছে না। তাই আবার হাঁটতে অস্বীকৃতি জানাল সে। বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। ওদের কাছে আর মাত্র একটা মোমবাতি আছে। ওটাই জ্বালিয়ে গল্প করতে লাগল দু'জনে। গল্প মানে বাড়ির কথা, বন্ধুদের কথা। মোমবাতি জ্বলতে জ্বলতে একসময় শেষ হয়ে এল আয়ু। শেষবারের মত দপ্ করে উঠল। তারপর নিভে গেল। ভয়ে চিৎকার দিল বেকি। টম বসে রইল চুপচাপ। ও ভয় পেয়েছে।

সময় বয়ে চলল। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। তবে ঠিকমত ঘুমুতেও পারল না। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল বারবার। কতক্ষণ গুহার মধ্যে আটকা পড়ে আছে সে হিসেব গুলিয়ে ফেলেছে ওরা। শুধু পেটের মধ্যে মোচড় দিতে থাকা খিদে জানান দিচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে বয়ে চলেছে সময়।

'টম, ওরা যখন টের পাবে আমরা ফেরিতে নেই তখন খুঁজতে আসবে না?' জিজ্ঞেস করল বেকি।

'আসবে। অবশ্যই আসবে।' ওকে আশ্বাস জোগায় টম।

দু'জনেই জানে ওদেরকে দেখতে না পেয়ে মা-বাবা আর বন্ধুরা কী রকম চিন্তায় পড়ে যাবে। এসব নিয়ে কথা বলল ওরা। কথা বলতে বলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল।

www.MurchOna.com

যত সময় যাচ্ছে, খিদেটা ততই বেড়ে চলেছে। শরীর ভয়ানক দুর্বল, নড়াচড়া করতেও কষ্ট হয়। টম হঠাৎ বলে উঠল, 'শ্‌শ্‌ শুনতে পেলে কিছু?' দম বন্ধ করে রাখল দু'জনেই। দূর থেকে অস্পষ্ট চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে যেন।

লাফিয়ে উঠল টম। 'ও-ও' জোরে চেঁচিয়ে উঠে প্রত্যুত্তর দিল। বেকিকে হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। ওকে নিয়ে পা বাড়াল যেদিক থেকে চিৎকারটা এসেছে সেদিকে। একটু পরপর থেমে দাঁড়াল ওরা, কান

www.MurchOna.com

খাড়া করল। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে চিৎকার। প্রতিবারই যেন এগিয়ে আসছে চিৎকারের আওয়াজ।

'নিশ্চয়ই ওরা!' উত্তেজিত গলায় বলল টম। 'আমাদেরকে খুঁজতে এসেছে। বেকি, আর আমাদের চিন্তা নেই।'

উদ্ধার পাবার আশায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ওরা। তবে খুব সাবধানে আর ধীরে ধীরে পা ফেলতে হচ্ছে ওদের। কারণ গুহায় গভীর আর বড় বড় খাদের সংখ্যা কম নয়। অন্ধকারে গর্তগুলো দেখাও যায় না।

www.MurchOna.com

আন্দাজের ওপর ভর করে চলছে টম আর বেকি। হঠাৎ একটা খাদের কিনারে চলে এল ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল। এটা তিন ফুট গভীর হতে পারে, আবার একশ ফুট হওয়াও বিচিত্র নয়। লাফ মেরে এ খাদ পার হবার ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

উবু হয়ে বসল টম খাদের ধারে। হাত বাড়িয়ে গর্তের গভীরতা আন্দাজের চেষ্টা করল। হাতে কিছুই ঠেকল না। নাহ্, এটা গভীর খাদ মনে হচ্ছে। পেরুনো যাবে না। ওদেরকে বসে থাকতে হবে। উদ্ধারকারীরা আসুক।

www.MurchOna.com

কান পেতে চিৎকারের আওয়াজ শুনল ওরা আবার। কিন্তু এবার যেন আওয়াজটা দূর থেকে এল। ক্রমে আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। এক সময় আর শোনাই গেল না। ভয়ে আর হতাশায় মুষড়ে পড়ল টম এবং বেকি।

টম একটানা চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার করতে করতে ওর গলা ভেঙে গেল। গলা দিয়ে কর্কশ, ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরুচ্ছে। কিন্তু লাভ হলো না কোন। কেউ শুনতে পায়নি ওর চিৎকার। ভয় পেলেও টম বেকিকে তা বুঝতে দিল না। তা হলে মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়বে। সে বেকিকে নানারকম আশ্বাস বাণী শোনাতে শোনাতে ফিরে চলল মিঠা পানির একটা ঝর্ণার দিকে। ওদিকটা কিছুক্ষণ আগে পার হয়ে এসেছে ওরা। পেট পুরে পানি পান করল টম আর বেকি। এক সময় ক্লান্তিতে ওদের চোখে ঘুম নামল।

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে মাথার ঝিমঝিম ভাবটা কেটে গেল টমের। এখন পরিষ্কারভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারছে ও। এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বুঝতে পেরেছে এ গুহায় বেশ কিছু সরু সাইড প্যাসেজ বা গলি রয়েছে করিডরের সাথে। স্রেফ বসে না থেকে ওগুলো খুঁজে বের করলেও কাজে লাগবে। সে পকেট থেকে ঘুড়ি ওড়ানোর সুতো বের করল। সুতোর একটা প্রান্ত গুহার দেয়াল ঘেঁষা একখণ্ড পাথরের সঙ্গে বাঁধল। অন্য প্রান্ত ধরে বেকিকে নিয়ে হাঁটা শুরু করে দিল। টম থাকল সামনে, পেছনে ওর কাঁধে হাত রেখে চলল বেকি। টম সুতোর রোল ছেড়ে হাঁটছে। বিশ কদম এগোবার পরে করিডর শেষ হয়ে গেল একটা পাথুরে চওড়া তাকের সামনে এসে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল টম। মেঝেতে হাত ছুঁইয়ে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করল ও। তাকের কিনার ধরে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে চলল টম। কিনারের শেষ প্রান্তে আসতেই খুশীতে বুক ভরে উঠল ওর। বিশ গজ দূরে একটা মানুষের হাত দেখা যাচ্ছে, হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি।

সোজা হলো টম। সাহায্যের জন্যে চিৎকার দিতে লাগল। ঠিক তখন মোমবাতি ধরা হাতের মালিকের চেহারা দেখতে পেল টম। বেরিয়ে এসেছে একটা পাথরের আড়াল থেকে। লোকটাকে চিনতে পেরে বুক ধক্ করে উঠল টমের... ইনজুন জো!

বেকিকে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় দেবে ভাবছে টম, তার আগেই অন্ধকারে

www.MurchOna.com
sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হারিয়ে গেল ইনজুন জো। সম্ভবতঃ টমের গলা সে চিনতে পারেনি গুহার দেয়ালে চিৎকার প্রতিধ্বনিত হবার কারণে।

ভয়ে এখনো থরথর করে কাঁপছে টম। শরীরে বল থাকলে এখুনি সে আবার ওই ঝর্ণাটার কাছে গিয়ে বসে থাকত। তবু ইনজুন জো'র চেহারা দেখতে চায় না সে। তবে জো'র কথা বেকিকে বলল না টম ও ভয়ে আধমরা হয়ে যাবে ভেবে। শুধু বলল চিৎকার করে উঠেছিল যদি কেউ ওর চিৎকার শুনতে পায় সে আশায়।

www.MurchOna.com

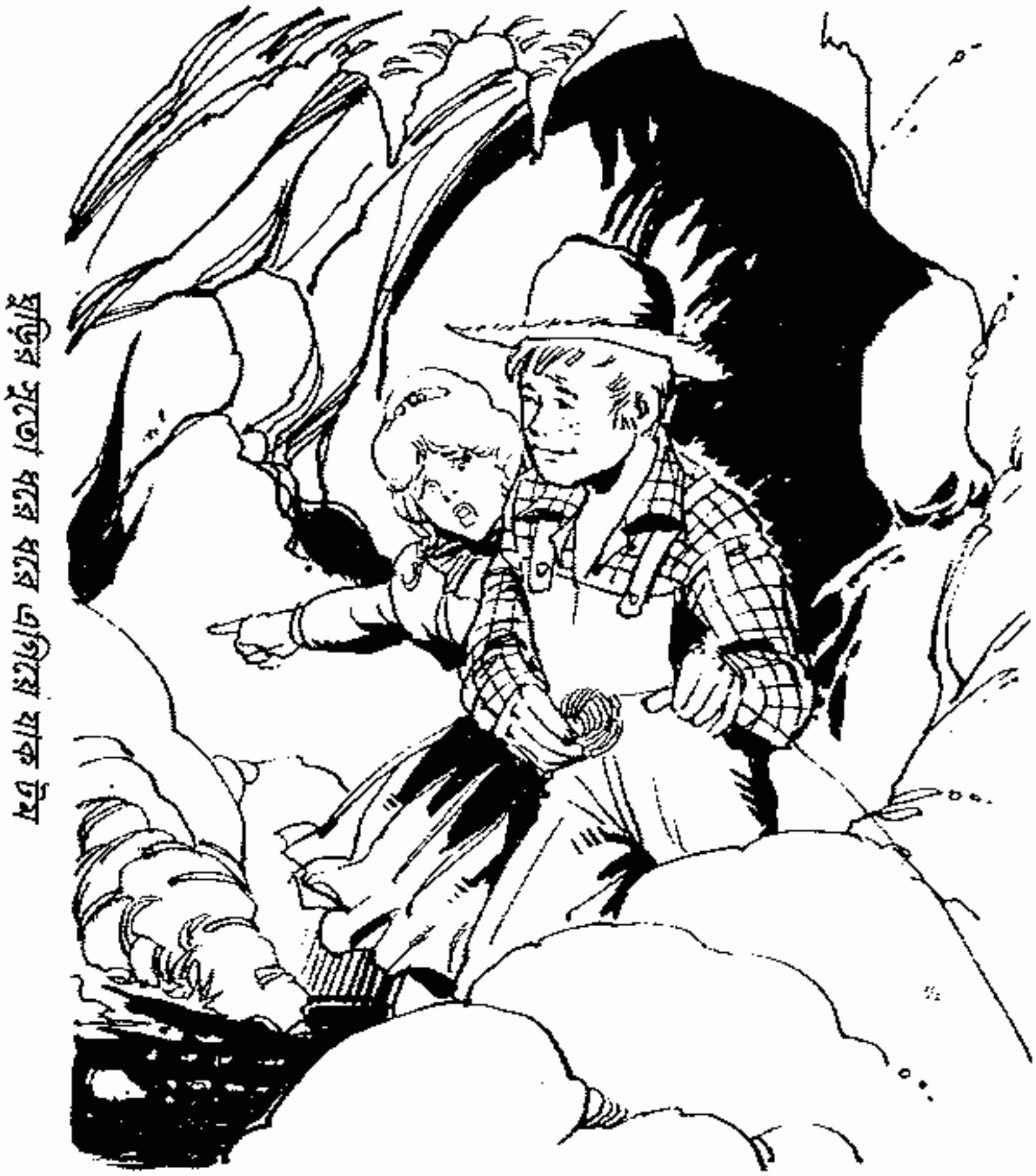

ঘুড়ির সুতো ধরে ধরে এগিয়ে যায় টম

ওখানেই টম আর বেকি ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু প্রচণ্ড খিদে জাগিয়ে দিল দু'জনকেই। আবার গুহামুখ খুঁজে পাবার আশায় বেরিয়ে পড়ল টম। বেকি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রায় অচেতন দশা। টমের সঙ্গে যেতে পারবে না। বিড়বিড় করে বলল সে কোথাও যেতে চায় না। এখানেই বসে থেকে মরে যেতে চায়। টমকে বলল ঘুড়ির সুতো ধরে ধরে এগিয়ে যাক টম, যদি এখান থেকে বেরুবার কোন রাস্তা বের করতে পারে! তবে রাস্তা

www.MurchOna.com

যেভাবেই হোক এই মৃত্যু ফাঁদ থেকে সে বেকিকে নিয়ে বেরুবেই।

খুঁজে না পেলে সে যেন আবার বেকির কাছে ফিরে আসে। বেকি টমের কোলে মাথা রেখে মরতে চায়।

বেকির কথা শুনে কান্না পেয়ে গেল টমের। চুমু খেল ওকে। দৃঢ় গলায় বলল যেভাবেই হোক এই মৃত্যু ফাঁদ থেকে সে বেকিকে নিয়ে বেরুবেই। কিন্তু খিদে আর ভয় ওকে দুর্বল করে দিয়েছে। তবু বুকে আশা বেঁধে বেপরোয়া টম ঘুড়ির সুতো ধরে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে একটা প্যাসেজের দিকে এগোতে লাগল।

www.MurchOna.com

সবার ধারণা ওরা আর বেঁচে নেই।

১৭. বন্দীদশা থেকে মুক্তি

শহরে ফিরে সবাই টম আর বেকির জন্যে দুঃখ করতে লাগল। আজ মঙ্গলবার। তিন দিন হলো বাচ্চা দুটোর খবর নেই। ওদের সন্ধানে সার্চ টিম গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তারা অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও টম-বেকির কোন সন্ধান না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সবার ধারণা ওরা আর বেঁচে নেই।

www.MurchOna.com

ওরা ফিরে এসেছে! ওরা ফিরে এসেছে!

মেয়ের শোকে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়লেন মিসেস থ্যাচার। সারাক্ষণ 'বেকি! বেকি!' বলে কাঁদছেন আর ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন।

অবস্থা খারাপ পলি খালারও। এক রাতের মধ্যে তাঁর সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে গির্জার ঘণ্টায় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শহরবাসীর। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাঘাট ভরে গেল মানুষ জনে, রাতের পোশাক পরেই

www.MurchOna.com

নেমে এসেছে। সবাই উত্তেজিত হয়ে বলছে, 'ওরা ফিরে এসেছে! ওরা ফিরে এসেছে!'

খুশীতে কেউ টিনের থালা বাজাতে লাগল। কেউ ফুঁকতে লাগল শিঙা। সবাই ছুটল নদীর দিকে। একটা ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে টম এবং বেকিকে। সবাই এক সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল ওদেরকে কোলে তুলে নেয়ার জন্যে।

সেন্ট পিটার্সবার্গের ছোট্ট এ শহরে এমন উত্তেজনাকর ঘটনা আর ঘটেনি। থ্যাচারের বাড়িতে যেতে যেতে সবাই বারবার ছুঁয়ে দেখতে লাগল টম আর বেকিকে। চুমু খেল। কিন্তু কথা বলতে পারছে না কেউ। আনন্দে কাঁদছে সবাই।

পলি খালা তাঁর হারানো বোনপোকে পেয়ে যে কী খুশী! মিসেস থ্যাচার তখুনি খবর পাঠালেন তাঁর স্বামীর কাছে। মিঃ থ্যাচার এখনো গুহায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিখোঁজ দুই কিশোর-কিশোরীকে।

সোফায় শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল টম। তারপর উঠে বসল। ওদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে উন্মুখ সকলে। গল্প বলা শুরু করল টম। রঙ চড়িয়ে অনেক কিছুই বলল গল্পটাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে। বলল কীভাবে গুহা দেখতে গিয়ে সে আর বেকি হারিয়ে গিয়েছিল। জানাল ঘুড়ির সুতো ধরে ধরে দুটো প্যাসেজ ঘুরেও বেরুবার রাস্তা খুঁজে পায়নি ওরা। তিন নম্বর প্যাসেজ ধরে এগিয়েও যখন ব্যর্থ হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, ওই সময় দূরে আলোর একটা ফুটকি চোখে পড়ে তার। মনে হয় দিনের আলো। তখন সুতো ছেড়ে দিয়ে আলোর ফুটকিটার দিকে যেতে থাকে টম। ওখানে গিয়ে দেখে একটা ছোট্ট গর্ত। বাইরে থেকে আলো ঢুকছে গর্তে। গর্তের মধ্যে মাথা আর কাঁধ ঢুকিয়ে দেয় টম। দেখে ঠিক নিচে ঝলমল করছে মিসিসিপি নদীর পানি।

'ভেবে দেখুন একবার।' বলে চলল টম 'তখন যদি রাত হতো আলোর ফুটকিটা দেখতে পেতাম না। ওই প্যাসেজটাও চোখে পড়ত না। তারপর বেকির কাছে ফিরে যাই আমি। সুখবরটা জানাই ওকে। কিন্তু ও আমাকে ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হতে নিষেধ করে। বেকি বেজায় ক্লান্ত ছিল। ও ভেবেছে আর বাঁচবে না। কিন্তু ওকে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে সমর্থ হই গুহা থেকে সত্যি বেরিয়ে যাবার একটা পথ পেয়ে গেছি আমি। গর্ত দিয়ে নীল আকাশ দেখতে পেয়ে বেকির খুশী আর ধরে না।

www.MurchOna.com

ওদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে চাই।

'আমরা বেরিয়ে আসি গর্ত থেকে। বসে থাকি গুহার পাশে। বেশ কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লোককে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকতে থাকি তাদেরকে। ওদেরকে আমাদের গল্প বললেও প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় নি। ভেবেছে গুল মেরেছি। পরে অবশ্য বিশ্বাস করেছে। আমাদেরকে নিয়ে গেছে তাদের বাড়িতে। পেট ভরে খেতে দিয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নিয়েছি। তারপর বাড়ির পথ ধরেছি।'

www.MurchOna.com

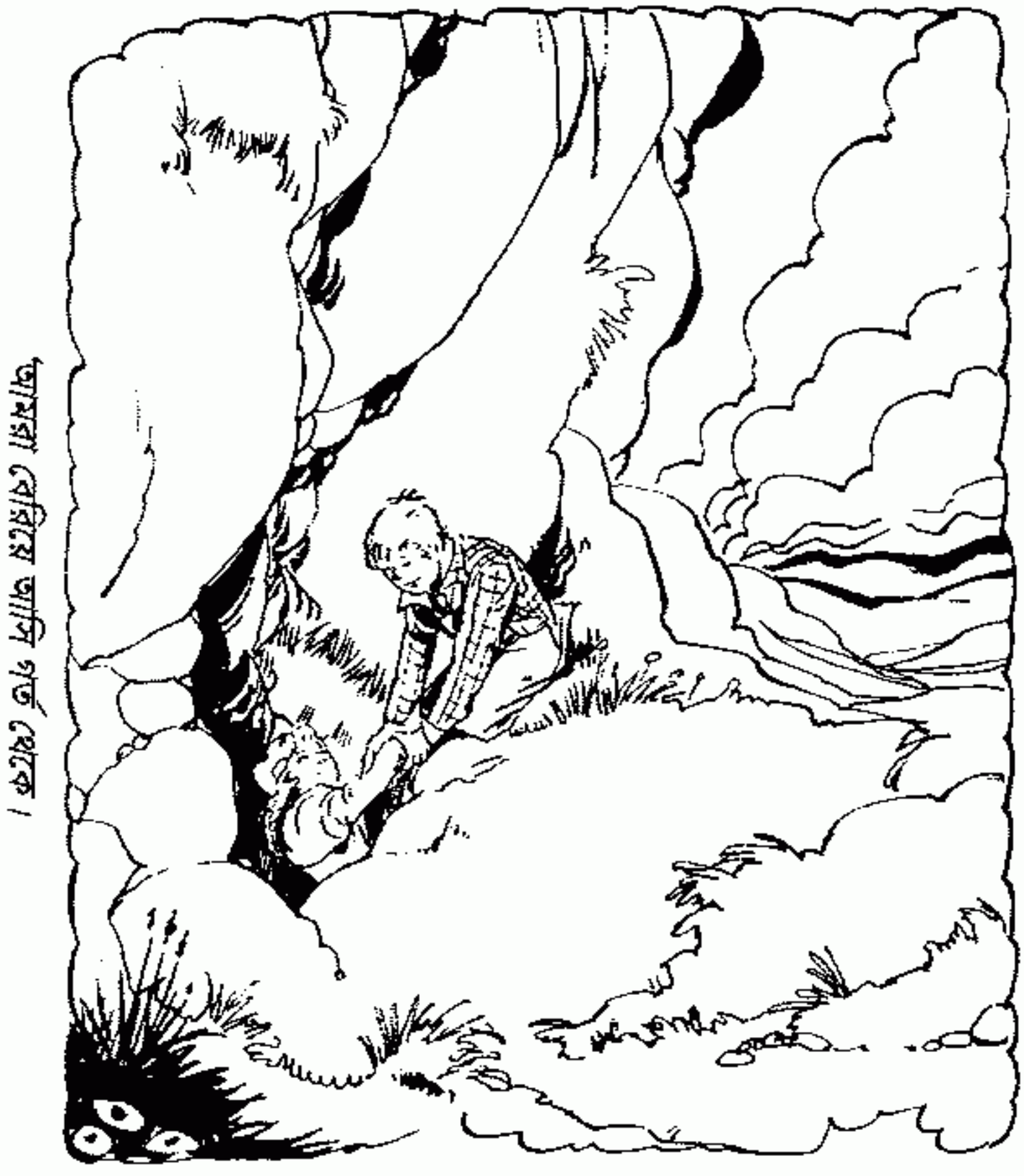

তিনদিন না খাওয়া বেকি আর টম বিছানায় পড়ে গেল। দু'দিন ওরা কেউ নড়তে পারল না। তিন দিনের দিন একটু সুস্থবোধ করায় শহর থেকে ঘুরে এল টম। শনিবার নাগাদ শরীরে পুরোপুরি বল ফিরে পেল ও। তবে বেকির পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে আরো দু'দিন লাগল। এমন দুর্বল সে জীবনে হয়নি।

টম শুনল হাকও অসুস্থ। ও বর্তমানে মিঃ ওয়েলশের বাড়িতে আছে। বন্ধুকে একদিন দেখতে গেল টম। মিসেস ডগলাস যে হাকের জন্যে

www.MurchOna.com

প্রাণে বেঁচে গেছেন সে গল্প শুনেছে টম। এখন শুনল নদীতে এক লোকের লাশ ভেসে উঠেছে। ইনজুন জো'র সেই সঙ্গীর লাশ। ওয়েলশদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল। বোধ হয় সাঁতার জানত না। তাই ডুবে মরেছে।

সপ্তাহ দুয়েক পরের ঘটনা।

মিঃ থ্যাচার একদিন টমকে জানালেন ওরা যে গুহায় হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে কেউ যাতে আর এভাবে বিপদে না পড়ে সে জন্যে তিনি

www.MurchOna.com

মিঃ থ্যাচার টমের মুখে পানির ছিটা দিলেন।

দেয়াল তুলে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে মুখ সাদা হয়ে গেল টমের। মাটিতে এলিয়ে পড়ল সে। 'আরে, কি হলো তোমার?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ থ্যাচার। 'কেউ এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো। জলদি!'

পানি আনা হলো। পানির ছিটা দিলেন মিঃ থ্যাচার টমের মুখে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল ও।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ থ্যাচার। 'হঠাৎ অমন করলে কেন?'

'ইনজুন জো গুহার মধ্যে আটকা পড়েছে!' ফিসফিস করে জানাল টম।

www.MurchOna.com

হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে ইনজুন জো। মৃত।

১৮. লুকানো গুপ্তধন

ঝড়ের বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শহরে। জন বারো লোক চলল টম আর মিঃ থ্যাচারের সঙ্গে গুহা অভিমুখে। গুহার বন্ধ মুখ ভেঙে ফেলা হলো। করুণ একটা দৃশ্য দেখতে পেল সবাই। হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে ইনজুন জো। মৃত।

ইনজুন জো শয়তান স্বভাবের হলেও তার জন্যে খারাপ লাগল টম সয়ারের। কারণ, না খেতে পেয়ে খিদের তীব্র জ্বালা সয়ে মরতে হয়েছে

www.MurchOna.com

ইনজুন জো-কে। তবে একই সাথে স্বস্তিও পেল। ইনজুন জো আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাড়া করে ফিরবে না ওকে। মাফ পটারের জীবন বাঁচানোর জন্যে টমকে আর প্রতিহিংসার শিকার হতে হবে না।

ইনজুন জো'র ছুরিটা পড়ে আছে পাশেই। ভাঙা। গুহার বন্ধ দেয়াল ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়েছিল জো। ভেঙে গেছে ছুরি। এদিকটাতে সাধারণত গুহা দেখতে আসা ট্যুরিস্টদের মোমবাতি পড়ে থাকতে দেখা যায় মেঝের ওপর। এখন একটিও নেই। টম ধারণা করল খিদে সইতে

www.MurchOna.com

গ্রাম এবং শহর থেকে লোকজন এল জো'র লাশ দেখতে

না পেরে মোমবাতি খেয়ে ফেলেছে জো। বাদুড়ের কঙ্কালও দেখতে পেল টম। ওগুলোর মৃত্যুর জন্যে কে দায়ি বোঝাই যাচ্ছে।

সার্চ টিম-এর লোকজন ইনজুন জো-কে কবর দিল গুহামুখের কাছেই। গ্রাম এবং শহর থেকে লোকজন এল জো'র লাশ দেখতে। খুনীটা মরেছে বলে সবাই খুশি।

লাশ কবর দেয়ার পরের দিন সকালে টম আর হাক গেল পাহাড়ে, তাদের গোপন জায়গায়। জরুরি কথা বলবে। মিঃ ওয়েলশ এবং বিধবা

www.MurchOna.com

ডগলাসের কাছ থেকে টমের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনেছে হাক। এবার নিজের গল্প বলল ও টমকে।

'আমি শুঁড়িখানার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম, টম। ইনজুন জো আর তার সঙ্গীকে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে পিছু নিই ওদের। শুনতে পাই মিসেস ডগলাসকে মেরে ফেলার মতলব এঁটেছে ওরা। তারপর দৌড়ে গিয়ে খবর দিই মিঃ ওয়েলশকে। তিনি মিসেস ডগলাসের জীবন বাঁচান।'

www.MurchOna.com

'দারুণ দেখিয়েছ, হাক।' প্রশংসা করল টম। 'কিন্তু তোমার এই সাহসিকতার কথা কাউকে জানালে না কেন?'

'কারণ মিসেস ডগলাস প্রাণে বেঁচে গেলেও ইনজুন জো পালিয়ে গিয়েছিল, তার ভয়েই কথাটা কাউকে বলতে পারিনি।'

মাথা ঝাঁকাল টম। হাক ঠিক কাজটাই করেছে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আসল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আসল ব্যাপার মানে গুপ্তধন।

'হাক।' বলল টম। 'সেই টাকাটা শুঁড়িখানার দুই নম্বর ঘরে নেই।'

'কী!' অবাক হলো হাক। 'তুমি শুঁড়িখানায় খোঁজ নিতে গিয়েছিলে?'

'হাক, টাকাটা গুহার মধ্যে আছে।'

ঝিঁকিয়ে উঠল হাকের চোখ। 'কথাটা আবার বলো তো, টম।'

'টাকাটা গুহার মধ্যে আছে।'

'টম, তুমি ঠাট্টা করছ না তো?' বিশ্বাস হতে চায় না হাকের টমের কথা।

'আমি সিরিয়াস, হাক। আমার সঙ্গে যাবে গুহায়? গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

'যাব মানে! একশ বার যাব... তবে পথ হারিয়ে না ফেললেই হলো।'

'আশা করি হারাব না। সঙ্গে রুটি-মাংস নিয়ে যাব। আর গোটা তিন ঘুড়ির সুতোর গুলি। সঙ্গে দেশলাই এবং মোমবাতি তো থাকবেই।'

জিনিসপত্রগুলো জোগাড় করে বিকেলের দিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল টম এবং হাক। নদীর বিপরীত তীরে পৌঁছে পাহাড়ের দিকে হাত তুলে দেখাল টম। 'ওই খাড়া ঢালটা দেখতে পাচ্ছ? অন্যান্য ঢালের মতো দেখালেও ওতে সাদা একটা দাগ দেয়া আছে। দাগটা আমিই দিয়েছি, হাক। এখন চলো তীরে উঠে পড়ি।'

ভেলাটাকে টেনে তীরে তুলল টম আর হাক। টম হাককে দেখাল ঘন একটা ঝোপের আড়ালে ছোট একটা গুহামুখ আছে। ও গুহা টম না দেখালে জীবনেও এটা খুঁজে বের করতে পারত না হাক। গর্তটা দিয়ে

www.MurchOna.com

গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। আগে চলল টম। গুহার দূর প্রান্তে চলে এল ওরা। ঝরনাটা পার হবার সময় গা শিউরে উঠল টমের। হাককে দেখাল দেয়ালে লেগে থাকা গলানো মোম। বলল কীভাবে বেকিকে নিয়ে সে এখানে বসেছিল। আর দেখেছে আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে মোম।

দুই কিশোর চলতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে আরেকটা করিডরে এল। এখন ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা। পাথুরে সেই তাকটার সামনে এসে হাতের মোম শূন্যে উঁচু করে ধরল টম। হাকের কনুই ধরে টানল।

www.MurchOna.com

ওই কোনার দিকে তাকাও

'এবার তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।' বলল ও। 'ওই কোনার দিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ? বড় পাথরটার গায়ে ছাই দিয়ে কি আঁকা আছে?'

'ওটা একটা ক্রুসের ছবি, টম!'

'এখন তোমার দুই নম্বর কোথায়? ক্রুসের নিচে, ঠিক?'

হাক ক্রুসের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'টম, এখান থেকে চলে যাই। চলো।'

কিন্তু টম যেতে রাজি নয়। ভূতের ভয় নেই ওর। বলল, 'ভয় পাচ্ছ কেন? ইনজুন জো তো মরে গেছে। আর গুপ্তধন পাবার জন্যে কম কষ্ট করিনি

www.MurchOna.com

দু'জনে। এখন গুপ্তধনের এত কাছে এসে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কোন মানে নেই।' টম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করল হাককে। বলল গুপ্তধন ওরা পাবেই।

পাথরের নিচে একটা কম্বল, কয়েকটা যন্ত্রপাতি, আধ খাওয়া বেকন ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখল ওরা। তবে ধাতব কোন বাক্স নেই।

'ও বলেছিল ক্রুসের নিচে।' ফিসফিস করল হাক। 'তবে পাথরের নিচে থাকার সম্ভাবনা নেই।'

www.MurchOna.com

ওরা পাথরের আশপাশের সমস্ত জায়গা খুঁজল। কিছুই না পেয়ে শেষে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। হাকের মাথায় বুদ্ধি খেলছে না আর কোথায় খুঁজবে। তবে খেতে বসে নতুন বুদ্ধি এল টমের মাথায়।

'ওই দ্যাখো, হাক! পাথরের এক পাশে, মাটিতে পায়ের ছাপ আর গলানো মোম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্য পাশে নেই। মানে কি এর? আমি নিশ্চিত পাথরের নিচেই রয়েছে গুপ্তধন। আমি এখনই মাটি খুঁড়তে শুরু করব।'

দু'জনে মিলে মাটি খুঁড়তে লাগল। ঘণ্টা দুই খোঁড়ার পরে কতগুলো কাঠের তক্তা চোখে পড়ল। তক্তা তুলে আনার পরে নতুন একটা করিডর দেখতে পেল পাথরের নিচে।

করিডর ধরে হাঁটা দিল দুই কিশোর। কিছুদূর এগোবার পরে মোড় নিল ওরা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল হাক। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পেয়েছি! গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।'

সেই ধাতব বাক্স! ঢাকনি খুলে ফেলল টম। কাদা মাখা হাত দিয়ে সোনার মুদ্রাগুলো তুলে নিল হাক।

'আমরা ধনী হয়ে গেছি, টম! ধনী হয়ে গেছি!'

কয়েক মুহূর্ত ওরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বাক্সটার দিকে। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে আসা বস্তায় মুদ্রা আর নোটগুলো ভরতে লাগল। শেষে পা বাড়াল গুহামুখের দিকে।

গুহা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চারদিকে চোখ বুলাল। নাহ্, আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঝোপের আড়ালে বসে বিশ্রাম নিল দু'জনে। খাবার খেল। তারপর উঠে পড়ল ভেলায়। তখন সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। তীরে এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল।

'হাক।' বলল টম, 'টাকাটা আপাতত মিসেস ডগলাসের জ্বালানী রাখার চিলে-কোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখব। কাল সকালে এসে দু'জনে মিলে টাকা ভাগ করে নেব। তারপর জঙ্গলের মধ্যে কোনো নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে ভাগের টাকা নিশ্চিন্তে লুকিয়ে রাখা যায়। তুমি এখানে থাকো। আমি এক দৌড়ে গিয়ে একটা ওয়াগন নিয়ে আসি।'

www.MurchOna.com

আমরা ধনী হয়ে গেছি, টম! ধনী হয়ে গেছি!

অদৃশ্য হয়ে গেল টম। একটু পরেই হাজির হলো একটা ঠেলা গাড়ি নিয়ে। গাড়িতে টাকার বস্তাগুলো রাখল ওরা। তারপর দু'জনে মিলে টানতে লাগল ঠেলা গাড়ি।

মিঃ ওয়েলশের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, ওদেরকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। 'কে হাক নাকি ? .... অ, টমও আছ দেখছি! চলো, আমার সাথে। সবাই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

www.MurchOna.com

টাকাটা আপাতত মিসেস ডগলাসের জ্বালানী রাখার চিলে-কোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখব।

ঠেলা গাড়ি নিয়ে মিঃ ওয়েলশের সঙ্গে চলল ওরা। উনি মিসেস ডগলাসের বাসায় যাচ্ছেন। ঠেলা গাড়ি ভদ্রমহিলার বাসার সামনে রাখল ওরা। তারপর ঢুকল বাড়িতে। পার্টি হচ্ছে মিসেস ডগলাসের বাসায়। সবাই আছেন। থ্যাচার এবং হারপাররা এসেছেন সপরিবারে। পলি খালাতো আছেনই। মিসেস ডগলাস টমদেরকে দেখে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জড়িয়ে ধরলেন। ওদের গায়ে কাদা, জামা-কাপড় ময়লা, এসব কিছুই খেয়াল করলেন না। তবে পলি খালা ভাগ্নের দশা দেখে ভুরু

www.MurchOna.com

কোঁচকালেন। কিন্তু তাঁকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না মিঃ ওয়েলশ। ব্যাখ্যা করলেন রাস্তা থেকে ওদেরকে জোর করেই ধরে এনেছেন।

'ঠিকই করেছেন' সায় দিলেন মিসেস ডগলাস। 'আমার সঙ্গে এসো তোমরা।' টম আর হাককে নিয়ে নিজের বেডরুমে ঢুকলেন তিনি। 'নাও, গোসল করে পরিষ্কার হয়ে যাও। তোমাদের জন্য কাপড় রেডি করে রেখেছি। ঐ যে। আমরা নিচে অপেক্ষা করছি। রেডি হয়েই চলে এসো।'

www.MurchOna.com

১৯. হাকের নতুন আবাস

মিসেস ডগলাস চলে যাবার পরে নতুন কাপড়গুলোর দিকে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল হাক। তারপর ঘুরল টমের দিকে, 'টম, একটা রশি পেলেই এখান থেকে ভেগে পড়তে পারতাম। জানালা খুব বেশি উঁচু নয়।'

অবাক হলো টম। 'পালাতে চাচ্ছো কেন?'

'কারণ এ ধরনের পোশাক পরে আমি অভ্যস্ত নই। এ জিনিস গায়ে দিলে

www.MurchOna.com

খুবই অস্বস্তি লাগবে আমার। আমি নিচে যাচ্ছি না, টম'।

'ধ্যাত কী-যে বল তুমি! আমি সামাল দেব'খন।'

এমন সময় সিড ঢুকল ঘরে। বলল পার্টিটা আসলে দেয়া হয়েছে বিশেষ এক কারণে। টম ওয়েলশ ঘটা করে সবাইকে জানিয়ে দেবেন হাক কীভাবে মিসেস ডগলাসের প্রাণ বাঁচিয়েছে। তারপর ভদ্রমহিলা নাকি কী একটা বিশেষ ঘোষণা দেবেন।

www.MurchOna.com

'গোপন ঘোষণাটা কী জানি না আমি।' বলল সিড। 'তবে মিঃ ওয়েলশ অবশ্যই হাককে পার্টিতে হাজির থাকতে বলেছেন।' আর পালানো হলো না হাকের। ভদ্র বেশ পরেই নিচে নামতে হলো ওকে টমের সঙ্গে।

খাবার টেবিলে বসেছে সবাই। মিঃ ওয়েলশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বক্তৃতা দেয়ার জন্যে। প্রথমেই তিনি মিসেস ডগলাসকে ধন্যবাদ দিলেন তাঁর এবং তাঁর ছেলেদের সম্মানে ডিনারের আয়োজন করার জন্যে। 'তবে,' বললেন তিনি, 'এখানে একজন আছে যে নিজের সাহসিকতার

www.MurchOna.com

কথা খুলে বলতে লজ্জা পাচ্ছে।' এরপর তিনি নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করলেন কীভাবে হাক মিসেস ডগলাসের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

মিসেস ডগলাস অবশ্য আগেই জানতেন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর পেছনে মূল ভূমিকা ছিল হাকলবেরি ফিনের। তিনি জড়িয়ে ধরলেন ওকে। সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ওকে। কিন্তু হাক বেচারা নতুন স্যুট পরে অস্বস্তিতে রীতিমত ঘামছে। প্রশংসা শুনে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল ওর।

মিসেস ডগলাস এবার তাঁর গোপন ঘোষণাটা দিলেন। জানালেন এতিম

www.MurchOna.com

হাকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা তিনি করবেন। ওকে পড়ালেখা শেখাবেন। বড় হবার পরে ওর উপার্জনের ব্যবস্থাও করে দেবেন।

সুযোগ পেয়ে টম বলে উঠল, 'হাকের টাকা-পয়সার দরকার নেই। হাক এখন রীতিমত ধনী।'

শুধু মিসেস ডগলাসকে অসম্মান দেখানো হয়ে যাবে বলে কেউ উঁচু গলায় হেসে উঠল না। তবে মুখ টিপে হাসল সকলেই। হাক ধনী ? একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

'হাক এখন অনেক টাকার মালিক,' বলে চলল টম। 'আমার কথা হয়তো আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আমি। আচ্ছা, প্রমাণ দেখাচ্ছি এখনই।'

কথাটা বলেই টম এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অতিথিরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। টম কী বলে গেল ? আর হাক পাথর হয়ে বসে রইল নিজের চেয়ারে। একটা কথাও সরছে না মুখ থেকে।

একটু পরে ঘরে ঢুকল টম দুটো বস্তা টানতে টানতে। বস্তার মুখ খুলল ও। সোনার মুদ্রাগুলো ঢেলে দিল টেবিলের ওপর। 'এই যে দেখুন!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'এ টাকার অর্ধেক হাকের, অর্ধেক আমার।'

সোনার মুদ্রা আর টাকার বান্ডিল দেখে হাঁ হয়ে গেলেন অতিথিরা। তারপর সবাই একসঙ্গে জানতে চাইলেন এত টাকা কী করে পেল ওরা।

লম্বা এবং মজার গল্পটা ওদেরকে খুলে বলল টম। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনল। গল্প বলা শেষ হলে টাকা গোনা হলো। বার হাজার ডলার! এত টাকা এক সাথে অতিথিরা কেউ জীবনেও দেখেন নি।

www.MurchOna.com

টম এবং হাক এখন হিরো।

২০. দস্যুদলে যোগ দিল হাক

টম এবং হাকের অভিযানের গল্প ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শহরে। শহরবাসীর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল এ ঘটনা। তবে অনেক রঙ চড়ানোর কারণে কাহিনী আরো রোমাঞ্চকর এবং রোমহর্ষক হয়ে উঠল।

টম এবং হাক এখন হিরো। ওদেরকে দেখলেই মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সেধে এসে আলাপ জমাতে চায়। রীতিমত তারকা বনে গেল দুই কিশোর।

www.MurchOna.com

মিসেস ডগলাস হাকের ভাগের টাকা রেখে দিলেন ব্যাংকে। পলি খালাও টমের ভাগের টাকাটার একই গতি করলেন। দু'জনেই এখন অনেক টাকার মালিক। যদিও হাত খরচা হিসেবে এক ডলারের বেশি পায় না। তবু এটাই ওদের কাছে অনেক টাকা।

তবে শহুরে বিলাস ভাল লাগছিল না হাকলবেরি ফিনের। মিসেস ডগলাসের এত আদর যত্নে ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ভদ্রমহিলার চাকর-বাকররা হাককে গোসল করিয়ে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, পরিষ্কার কাপড় পরতে দেয়। তাকে ছুরি আর কাঁটা চামচ নিয়ে খেতে হয়। ব্যবহার করতে হয় ন্যাপকিন। এমনকি মিসেস ডগলাসের চাপে গির্জাতেও যেতে হচ্ছে হাককে।

সপ্তাহ খানেক বহু কষ্টে এই মধুর অত্যাচার সহ্য করল হাক। তারপর বাড়ি ছেড়ে পালাল। তিন দিন ধরে ওকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করা হলো। সন্ধান মিলল না।

চতুর্থ দিন সকালে টম গেল কসাইখানায়। পরিত্যক্ত এ কসাইখানার ছায়াও মাড়ায় না কেউ। কিন্তু হাকের কাছে লুকিয়ে থাকার এটাই প্রিয় জায়গা। টম জানত এ কথা। গিয়ে দেখল ঠিকই হাক আছে ওখানে। আবার আগের জীবনে ফিরে গেছে সে। ময়লা জামা পরনে, এলোমেলো চুল। তাতে চিরুনি পড়েনি।

টম জানাল মিসেস ডগলাস হাকের জন্যে ভয়ানক দুশ্চিন্তা করছেন। শুনে হাক বলল, 'ওই ভদ্রমহিলার কথা আমাকে আর বলো না, টম। আমি শহুরে জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মিসেস ডগলাস আমার অনেক যত্ন করেছেন। কিন্তু উনি যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওনার কথামত একেক সময়ে একেকটা পোশাক পরতে হবে, সবসময় ফিটফাট বাবু সেজে থাকতে হবে। ও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ওই জীবনে আমি অভ্যস্ত নই।'

টম হাককে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হাক কোনো কথা শুনতে রাজি নয়। শেষে একটা বুদ্ধি করল টম।

'শোন, হাক,' বলল ও। 'তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই গুহায় বসে নতুন একটা দল গঠন করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তুমি ভদ্র-সভ্যভাবে না চললে আমাদের দলে যোগ দিতে পারবে না।'

sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

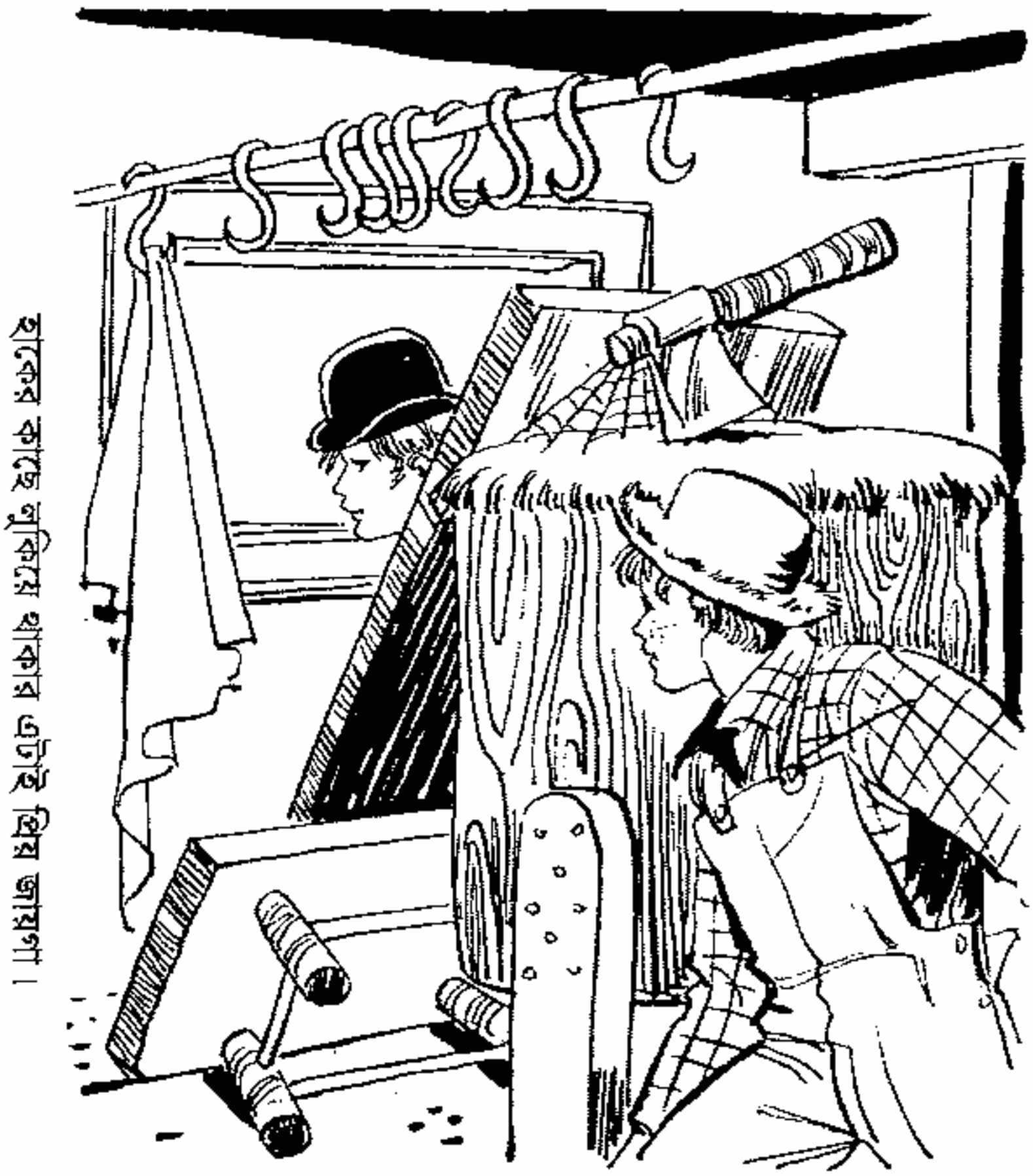

হাকের কাছে লুকিয়ে থাকার উত্তম প্রিয় জায়গা।

শুনে ম্লান হয়ে গেল হাকের চেহারা। করুণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তোমাদের দলে সত্যি নেবে না, টম ? আমাকে জলদস্যু বানাবে না ?'

'বানাব। তবে আমার দলের জলদস্যুরা হবে অনেক উঁচু মাপের। ফিটফাট।' জবাব দিল টম।

'কিন্তু, টম,' অনুনয় করল হাক। 'আমরা তো বন্ধুই ছিলাম, তাই না ? আমাকে বাদ দিতে পারবে ?'

www.MurchOna.com

'তোমাকে আমি বাদ দিতে চাইও না, হাক। কিন্তু লোকে কী বলবে? নাক সিঁটকে বলবে, 'থু! টম সয়ারের দলে সব বাজে ছেলেদের ভিড়।' এ কথাটা তোমার যেমন সহ্য হবে না, হাক। আমিও সহ্য করতে পারব না।'

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইল হাক। নিজের এই ভবঘুরে জীবনের সাথে বহুদিন ধরে অভ্যস্ত সে। এ জীবন ছেড়ে নতুন করে ভদ্র-সভ্য হয়ে থাকা তার জন্যে কঠিনই হয়ে পড়বে। কিন্তু টমের দলে যোগ দিতেও মন টানছে খুব। টম এবং মিসেস ডগলাস দু'জনেই চাচ্ছে ওর জীবনে একটা পরিবর্তন আসুক। হয়তো এই পরিবর্তনটা খারাপ নাও হতে পারে।

www.MurchOna.com

যেতে যেতে নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারের নানা পরিকল্পনা করল দু'জনে!

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল হাক। 'আমি ফিরে যাব মিসেস ডগলাসের কাছে। তবে এক মাসের জন্যে। দেখি নতুন জীবনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি কি-না। তবে শর্ত একটাই আমাকে তোমাদের দলে নিতে হবে, টম।'

খুশি হলো টম। জড়িয়ে ধরল হাককে। তারপর দু'জনে মিলে হাঁটতে শুরু করল মিসেস ডগলাসের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারের নানা পরিকল্পনা করল দু'জনে! তবে সে অন্য গল্প, অন্য কাহিনী।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

Duhssahosik Tom Sawyer

by Mark Twain

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com